ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার : একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

(The Use of Foreign Words in the Addresses and Essays of Nazrul : A Linguisitic Observation)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

গবেষক

ইফ্‌ফাত আরা দোলা

রেজি নং- ২৪/২০১৪-২০১৫

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	১-৬
প্রথম অধ্যায়	
গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা	**৭-১১**
গবেষণা পদ্ধতি	৭-৮
গবেষণার উদ্দেশ্য	৮
পরিধি	৯
গবেষণার যৌক্তিকতা	৯
গবেষণা বিষয়ক প্রশ্ন	১০
সাহিত্য পর্যালোচনা	১০-১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ভাষাবংশ ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি	**১২- ২০**
ভাষাবংশ	১২-১৪
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ	১৫-১৯
তৃতীয় অধ্যায়	
বাংলা শব্দভাণ্ডার ও বিদেশী শব্দ	**২১-৪১**
শব্দের সংজ্ঞা ও শব্দের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২১-২৩
বাংলা শব্দভাণ্ডার	২৩-২৫
শব্দের উৎসগত, অর্থগত ও গঠনগত শ্রেণিকরণ	২৫-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দপ্রবেশের ইতিহাস **৪২- ৬৬**

বাংলা ভাষায় ফারসি ও আরবি শব্দ ৪২-৫০

বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ ৫০-৫৩

ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার শব্দ ৫৩

পর্তুগিজ বণিক ৫৩-৫৫

ওলন্দাজ বণিক ৫৫-৫৭

ফরাশি বণিক ৫৭

উর্দু ও হিন্দি শব্দ ৫৭-৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে বিদেশী শব্দের ব্যবহার ও নজরুল **৬৭- ৮৫**

প্রাচীন যুগ ৬৭

মধ্য যুগ/ মুসলিম শাসনামল ৬৭- ৭২

গ্রন্থনামে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ৭২-৭৩

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মগ্রহণ, শৈশব ও কৈশোর ৭৩- ৭৪

নজরুলের শিক্ষাজীবন ও সৈনিকজীবন ৭৪- ৭৭

নজরুলের ভাষিক পরিবেশ ৭৭- ৭৯

নজরুলের অভিভাষণ ৭৯- ৮২

নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ ৮২-৮৩

রাজবন্দীর জবানবন্দী ৮২

ধুমকেতু ৮৩

দুর্দিনের যাত্রী ৮৩

রুদ্র-মঙ্গল ৮৩

অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী

শব্দসমূহের ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ **৮৬-১৮৯**

ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ৮৬-৮৯

আরবি-ফারসি শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তন ৮৬-৮৮

ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তন ৮৮

পর্তুগিজ শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তন ৮৯

ফরাশি শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তন ৮৯

গুজরাটি শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তন ৮৯

নজরুলের অভিভাষণে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের পরিসংখ্যান ৮৯-৯১

নজরুলের প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের পরিসংখ্যান ৯১-৯৬

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের অর্থ পদনির্দেশ ৯৬-১৮৬

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের গঠন ১৮৬-১৮৯

উপসংহার **১৯০-১৯৭**

গ্রন্থপঞ্জি **১৯৮-২০০**

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার : একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ (The Use of Foreign Words in the Addresses and Essays of Nazrul: A Linguistic Observation) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভাষাবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে আমার বিভিন্ন ভাষার শব্দের প্রতি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় পারঙ্গমতা এবং তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে প্রচুর বিদেশী শব্দের অনবদ্য ব্যবহার আমাকে বর্তমান বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে। গবেষণার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিষয়ানুযাযী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পর উপরিউক্ত শিরনামায় প্রণীত একটি খসড়া আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সাখাওয়াৎ আনসারীর কাছে উপস্থাপন করি। তিনি খসড়াটি পাঠ করে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা যাচাইপূর্বক এম.ফিল. ডিগ্রিলাভের জন্য উপস্থাপন করতে অনুমতি প্রদান করেন।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুতকালে আমাকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ২০১৬ সালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এখনো সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করতে পারিনি। তবে দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যেও আমি কিঞ্চিৎ ভালো বোধ করলেই গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থেকেছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সাখাওয়াৎ আনসারী তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা-পদ্ধতিসহ সার্বিক বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত মত, দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ এই অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্মত করেছে। যখনই গবেষণা-সংক্রান্ত প্রয়োজনে আমি তাঁর কাছে সাক্ষাৎ লাভের জন্য যোগাযোগ করেছি, তিনি আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন। আমার অসুস্থাবস্থায় নিয়মিত খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশে আমি অপারগ। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের সহধর্মিণী ডা. শাওয়ানা বেগমকে, যিনি নিয়মিত আমাকে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়ে মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সালমা নাসরীনের প্রতি। তিনি আমার গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং নিরন্তর নানা পরামর্শ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানকে। তিনি আমাকে এ গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, নজরুল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি ও পাবলিক লাইব্রেরিতে কর্মরত যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমার গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি। তাঁরা আমার চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের পাশাপাশি এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আমাকে নিয়ে গ্রন্থাগারে যাওয়া-আসা করা, বিভিন্ন বই কিনে আনা, প্রুফ দেখতে সাহায্য করা, প্রিন্ট করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমার বাবা মো. ইজামুল হক ও ছোটো বোন ইশরাত আরা দ্যুতির সাহায্য ছাড়া এ গবেষণা সম্পন্ন করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে যেত। দীর্ঘ অসুস্থতায় আমার স্নেহময়ী মা লুৎফুন নাহারের শুশ্রূষা ও উৎসাহ আমাকে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় শক্তি জুগিয়েছে। আমার পিতামহ মো. আজিজুর রহমানের ভালোবাসা ও প্রেরণাও অনস্বীকার্য। সকলের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

(ইফ্‌ফাত আরা দোলা)
এম.ফিল. গবেষক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
রেজি নং : ২৪/২০১৪-২০১৫

নভেম্বর, ২০১৯

ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে **নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার : একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ (The Use of Foreign Words in the Addresses and Essays of Nazrul: A Linguistic Observation)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরনামায় ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেননি। আমি এ গবেষণা পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন ও প্রকাশ করিনি।

(ইফ্‌ফাত আরা দোলা)
এম.ফিল. গবেষক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
রেজি নং : ২৪/২০১৪-২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে এম.ফিল. ডিগ্রিলাভের জন্য ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল. গবেষক ইফ্‌ফাত আরা দোলা কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত **নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার : একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ (The Use of Foreign Words in the Addresses and Essays of Nazrul: A Linguistic Observation)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্ব কোথাও এ শিরনামায় এম.ফিল. ডিগ্রিলাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণাসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রিলাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. সাখাওয়াৎ আনসারী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

অবতরণিকা

মানব গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তার ভাষিক ক্ষমতা। ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব আদান-প্রদান করেই মানুষ গড়ে তুলেছে আজকের এই সভ্যতা। মানুষ ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করে, ভাব প্রকাশ করে, ধরে রাখে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষা। বাংলা ভাষা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভাষা-পরিবার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা, যার আছে উন্নত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

ভাষার চারটি উপাদানের মধ্যে শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রথাগত ব্যাকরণের সিংহভাগ জুড়ে শব্দের আলোচনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ শব্দ হচ্ছে অন্যতম মূল ভিত্তি, যা সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে ভাষার অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়।

শব্দ, ধ্বনি ও বাক্যের মধ্যবর্তী একটি উপাদান বা সংগঠন, যার মধ্যে অর্থ কিংবা অর্থবাচকতা পাওয়া যায়। যে কোনো ভাষায় শব্দ একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একক। ধ্বনির তাৎপর্য বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু শব্দের তাৎপর্য অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক ব্যতিরেকেও উপলব্ধি করা যায়। মানুষ কখন শব্দনির্মাণ করতে শিখল, শব্দরাজিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখল, কীভাবে কোন শব্দের কী অর্থ ঠিক করল, বাক্যে অন্য শব্দের পাশে বসলে তার কতটুকু অর্থ পরিবর্তিত হবে, এটা জানল, এ সবের নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস নেই।

সংস্কৃত শব্দ সম্পর্কে প্রথম সুসংহত আলোচনা পাওয়া যায় পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থে। পর্তুগিজ ধর্মযাজক মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগাল্লা এ পর্তুগীজ* নামক বাংলা ভাষার যে প্রথম অভিধান ও খণ্ডিত ব্যাকরণটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনায় বসে রচনা করেছিলেন, তাতে শব্দ সম্পর্কিত আলোচনাও অর্ন্তভুক্ত ছিল। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত উক্ত লেখকের *কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ* গ্রন্থেও শব্দের আলোচনা লক্ষণীয়। বাংলা শব্দ আলোচনার ক্ষেত্রে *বাংলা ভাষা পরিচয়* ও *শব্দতত্ত্ব* বই দুটি রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন *অমরকোষ* নামের শব্দকোষের টীকাকার সর্বানন্দ। তাঁর *টীকাসর্বস্ব*- এর রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এতে বহু শাস্ত্র ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি যেমন আছে, সর্বানন্দের নিজের রচনা থেকেও আছে। এই টীকাকার সর্বানন্দ প্রায় পাঁচশ বাংলা শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'এই গ্রন্থ বাঙলার গৌরব এবং সুপ্রচুর বাঙলা দেশী শব্দের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহ' (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪২০, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৬১৯)। এই টীকাসর্বস্বের শব্দ বিশ্লেষণ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তৎকালীন মানুষের জীবনের খণ্ড চিত্র অঙ্কন করেছেন (মনসুর মুসা, ১৯৯৫, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ.৭৪-৭৮)।

বাংলা শব্দ আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিদেশী শব্দসমূহের উপস্থিতি। বাংলা ভাষায় মূলত আরবি, ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি, চিনা ও ইংরেজি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই ফারসি ভাষার চর্চা ও ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষ অথবা ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি বীর ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ সময় এদেশে মুসলমানদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুসলমানেরা ক্রমান্বয়ে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের অভিযান শুরু হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার ঘটে। তবে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্যিক সূত্রে এদেশে তখন আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলার প্রাচীন নৌ-বন্দরসমূহ, যেমন: তাম্রলিপি তৎকালীন বাংলার নৌ-ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এসব নৌবন্দর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করত। এর ফলে প্রাচীনকালে বাংলার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানের কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। ইরানি বণিক ও বাণিজ্যপণ্যের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী, প্রকৌশলী, কারিগর, সুফি-দরবেশ এবং শিল্পীদেরও আগমন ঘটে বাংলায়। ইরান থেকে আগত সুফি-দরবেশগণ সৈনিক-ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়ে জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে গিয়ে আরবি ও ফারসি ভাষার চর্চা করে। সুফিরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যেগুলো বাংলায় আরবি ও ফারসি ভাষার উন্নয়ন ও বিস্তারকে ব্যাপকভাবে সম্ভবপর করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে আরবি ও ফারসি ভাষার বিস্তার ও উন্নয়নে ইরানি বণিক ও সুফিদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল, কিন্তু উপমহাদেশব্যাপী ফারসির দ্রুত বিস্তার লাভ ঘটে মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পর। বাংলায় এই মুসলিম শাসন সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে পাল্টে দেয়। বাংলার অধিকাংশ জনগণ, বিশেষত পূর্ব বাংলার জনগণ, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব কমতে থাকে এবং আরবি ও ফারসি ভাষার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ফারসি এক পর্যায়ে মুসলিম রাজদরবারের ভাষা হওয়ায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাষা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ছয়শত বছরেরও অধিককালব্যাপী (১২০৪-১৮৩৭ খ্রিঃ) ফারসি ছিল ভারতের রাজভাষা। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য ফারসি গ্রন্থ রচিত হয়েছে; অনেক কবি ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে প্রচুর ফারসি শব্দ এবং ফারসির মাধ্যমে আরবি ও তুর্কি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় কতগুলো আরবি-ফারসি শব্দ প্রচলিত আছে, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। বাংলা ভাষায় প্রচলিত ফারসি শব্দের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ পাওয়া যায় *(ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৩, পৃ. ১৮)।

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব ব্যাপক। আরবি-ফারসি শব্দসমূহ বাংলা ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে এমনভাবে আত্মীকৃত হয়েছে যে অনেক সময় এদের আলাদাভাবে বিদেশী ভাষার শব্দ বলে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে এদের বাদ দিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু ভাবই অব্যক্ত রয়ে যাবে।

পর্তুগিজরা বাংলায় আসে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে। এখানে তারা আসে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। স্থানীয়দের সাথে মেলামেশা করায় প্রায় দেড়শ পর্তুগিজ শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে এবং এগুলো আত্মীকৃত শব্দ হয়ে যায়। এছাড়াও এদেশে আসে ওলন্দাজ ও ফরাশি বণিকগণ। তাদের ভাষা থেকেও বাংলা বেশ কিছু শব্দ গ্রহণ করেছে। বাংলাভাষী অঞ্চল প্রায় দুশ বছর ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল। ব্রিটিশরা ১৬০১ সালে ভারতবর্ষে এলেও ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজরা এদেশের শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং ইংরেজি হয় আমাদের শাসকদের ভাষা। এরই ধারাবাহিকতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাভাষীদের মাঝে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার বা বাংলার মধ্যে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। চাকরিলাভ বা ইংরেজদের প্রিয়ভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ ইংরেজি শিখতে শুরু করে। এভাবে প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার মুখ্য সম্পদ তার শব্দভাণ্ডার।যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, সে ভাষা শব্দশক্তিতে ও ভাবপ্রকাশে তত বেশি সক্ষম। যে কোনো জীবন্ত ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রতিনিয়ত শব্দসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর এই বৃদ্ধিতে বিদেশী শব্দের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি ভাষা একে অপরের সংস্পর্শে এলে স্বাভাবিকভাবেই সেই ভাষা ব্যবহারকারীদের ভাষিক যোগাযোগের ফলে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় শব্দ প্রবেশ করে সহজেই। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়ায় শব্দবৃদ্ধি ঘটেছে। বাংলা অঞ্চল প্রায় সাতশ বছর ফারসি ভাষা দ্বারা শাসিত হয়েছে, কারণ পুরো মুসলিম আমলে ফারসি ছিল রাজভাষা, আর বাংলা ছিল শাসিত বাঙালিদের মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা এভাবে প্রচুর ফারসি শব্দ নিজের করে নিয়েছে। ফারসির মাধ্যমে অনেক আরবি ও তুর্কি শব্দও বাংলায় প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক, যেমন– পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি, এদের সংস্পর্শে এসে, বাণিজ্যিক লেনদেন করতে করতে এসব ভাষার বেশ কিছু শব্দও বাংলায় ঢুকে গেছে। এভাবে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে সেসব ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে অজস্র শব্দ। এসব বিদেশী ভাষা থেকে আগত বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে বাংলা তার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে।

ভাষা হলো মানুষের ধ্যান-ধারণা, ভাব, আবেগ ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম। কোনো ভাষারই শুধু নিজের শব্দে প্রয়োজন মেটে না। দরকার পড়ে অন্য ভাষার শব্দ, ঋণ করতে হয় বিদেশী ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষাও ঋণ করেছে বিদেশী ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট বিদেশী শব্দ পর্যালোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবেই এ সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকদের মত পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে বলেছেন:

> খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে, বিদেশী তুর্কিদের দ্বারা বাঙ্গালা-দেশ বিজয়ের পর হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ষোড়শ শতকের শেষ হইতে, বাঙ্গালা-দেশ দিল্লীর মোগল-সম্রাট কর্তৃক বিজিত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবার পরে ফারসী শব্দ খুব বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে থাকে। এখন প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। ফারসী ভাষায় বিস্তর আরবী শব্দ আছে এবং কিছু তুর্কী শব্দও আছে; ফারসীর মারফৎ এইসব আরবী শব্দের অনেকগুলি বাঙ্গালায় আসিয়াছে এবং কার্য্যতঃ বাঙ্গালার পক্ষে, এগুলিকে ফারসী শব্দ বলিয়াই ধরিতে হয়। (পৃ. ১৩-১৪)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে বলেছেন:

> সম্রাট আকবরের কালে বাঙ্গালা-দেশ মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় রাজসরকারের ভাষা ফারসী ছিল।এই ফারসীর প্রভাব লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের আমল পর্যন্ত ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পারসীর পরিবর্তে ইংরেজী প্রধান রাজভাষা ও বাঙ্গালা দ্বিতীয় রাজভাষারূপে গৃহীত হয় তখন ফারসীর প্রভাবের অবসান ঘটে। এই দীর্ঘ ৬০০ বৎসরের মুসলমান প্রভাবের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। (পৃ. ৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন আজাদ তাঁর *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* গ্রন্থে বলেন:

> বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছে প্রধানত ফারসি ও ইংরেজি শব্দ।ফারসি ভাষার মধ্য দিয়ে ঢুকেছে কিছু তুর্কি ও বেশ কিছু আরবি শব্দ। ঢুকেছে কিছু পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাশি শব্দ। অন্যান্য ভাষার শব্দও পাওয়া যায় গুটিকয়। তবে সবচেয়ে বেশি ঢুকেছে ফারসি ও ইংরেজি। ইংরেজি এখনো প্রবলভাবে ঢুকছে বাঙলায়। বাঙলা ভাষায় ফরাশি শব্দ প্রবেশের কারণ বাঙলাদেশে মুসলমান শাসন।তেরো শতক থেকে আঠার শতকের শেষভাগ পর্যন্ত মুসলমানেরা শাসন করে বাঙলাদেশ। রাজভাষা ছিল ফারসি। তাই প্রচুর ফারসি শব্দ ও ফারসি শব্দকে আশ্রয় করে আরবি ও তুর্কি শব্দ অনুপ্রবেশ করে বাঙলা ভাষায়। বাঙলা ভাষায় আছে আড়াই হাজারের মতো ফারসি-আরবি-তুর্কি শব্দ।পুরোনো বাঙলায় কোন ফারসি আরবি শব্দ ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতেই বাঙলায় প্রবেশ করে ফারসি শব্দ। (পৃ. ৬৫-৬৬)

ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ' তাঁর *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* গ্রন্থে বলেছেন, যেসব ভাষা থেকে বাংলায় বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে ইংরেজীর শব্দসংখ্যাই বেশি (পৃ. ৬৭৩)।

মৃণাল নাথ তাঁর *ভাষা ও সমাজ* বইতে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ আগমণের কারণ আলোচনায় সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। এক্ষেত্রে তিনি দেখান, ইংরেজি চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, ফারসির পেয়ালা একই সাথে শব্দ এবং শব্দ দ্বারা দ্যোতিত বস্তু বা জিনিসগুলোকেও বাংলা ভাষা নিজের করে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, হরতন, রুইতন, ইস্কাপন তুরূপ প্রভৃতি এসেছে ওলন্দাজ ভাষা থেকে এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারের সূত্র ধরেও এসেছে আলমারি, বালতি, বোতাম, বাসন, ফিতা, পেরেক, গামলা, চাবি, সায়া, কামিজ প্রভৃতি (পৃ. ২৩২)।

বাংলা ভাষায় যত বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দই সবচেয়ে বেশি। আরবি অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় এ ভাষা প্রায় ২৫টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা। ধর্মীয় কারণেও আরবি ভাষা আমাদের সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলায় মূলত তুর্কি আগমনের সূত্র ধরে ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। আর ফারসির সূত্রেই আরবি আমাদের ভাষায় স্থান দখল করে।

আর্যরা পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে আসে। মূল আর্যজাতির ভাষা আর্যজাতির অন্যান্য শাখা কর্তৃক ইউরোপের নানা দেশে নীত হয়ে নানা ভাষা রূপে দেখা দিয়েছে। আর্যভাষা একদিকে যেমন হিন্দি, বাংলা ইত্যাদির আদিরূপ, তেমনই আবার পৃথিবীর অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারও সহোদর ভাষা। সেদিক থেকে বাংলা ও ইংরেজি পরস্পর জ্ঞাতি। তবে জ্ঞাতিত্বের চেয়েও ইংরেজ শাসন বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছে। অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বকাল থেকে ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেতে থাকে, কারণ তখন ইংরেজি ছিল রাজ ও দাপ্তরিক ভাষা। পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই কোলকাতায় ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে বাংলা ভাষায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করে ইংরেজি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ও জ্ঞান–বিজ্ঞান চর্চার ভাষা হওয়ায় বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের প্রবেশ এখনও চলমান ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও হিন্দি একই ভাষাবংশ থেকে উৎপত্তির ফলে সহোদর এ দুটি ভাষার ভাষিক উপাদানগুলোর মধ্যে বেশ মিল আছে। মুঘল রাজত্বকালে বেশ কিছু হিন্দি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দি থেকে যথাসম্ভব সংস্কৃত শব্দ সরিয়ে ফারসি-আরবিবহুল একটি ভাষা দাঁড় করানো হয়। মুসলিম সমাজ কর্তৃক এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। এই ভাষার নাম 'উর্দু'। মুসলিম বাঙালি সমাজ উর্দুতে কথা বলা একটি সামাজিক মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করতেন এবং পরিবারে উর্দুচর্চা করতেন। এভাবে বাংলায় বেশ কিছু উর্দু শব্দও প্রবেশ করেছে।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের পরিসংখ্যান, তাদের অর্থ, পদশ্রেণি এবং বিভিন্ন ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী বদ্ধ রূপমূলগুলো শনাক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নির্ণয় করাও আলোচ্য গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

উপরি-উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

এক. নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহ অর্থসহ নির্ণয় করা এবং তাদের পদশ্রেণি নির্দেশ করা;

দুই. অর্থগত পরিবর্তন নির্দেশ করা;

তিন. বিদেশী বদ্ধ রূপমূলগুলো শনাক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নির্দেশ করা;

চার. বিদেশী শব্দের দ্বারা যৌগিক শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা।

বর্তমান গবেষণায় আলোচিত বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও হিন্দি শব্দের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। এদের মধ্যে আবার ফারসি ও ইংরেজির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। সাহিত্যের বাহন ভাষা। সেই কারণে নজরুলের সাহিত্যেও বিদেশী শব্দের উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। নজরুলের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি শুধু বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দই নয়, বিভিন্ন অপ্রচলিত বিদেশী শব্দও সমানতালে ব্যবহার করেছেন। আমরা লক্ষ করেছি যে তিনি বিদেশী শব্দের সাথে দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকার শব্দের সমন্বয়ে নতুন নতুন যৌগিক শব্দ তৈরি করেছেন। আমাদের গবেষণার মাধ্যমে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ সম্পর্কে নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটবে বলে আমরা আশাপোষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণার ক্ষেত্রে একটি যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সুষ্ঠুভাবে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার জন্য গৃহীত পদ্ধতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি সফল গবেষণার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে:

এক. সংখ্যাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Quantitative Method);

দুই. গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Method);

তিন. মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method) ।

উল্লেখ্য, আমাদের এই গবেষণাকর্মে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে ।

ক) গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Method)

গবেষণা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিটি অনুসরণ করার কারণ হলো– বর্তমান গবেষণাকর্মে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের কারণ ও তাদের গঠন প্রকৃতির ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সার্বিকভাবে বিষয়টির গুণগত দিকটিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এরূপ গবেষণাকর্মে প্রধানত সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার লক্ষ্যানুগ বিচার বিশ্লেষণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্লেষণমাণে উপস্থাপন করা হয়। এই উপস্থাপনের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও নমুনায়নে সহায়ক কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে কোনো কোনোটিকে গুরুত্ব দিয়ে সমগ্র গবেষণাকর্মটি চালানো হয়ে থাকে। এই গবেষণাকর্মটিতে নথি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ– এ দুটি উপায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। গুণগত গবেষণা হচ্ছে এমন একটি গবেষণা, যেখানে উপাত্তের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও শ্রেণিবিন্যাসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে যুক্তি, ভাষা ও অভিজ্ঞতা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ পদ্ধতিটি হলো অগাণিতিক পদ্ধতিতে উপাত্ত বিশ্লেষণ। আমরা আমাদের গবেষণাকর্মটি যুক্তি, ভাষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্লেষণ করব ।

খ) ভাষাউপাত্ত সংগ্রহ (Language-data Collection)

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যসমূহ প্রাথমিক উৎস ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে। তবে প্রাথমিক উৎসই বেশি ব্যবহৃত হবে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে নজরুলের সকল অভিভাষণ ও প্রবন্ধকে গণ্য করা হবে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধের ওপর লিখিত প্রবন্ধগ্রন্থ, অভিধান, আন্তর্জাল (ইন্টারনেট), আরবি-ফারসি নিয়ে লিখিত বিভিন্ন ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, অভিধান ও গ্রন্থাবলি এবং ভাষাবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হবে।

গ) উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis)

সংগৃহীত উপাত্তগুলি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শ্রেণিবদ্ধ করে এদের ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হবে ।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective)

বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং পরিবর্তিত-অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেসব শব্দকে বিদেশী শব্দ বলে। আমাদের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিদেশী শব্দেরও ব্যাপক উপস্থিতি আছে। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধসাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিদেশী শব্দ সম্পর্কে ধারণা লাভ, শব্দসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর উৎস, পদ প্রকরণ ও গঠন প্রকৃতি নির্দেশ ও সেই সাথে বিদেশী শব্দপ্রাচুর্যের কারণ অনুসন্ধান করে ভাষাবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করা।

বিষয়টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এক. নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহ চিহ্নিত করা এবং তাদের পদশ্রেণি নির্ণয় করা;

দুই. বিদেশী শব্দগুলো কী ধরনের রূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা;

তিন. বিদেশী শব্দসমূহের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা;

চার. বিদেশী শব্দসমূহ কীভাবে মুক্ত রূপমূল ও বদ্ধ রূপমূলযোগে গঠিত হয়ে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, তা উপস্থাপন করা;

পাঁচ. নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত মিশ্র শব্দগুলোকে চিহ্নিত করা;

ছয়. বিদেশী শব্দসমূহের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা;

সাত. বিদেশী শব্দসমূহের অর্থগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা ।

পরিধি (Scope)

হিন্দি, উর্দু, আরবি, ফারসি, চিনা, জাপানি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ফরাশি ইত্যাদি ভাষার প্রচুর শব্দ নজরুল তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে এসব শব্দের মধ্যে ফারসি ও ইংরেজি ভাষার শব্দের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। তাই আমাদের গবেষণাকর্মে ফারসি ও ইংরেজি শব্দের প্রভাব বেশি আলোচিত হবে। তার পাশাপাশি আরবি, হিন্দি, গুজরাটি, তুর্কি, পর্তুগিজ ইত্যাদি শব্দেরও ব্যবহার দেখানো হবে। এছাড়া অন্যান্য যে সব বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোও আলোচিত হবে। এই গবেষণার পরিধি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলি* জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৮-এ সংগৃহীত ২২টি অভিভাষণ ও নজরুলের পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত ৭২টি প্রবন্ধ নিয়ে বিস্তৃত।

গবেষণার যৌক্তিকতা (Research Logicality): ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা মানুষকে অন্যান্য প্রাণি থেকে পৃথকের মর্যাদা দান করেছে। ভাষা মনের ভাব প্রকাশের বাহন, আর সেই বাহনের মূল চালিকাশক্তি হলো শব্দ। যুগ যুগ ধরে ভাষা বেঁচে থাকে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দের বিচার-বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো একটি ভাষার সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের উৎস, অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা তাই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, যে কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার শুধু সেই ভাষার নিজস্ব শব্দগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সে ভাষার সংস্পর্শে আসা প্রতিটি ভাষা থেকে সে শব্দ আত্মস্থ করে তার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। জীবিত ভাষায় শব্দের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং এ প্রক্রিয়ায় সাহিত্যিকদের অবদান তাৎপর্যময়। মহৎ সাহিত্যিকেরা বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে তাঁদের লেখায় ব্যবহার করেন এবং কালক্রমে তা ওই ভাষায় নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিভিন্ন বিদেশী শব্দের ব্যবহার যেমন লেখাকে একটি অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করে, তেমনই লেখকের বহুভাষিক দক্ষতারও প্রমাণ বহন করে। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধ– উভয় ক্ষেত্রেই বাংলার সাথে বিভিন্ন ভাষার শব্দের চমৎকার সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। বিদেশী শব্দের ছুৎমার্গে তাঁর বিশ্বাস ছিল না বলে তিনি সাবলীলভাবে এর ব্যবহার করেছেন, যা দেখে এখনও আমরা বিস্মিত হই। নজরুলের সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধসাহিত্যে বিদেশী শব্দের ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা তাই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

নজরুল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে ইতোপূর্বে *শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম*, *'বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব'* এবং *'নজরুল শব্দপঞ্জী'* অভিধান জাতীয় কিছু কাজ হলেও নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার নিয়ে আমাদের জানামতে পূর্ণাঙ্গভাবে কোনো ভাষাবৈজ্ঞানিক কাজ হয়নি। বর্তমান গবেষণায় ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দ ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গবেষণা বিষয়ক প্রশ্ন (Research Questions)

গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্যপূরণের জন্য প্রাথমিকভাবে কয়েকটি গবেষণা-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে মূল গবেষণাটির লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটির ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলোকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে, সেগুলো হলো:

এক. বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ আগমনের কারণ কী?

দুই. নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের স্বরূপ কী?

তিন. বিদেশী শব্দগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক গঠনে কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে?

চার. নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দগুলোর গঠন প্রকৃতি কী রকম?

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব সম্পর্কে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *সাহিত্য পত্রিকা* ১৩৬৫, বর্ষা সংখ্যায় '*বাঙ্গলা ভাষায় পারসীর প্রভাব*' শিরনামায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি ফারসির প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় কিছু বাংলা শব্দের উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ এবং মূল্যবান গ্রন্থ হচ্ছে শেখ গোলাম মকসুদ হিলালীর '*পারসো–অ্যারাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি*' বইটি। বইটি কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় তিনশ পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে বাংলায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দের উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি শব্দের উৎস ও বাংলা শব্দের অর্থ ইংরেজিতে নির্দেশ করেছেন। একই শব্দের বিভিন্ন বানানগত রূপও তিনি নির্দেশ করেছেন। কিছু কিছু শব্দের ব্যাকরণিক প্রক্রিয়া নির্দেশের চেষ্টাও তিনি করেছেন।

বাঙালা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ শিরনামায় একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন হরেন্দ্র চন্দ্র পাল। বইটি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবি-ফারসি শব্দ অর্থসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি শব্দগুলোর উৎসও নির্দেশ করেছেন।

এছাড়া কাজী রফিকুল হক *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান* শিরনামায় একটি অভিধান প্রণয়ন করেন। এই অভিধানটি বাংলা একাডেমী থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। অভিধানটিতে তিনি বিভিন্ন আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি ও উর্দু শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন, পদ প্রকরণ নির্দেশ ও শব্দের উৎস নির্দেশ করেছেন। বইটিতে তিনি আরবি-ফারসি শব্দগুলোকে সেমীয় হরফে নির্দেশ করেছেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের অভিধান হিসেবে আরেকটি অভিধান হলো– মোহাম্মদ হারুন রশিদের সংকলন ও সম্পাদনায় *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*। এ অভিধানটিতেও আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা, পদ প্রকরণ নির্দেশ ও শব্দের উৎস নির্দেশ করা হয়েছে। এ অভিধানটিতে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের সেমীয় উপস্থাপনা রয়েছে। এটি বাংলা একাডেমী থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে হাকিম আরিফ *নজরুল শব্দ-পঞ্জি* নামে একটি অভিধান প্রণয়ন করেন। এটি ১৯৯৭ সালে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি অপ্রচলিত তৎসম তথা সংস্কৃত শব্দ, অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ, আরবি-ফারসি, উর্দু-হিন্দি ও ইংরেজি শব্দ, পৌরাণিক ভাবসূচক শব্দ, নজরুল-সৃষ্ট যৌগিক শব্দ ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। নজরুল একাডেমি থেকে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত শাহাবুদ্দীন আহ্মদ প্রণীত *শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম* একটি উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ। এখানে তিনি নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটিতে ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নির্দেশিত হয়নি। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো থাকা সত্ত্বেও আমরা যে গবেষণাটি করতে যাচ্ছি, তাতে উল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে যা নেই, অর্থাৎ ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গুরুত্ব পাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষাবংশ ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি

পৃথিবীর ভাষাগুলো কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। ভাষাগুলোর প্রাচীন রূপের মধ্যে শব্দভাণ্ডার, ধাতুরূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া গেলে ধরে নেওয়া হয় যে সেই ভাষাগুলো একই ভাষাবংশজাত। অর্থাৎ ব্যাকরণ-সাম্য এবং শব্দকোষে ঐক্য থেকেই ভাষার বংশ নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীতে আজ যতগুলো ভাষা প্রচলিত আছে বা আগে ছিল কিন্তু বর্তমানে লুপ্ত, সেগুলোর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। এদের মধ্যে অনেক ভাষারই লিখিত রূপ বা সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। ফলে এসব ভাষার বংশানুযায়ী শ্রেণিবিভাগও করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর প্রায় হাজার খানেক ভাষাকে মোট বারোটি ভাষাবংশে ভাগ করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভাষাবংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষার কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই এই ভাষার আদিরূপ কেমন ছিল, তা আজ আর বোঝার উপায় নেই। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ফলে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম। মূল আর্যভাষা সংস্কার করে পাওয়া সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হতে থাকে। অন্যদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ কথা বলতে থাকে প্রাকৃত ভাষায়, যা বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণের বিশিষ্ট ভঙ্গি ও ভাষারীতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন: মাগধী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত ইত্যাদি। মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার। মূল আর্য ভাষা থেকে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা আজকের রূপ পরিগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন অনার্য ভাষার সংস্পর্শে আসে ও সেগুলো দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়।

ভাষাবংশ (Language Family) :

ভাষাবংশ (Language Family) হলো কতিপয় ভাষার একটি দল, যাদের মধ্যে গঠনগত এবং অর্থগত উভয় দিক থেকে এমন কিছু মিল থাকে, যেগুলোকে জন্ম ও উৎপত্তির দিক থেকে বংশগত সম্পর্ক হিসেবে দেখানো যেতে পারে। পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। সবকটি ভাষার নির্ভুল সংখ্যা আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয়নি। পৃথিবীর তাবৎ ভাষাকে কয়েকটি প্রধান ভাষাদলে শ্রেণিকৃত করা যায়। বংশানুক্রমিক বিচারে তাই বিভিন্ন শ্রেণিকে ভাষাবংশ বা ভাষাগোষ্ঠী বলে ভাষাবিদগণ উল্লেখ করে থাকেন।

ভাষাবিজ্ঞানীরা সবগুলো ভাষার ইতিহাস আলোচনা করে বিভিন্ন ভাষার ক্রমপরিণতির স্তরসমূহ, শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল ভাষাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মোট ১২টি ভাষাবংশে ভাগ করেছেন।[১] এদের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

এক. ইন্দো–ইউরোপীয় (Indo-European): এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ প্রাচীন ভাষা ও তাদের আধুনিক শাখাগুলো এ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। বৈদিক, প্রাচীন পারসিক, প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জর্মন, আর্মেনীয়, আবেস্তীয়, প্রাচীন কেলটিক, প্রাচীন ইতালীয় ভাষাগুলো এসেছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে। এই প্রাচীন ভাষাগুলোই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এদের মধ্যে আছে- ইংরেজি, ফরাশি, জার্মান, গ্রিক, ইতালীয়, নরওয়েজীয়, ওলন্দাজ, রুশ, সুইডীয় ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা। আর আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, অহমিয়া, ওড়িয়া, রাজস্থানী, সিন্ধি ইত্যাদি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন শাখা নয়টি।

দুই. সেমীয়-হেমীয় (Semitic- Hamitic): এই গোষ্ঠীর দুটি শাখার নাম দিয়েই এর নামকরণ করা হয়েছে। সেমীয় শাখার ভাষাগুলো হচ্ছে– আরবি, হিব্রু, আবিসিনীয়, ইত্যাদি। হেমীয় শাখা থেকে এসেছে মিশরীয় ভাষা।

তিন. দ্রাবিড়গোষ্ঠী (Dravidian): দক্ষিণ-ভারতে তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ি ইত্যাদি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বেলুচিস্তানের পাহাড়ি এলাকার ব্রাহুই, উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরে গোন্দ-ওরাঁও-খোন্দ ভাষা, মালদহের মালতো উপভাষা- দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

চার. বান্টুগোষ্ঠী (Bantu) : কাফির, জুলু, সোয়াহিলি ইত্যাদি ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

পাঁচ. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turk Mongol Manchu): এই গোষ্ঠীর তিনটি শাখার ভাষাগুলো হচ্ছে–

ক. তুর্ক শাখার ভাষা হলো– তুর্ক, তাতার, কিরগিজ, উজবেক ভাষা;

খ. মোঙ্গল শাখার ভাষা হলো মঙ্গোলীয় ভাষাগুলো;

গ. মাঞ্চু শাখার ভাষা হলো– মাঞ্চুরিয়ার মাঞ্চু ও সাইবেরিয়ার তুজুঙ্গ ভাষা।

ছয়. ককেশীয় (Caucasian): এই গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা জর্জিয়ার জর্জিয়ান।

সাত. ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugric): এই গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা ফিনল্যাণ্ডের ফিনিশ, ল্যাপ্পোনীয়, হাঙ্গেরীয়, এস্তোনীয় ইত্যাদি।

আট. অস্ট্রীয় (Austric): এই ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা রয়েছে:

ক. অস্ট্রো- এশীয় উপশাখা: এর অন্তর্গত ভাষাসমূহ হলো মোন্‌খম, কোল, আসামের খাসিয়া ভাষা;

খ. অস্ট্রোনেশীয় উপশাখা: এর অন্তর্গত ভাষাসমূহ হলো মালয়, জাভানিজ, বালিনিজ, হাওয়াইয়ান, সাসোয়ান, ফিলিপাইন ও তাহিতি দ্বীপের ভাষাসমূহ।

নয়. তিব্বতি চাইনিজ বা চিনা-তিব্বতি (Tibeto-Chinese or Sino Tibetan): এই ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি শাখা:

ক. চৈনিক শাখা: এর প্রধান ও বৃহত্তম ভাষা চিনা ভাষা;

খ. থাই শাখা: এই শাখায় আছে থাইল্যাণ্ডের ভাষা শিয়ামি;

গ. তিব্বতি-বর্মি: এই শাখার ভাষাগুলো হলো তিব্বতি, বর্মি, বোড়ো।

দশ. এসকিমো (Esquimo): গ্রিনল্যান্ড থেকে শুরু করে অ্যালোশীয় দ্বীপপুঞ্জের সীমানার মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো এই শাখার অন্তর্গত।

এগার. হাইপারবোরীয় (Hyperborean): এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগুলো এ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চুক্‌চি।

বার. আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা: আটটি শাখা নিয়ে এ গোষ্ঠী গঠিত ছিল। অধিকাংশ শাখাই এখন বিলুপ্ত। কিছু কিছু শাখার ভাষা কোনো কোনো আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এখনো প্রচলিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটে আনুমানিক ৩৫০০ থেকে ৩০০০ বছর আগে। তারা ইরান বা তার কাছাকাছি কোনো অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। আর্যরা ছিল যাযাবর। এখানে এসে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে তারা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তারা অনার্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর ভারতে সহজেই তারা অনার্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও দক্ষিণ ভারতে খুব সহজে সেখানকার ভাষাকে লোপ করে আর্যভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন হলো বেদ। বেদের ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক শিষ্ট রূপ। যে ভাষায় বেদ রচিত, সেই ভাষাই হচ্ছে আদি ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক শিষ্ট রূপ। এই শিষ্ট রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের মাধ্যমে। ম্যাক্সমুল্যার ঋকবেদের যে অনুবাদ করেন, তার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন 'ঋকবেদ হচ্ছে The most ancient of books in the library of mankind।[২]

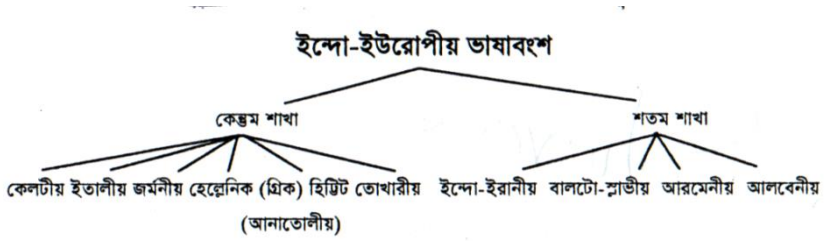

ছক ১: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ

ভারতীয় আর্যভাষাকে আমরা প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত করতে পারি:

এক. আদিম স্তর: প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo Aryan) এবং আদিম প্রাকৃত (১২০০-৫০০ খ্রিপূ.);

দুই. মধ্য স্তর: মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo Aryan) এর তিনটি উপস্তর আছে। এছাড়াও রয়েছে একটি সন্ধিস্তর। যথা:

ক) প্রথম উপস্তর: প্রথম উপস্তর অশোকের অনুশাসন লিপি, সাঁচি ও বার্ণ্ডতের লিপি, খারবেল লিপি প্রভৃতির ভাষা। পালি এর একটি সাহিত্যিক রূপ। সংস্কৃত ছিল এই যুগের ব্রাহ্মণ সমাজের সাহিত্যিক ভাষা। এটি আদিম ও মধ্যস্তরের অন্তবর্তী। ৫০০ খ্রিপূ থেকে ১০০ খ্রিপূ পর্যন্ত এই উপস্তর। একে প্রাচীন প্রাকৃতও বলা হয়ে থাকে।

সন্ধি উপস্তর (Transitional Stage): নাসিক গুহার লিপি, পল্লব, সাতবাহন লিপি প্রভৃতির ভাষা। ১০০ খ্রি. পূ. থেকে ২০০ খ্রি. পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল।

খ) দ্বিতীয় উপস্তর: নাটকীয় প্রাকৃত ভাষা। ২০০ খ্রি. থেকে ৪৫০ খ্রি. পর্যন্ত। একে প্রাকৃত বলা যেতে পারে। এই ভাষা পরবর্তীকালে সাধারণত সংস্কৃত নাটকে ও জৈন সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) তৃতীয় উপস্তর: অপভ্রংশ। ৪৫০ খ্রি. থেকে ৬৫০ খ্রি. পর্যন্ত। সম্মতীয় মতের বৌদ্ধগণ সর্বপ্রথম অপভ্রংশ ব্যবহার করেন বলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মত প্রকাশ করেছেন। পরে ব্রাহ্মণ সমাজেও অপভ্রংশ ব্যবহৃত হতে থাকে।
তিন. আধুনিক স্তর: আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলোর (New Indo Aryans) প্রাচীনতম রূপ ৬৫০ খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত। বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ (Old Bengali) পরিবর্তিত হয়ে মধ্য বাংলায় (Middle Bengali) পরিণত হয়। এই মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলা (Modern Bengali)-র উৎপত্তি হয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংক্ষেপে ভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাগ করেছেন এভাবে:

ক) প্রাচীন বাংলা: ৬৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত;

সন্ধিযুগ: ১২০০ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত;

খ) মধ্যযুগ: ১৩৫০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত;

গ) আধুনিক যুগ: ১৮০০ খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

আধুনিক যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১৮০০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত পুরাতন কাল;

১৮৬০ থেকে এখন পর্যন্ত বর্তমান কাল।[৩]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত স্তরগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে উপস্থাপন করেছেন:

এক. ইন্দো-ইউরোপীয়, আনুমানিক ২৫০০ খ্রি. পূ.;

দুই. ইন্দো-ইরানীয়, আনুমানিক ১৮০০ খ্রি. পূ.;

তিন. প্রাচীন ভারতীয় আর্য বৈদিক উপভাষাসমূহ আনুমানিক ১২০০ খ্রি. পূ.;

চার. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য শাখায় বিবর্তন আনুমানিক ৭০০ খ্রি. পূ.;

পাঁচ. মগধের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আদি স্তর (প্রাচীন মাগধি) আনুমানিক ৩০০ খ্রি. পূ.;

ছয়. মগধের পরিবর্তনশীল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা, খ্রিস্টাব্দের প্রায় সমকালীন;

সাত. মগধের মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর, আনুমানিক ৩০০ খ্রি.;

আট. মগধ এবং বাংলার অর্বাচীন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বা মগধ অপভ্রংশ, আনুমানিক ৮০০ খ্রি.;

নয়. প্রাচীন বাংলা, আনুমানিক ১১০০ খ্রি.;

দশ. আদি মধ্য বাংলা, আনুমানিক ১৪০০ খ্রি.;

এগার. অর্বাচীন মধ্য বাংলা, আনুমানিক ১৬০০ খ্রি;

বার. নব্য বাংলা বা আধুনিক বাংলা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পরে।[৪]

শতবাচক শব্দে ধ্বনিটির ব্যবহার অনুসারে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকে দুটি উপবংশ বা উপশাখায় ভাগ করা হয়ে থাকে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে দুটি প্রধান শাখায় ও কয়েকটি উপশাখায় ভাগ করা হয়:

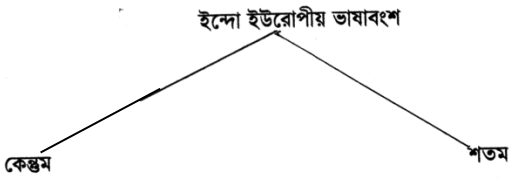

ছক ২: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের দুটি প্রধান শাখা

ক) কেন্তুম শাখা ক. কেলটীয় [কেলটিক], খ. ইতালীয় (ইটালিক), গ. জর্মনীয় [টিউটনীয়, জর্মনিক, টিউটনিক]

ঘ. হেল্লেনীয় [হেল্লেনিক] ।

খ) শতম শাখা ক. ইন্দো-ইরানীয় [ইন্দো-ইরানিয়ান], খ. বাল্তো স্লাভীয় (বাল্টো-স্লাভিক] গ. আরমেনীয় [আরমেনিয়ান], ঘ. আলবেনীয় [আলবেনিয়ান] ।[৫]

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখাভুক্ত ইন্দো-ইরানীয় শাখা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা। ইন্দো-ইরানীয় শাখা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ইন্দো-ইরানীয় শাখা: এই শাখার উৎপত্তি আনুমানিক চার হাজার বছর আগে। এই শাখার রয়েছে দুটি উপশাখা:

ক) ইরানীয় খ) ভারতীয় আর্য

ক. ইরানীয় শাখা: ইরানীয় উপশাখার অন্তগর্ত দুটি প্রাচীন ভাষা হচ্ছে প্রাচীন পারসি ও আবেস্তীয়। প্রাচীন পারসি পারস্য (আধুনিক ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল) অঞ্চলের ভাষা ছিল। এই প্রদেশের এখামেনিয়ান রাজবংশের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজবংশের মাতৃভাষাও সমগ্র ইরানের মাতৃভাষায় পরিণত হয়। এই বংশের দুই সম্রাট ডেরিয়াস ও জারেক্সের শিলালিপি -বেং ধাতুলিপি থেকে প্রাচীন পারসির নমুনা পাওয়া গেছে, যার বয়স প্রায় ২৫০০ থেকে ২২০০ বছর। পরে এই প্রাচীন পারসি কালের ধারায় বদলাতে বদলাতে হয় পহলবি ও শক ভাষা। শক ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। পহলবি থেকে প্রায় ১২০০ বছর পরে জন্ম নেয় ফারসি ভাষা, আফগানিস্তানের ভাষা আফগান বা পশতু, বেলুচিস্তানের বেলুচ প্রভৃতি। আবেস্তীয় ছিল জরথুস্ত্রী মতাবলম্বীদের শাস্ত্র আবেস্তার ভাষা। আবেস্তীয় এখন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের ভাষা। এর আধুনিক রূপান্তর ঘটেনি।

খ) ভারতীয় আর্য শাখা: ভারতে আগমনকারী প্রাচীন আর্যরা এ ভাষা ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। এর স্তর তিনটি:

আদি স্তর: বৈদিক ও সংস্কৃত;

মধ্য স্তর: পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ;

আধুনিক স্তর: বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, উড়িয়া, সিন্ধি, রাজস্থানি, মৈথিলি, ভোজপুরি, মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি আধুনিক ভাষাসমূহ।

ভারতীয় আর্য শাখার আদি স্তরের সময় আনুমানিক প্রায় আড়াই হাজার বছর। এর সঙ্গে প্রাচীন পারসি ও আবেস্তার ভাষার ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে বংশানুযায়ী যে বারোটি ভাষাবংশে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশটি। তার কারণ, এই ভাষাবংশের অন্তর্গত প্রাচীন ভাষাগুলো (যেমন: সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন) ও আধুনিক ভাষাগুলো (যেমন: ইংরেজী, জার্মানি, ফরাশি, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি) পৃথিবীর

সমৃদ্ধতম ভাষা। এইসব ভাষায় রচিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। ভৌগলিক বিস্তারে এবং সাংস্কৃতিক সম্পদে এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশটি তাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। কালের বিবর্তনে প্রবহমান নদীর মতোই বাংলা ভাষা তার নিজস্ব গতিপথে এগিয়েছে। প্রায় হাজার বছর ধরে বিবর্তনের নানা স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা আজকের আধুনিক বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা বাংলার যে রূপ দেখতে পাই, কালের নিয়মে সে রূপও একদিন পরিবর্তিত হবে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে বাংলা ভাষার যে কুলজী তৈরি করেছেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

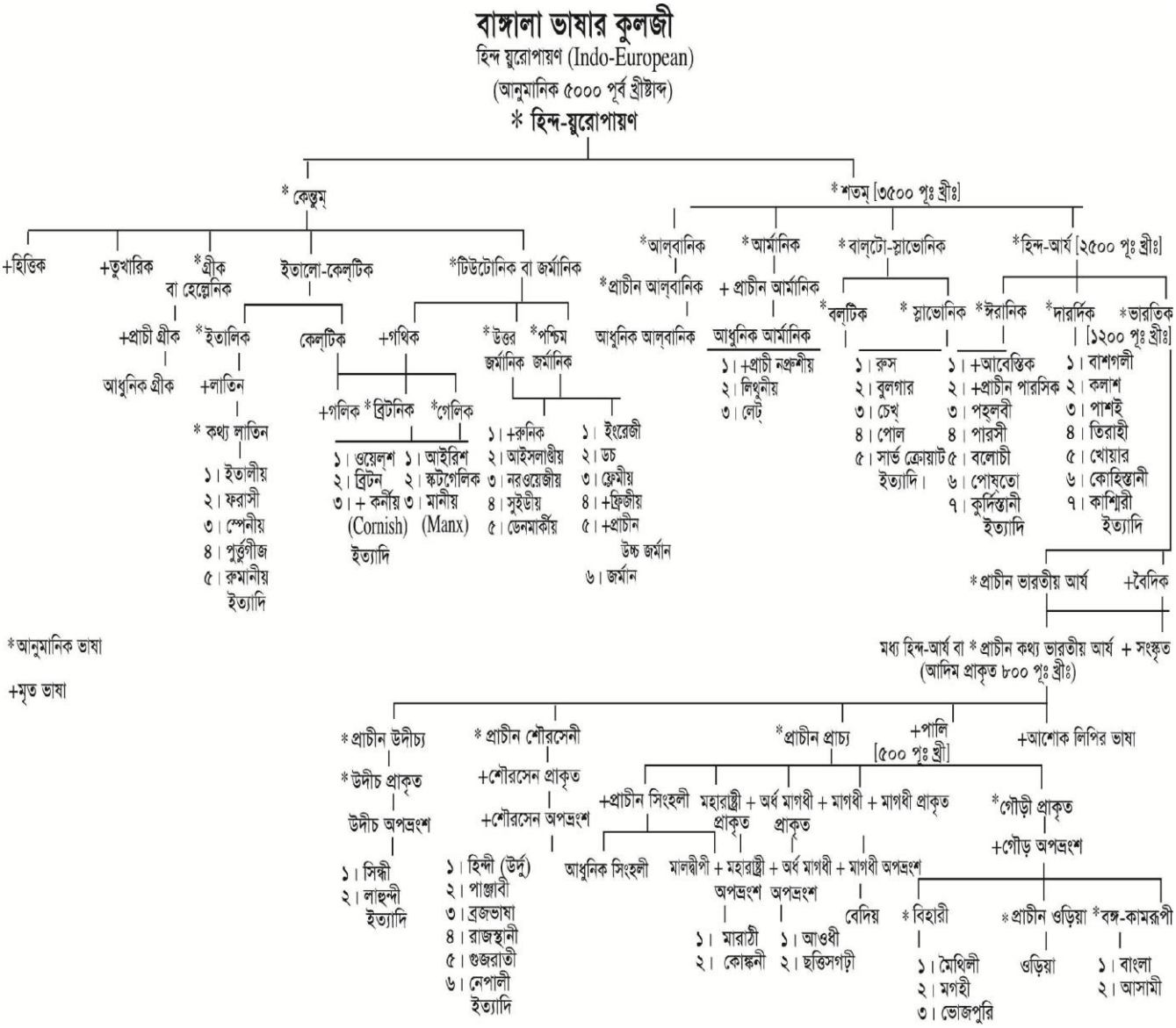

তথ্যনির্দেশ

১। অতীন্দ্র মজুমদার, *ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: জ্ঞানতীর্থ, ১৯৭০), পৃ: ১৬

২। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৭৩), পৃ: ১৯

৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ২১

৫। হুমায়ুন আজাদ, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১২), পৃ: ৭০

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা শব্দভাণ্ডার ও বিদেশী শব্দ

যে কোন ভাষার প্রধান সম্পদ তার শব্দভাণ্ডার। যে ভাষার শব্দভাণ্ডারের আয়তন যত বড়, সেই ভাষা তত উন্নত ও সমৃদ্ধ। ভাষার গুরুত্ব অনেকাংশেই নির্ভরশীল তার প্রকাশক্ষমতার ওপর। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব বা অনুভূতি প্রকাশক, সেই ভাষা তত শক্তিশালী। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ভাষার শব্দসংগ্রহও বেড়ে চলে। ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় উত্তরোধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দসমূহ, নবসৃষ্ট শব্দসমূহ এবং বিদেশী ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ- এই তিনের সমন্বয়ে। শব্দ সম্পদের প্রাচুর্যে এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতায় যে ইংরেজি ভাষা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে পরিগণিত, তা লাতিন, ফরাশি, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষার কাছে ঋণী। তেমনই আমাদের বাংলা ভাষাও তার শব্দসম্ভার বৃদ্ধিতে বহু বিদেশী ভাষার কাছে ঋণী ।

শব্দের সংজ্ঞা ও শব্দের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রথাগত ব্যাকরণে শব্দকে নির্দেশ করা হয়েছে বাক্যের ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ উপাদান হিসেবে। তাই শব্দের আলোচনা প্রথাগত ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শব্দই ভাষার মূল ভিত্তি, কারণ ভাষার প্রধান কাজ মনের ভাব প্রকাশ করা। আর শব্দ হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। শব্দকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলনা করেছেন ইঁট হিসেবে। বাংলা ভাষার পরিচয় গ্রন্থে তিনি বলেন, 'কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট, তারপরে চুন সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটাবাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি 'কথা'। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা'। [১]

কতগুলো ধ্বনি মিলে যখন সেগুলো কোনো পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দ (Word) বলে। যেমন: চন্দ্র, কাপড়, হাঁটা, পাখি ইত্যাদি। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে, মনের ভাব প্রকাশক এক বা একাধিক ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একত্র হয়ে অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞার্থ এখানে তুলে ধরা হলো :

এক. রামেশ্বর শ' শব্দের সংজ্ঞার্থে বলেন, 'একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর যে এক–একটি অর্থপূর্ণ একক গড়ে তোলে তা হলো শব্দ'। [২]

দুই. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শব্দের সংজ্ঞার্থে বলেছেন, 'বিশেষ বা স্বতন্ত্র পদার্থ বা ভাবকে প্রকাশ করে মানব-মুখ নিঃসৃত এমন একটি ধ্বনিকে বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে কিংবা তদ্রুপ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির লিখিত রূপকে শব্দ (ওয়ার্ড) বলে'।[৩]

তিন. মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেন, 'কয়েকটি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি শব্দ বা শব্দের খণ্ডাংশ সৃষ্টি হয়'।[৪]

চার. মুনীর চৌধুরী বলেন, 'এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়'। [৫]

পাঁচ. জ্যোতিভূষণ চাকী শব্দের সংজ্ঞার্থে বলেছেন, 'অর্থ প্রকাশক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি অথবা তার লিখিত রূপকে শব্দ বলে।' [৬]

ছয়. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, '*কণ্ঠোচ্চারিত* অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই শব্দ।'[৭]

সাত. রমাপ্রসাদ দাস তাঁর *শব্দ জিজ্ঞাসা : শব্দের প্রকার ও প্রকৃতি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'শব্দ হলো এক প্রকার চিহ্ন যা কিছু বোঝায়, নির্দেশ করে, জ্ঞাপন করে, কিছুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে'।"[৮]

আট. মহাম্মদ দানীউল হক বলেছেন, 'কতিপয় ধ্বনিমূলের সম্মিলনই শব্দ।'[৯]

শব্দ একটি ভাষার সম্পদ। শব্দ গেঁথে-গেঁথেই আমাদের কথামালা। ভাষার সব উপাদানের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে শব্দ। শব্দ নিয়ে শব্দকোষ, অভিধান, উচ্চারণকোষ ইত্যাদি প্রণীত হয়েছে। ভাষার ব্যাকরণেও সব সময় প্রধান্য পেয়ে আসছে শব্দ। মানুষ এই শব্দ ভেঙে ধ্বনিকে আবিষ্কার করেছে, আবার শব্দের সাথে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করেছে। ভাষার চারটি মূল উপকরণের মধ্যে শব্দ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসেবে শব্দকে গণ্য করা হয়। এ কারণে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের সিংহভাগ জুড়েই পাওয়া যায় শব্দের আলোচনা। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ প্রধানত শব্দের ব্যাকরণ, কেননা এ ব্যাকরণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দ ও শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। বাক্য প্রকরণ ও কারক অংশেও শব্দ সম্পর্কিত আলোচনাই মুখ্য। তাই বলা যায়, শব্দ হচ্ছে মূল ভিত্তি, যা সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে ভাষার অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়। শব্দ হলো ধ্বনি ও বাক্যের মধ্যবর্তী এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান, যার রয়েছে অর্থ কিংবা অর্থবাচকতা। ধ্বনির তাৎপর্য বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু শব্দের তাৎপর্য অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক ছাড়াও উপলব্ধি করা যায়। কারণ, শব্দের মধ্যে এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, যা ধ্বনি বা ধ্বনিমূলে নেই। তাই আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে শব্দ হলো ভাষার এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপাদান, যার নিজস্ব অর্থ কিংবা অর্থবাচকতা রয়েছে। শব্দের মূল অংশ ধ্বনি। একাধিক ধ্বনির

সমন্বয়ে তৈরি হয় শব্দ। কিন্তু সকল ধ্বনিসমষ্টিই শব্দ নয়। একাধিক ধ্বনি মিলে ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর অর্থপূর্ণ ভাষিক একককে আমরা শব্দ হিসাবে নির্দেশ করতে পারি।

বাংলা শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় প্রথাগত ব্যাকরণে ও নব্যব্যাকরণবিদদের রচনায়। সংস্কৃতানুযায়ী প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে আলোচিত হয় শব্দের এমন ব্যাকরণ, যার মধ্যে থাকে নতুন শব্দগঠনকৌশল এবং বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় শব্দের প্রয়োগজনিত পরিবর্তন। ভাষার চারটি উপাদানের মধ্যে শব্দ অন্যতম। তাই শব্দ সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

বাংলা শব্দভাণ্ডার

বাংলা ভাষার জন্ম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে সপ্তম শতকে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দশম শতকে।[১০] তাই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাংলা ভাষার বয়স কমপক্ষে হাজার বছর থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে তেরশ বছর। মধ্যযুগে (ত্রয়োদশ শতকে) বাংলা শাসিত হয় তুর্কিদের দ্বারা। তারা ছিল ইসলাম ধর্মের অনুসারী, তাই তাদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, আর তাদের সংস্কৃতির বাহন ছিল ফারসি। তারা এসে বাংলায় রাজভাষা হিসেবে ফারসি চালু করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিম শাসনামলে বাঙালির মাতৃভাষা ছিল বাংলা, বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, আর রাজভাষা ছিল ফারসি। তৎকালে বাংলায় ছিল বহুভাষিক পরিস্থিতি। আর তাই ভাষা ব্যবহারে ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই ছিল বহুভাষিকতা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষায় তাই ঢুকে পড়েছে অজস্র ফারসি শব্দ, আর ফারসির মাধ্যমে প্রচুর আরবি ও বেশ কিছু তুর্কি শব্দ। এভাবেই মুসলিম শাসনামলে শব্দভাণ্ডারে আরবি-ফারসি শব্দ যেমন প্রবেশ করে, তেমনিভাবে অন্য শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধও হয়ে ওঠে। বাংলা হয়ে ওঠে নতুন নতুন ভাব প্রকাশে সক্ষম একটি ভাষা। এরপর সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম রাজত্বের অবসান ঘটে ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা ফারসিকে হটিয়ে ইংরেজিকে করে রাজভাষা। ফলে বাঙালি আবার একটি নতুন ভাষার সাথে পরিচিত হয়। বাংলা ভাষাও ব্যাপকভাবে ইংরেজি শব্দসমূহকে নিজের শব্দভাণ্ডারে জায়গা করে দেয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার নানান শব্দের বাংলায় প্রবেশ এখনও চলছে ।

আরব বণিক ও মুসলিম সুফিসাধকদের মাধ্যমে কিছু আরবি শব্দও বাংলার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি বণিকদের ভাষা থেকেও কিছু শব্দ তাদের সংস্পর্শে আসার কারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এভাবে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার। বাংলা ভাষায় যেসব বিদেশী শব্দ রয়েছে, সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এসেছে।

যে বিদেশী ভাষার শব্দগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো হলো:

এক. ফারসি,

দুই. আরবি,

তিন. তুর্কি,

চার. হিন্দি / উর্দু,

পাঁচ. ইংরেজি,

ছয়. ফরাশি,

সাত. পর্তুগিজ,

আট. ওলন্দাজ এবং

নয়. অন্যান্য ভাষা থেকে যে অল্পসংখ্যক শব্দ এসেছে, এমন ভাষাগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলীয়, চিনা, তামিল, আফ্রিকীয়, জার্মান, ইতালীয়, রুশ, মালয়ী, জাপানি, গুজরাটি ইত্যাদি।

যে কোনো ভাষার ধ্বনিসংখ্যা সুনির্দিষ্ট। ধ্বনি কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। ভাষার অর্থপ্রকাশক ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো শব্দ। তাই ভাষার শব্দভাণ্ডারে শব্দের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে তা ভাষাকেই সমৃদ্ধ করে; বেশি বেশি ভাব প্রকাশে ভাষাকে সক্ষম করে তোলে ।

১৯১৬ সালে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* অনুসারে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন উপাদানের মোটামুটি শতকরা হিসাব দেখিয়েছেন নিম্নরূপে:

তৎসম শব্দ	৪৪%
তদ্ভব ও দেশী শব্দ	৫১.৪৫%
বিদেশী শব্দ ফারসি	৩.৩০%
ইংরেজি, পর্তুগিজ ইত্যাদি	১.২৫%[১১]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশী ভাষার শব্দের মোট পরিমাণ শতকরা (৩.৩০ + ১.২৫) = ৪.৫৫ ভাগ।

দুটি উপায়ে ভাষার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়:

এক. বিভিন্ন পদ্ধতিতে নতুন শব্দ সৃষ্টি;

দুই. বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ আহরণ।

সংস্কৃতকে বলা হয় উদ্ভাবনী ভাষা বা বিল্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ । এ ধরনের ভাষা প্রয়োজন মতো শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে সংস্কৃত ও গ্রিক নতুন শব্দ তৈরির দিক থেকে অতুলনীয়। আবার কিছু ভাষা আছে, যেগুলো অন্য ভাষা থেকে সহজেই শব্দ গ্রহণ করে থাকে। এদের বলা হয় বরোয়িং ল্যাঙ্গুয়েজ বা গ্রহণপটু ভাষা। বাংলা প্রধানত উদ্ভাবনী; তবে গ্রহণও করে। শক্তিমান ভাষার দুই গুণই প্রয়োজনীয়, বাংলার দুইই যথেষ্ট পরিমাণ আছে।

ভারতীয় আর্যরা ভারতবর্ষে আগে থেকেই বাসরত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মুণ্ডা প্রভৃতি ভিন্নভাষী মানুষের সঙ্গে বসবাস শুরু করার পর বহু নতুন বস্তু ও বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়েছিল। আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে, তখন এমন কিছু নতুন বস্তুর সাথে তারা পরিচিত হয়, যেগুলো তারা চিনত না। তাই এসব বস্তু বা বিষয়ের জন্য তাদের নতুন নামের (দ্যোতক) প্রয়োজন ছিল। এসব (দ্যোতিত) অপরিচিত বস্তুর নাম তারা অনার্য ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিল। যেমন কদলী, তাম্বুল, গণ্ড, কম্বল ইত্যাদি।

শব্দের উৎসগত, অর্থগত ও গঠনগত শ্রেণিকরণ

প্রথাগত শব্দ শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়া : প্রথাগত শব্দ শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়:

ক) উৎস অনুসারে শ্রেণিকরণ,

খ) অর্থ অনুসারে শ্রেণিকরণ,

গ) গঠন অনুসারে শ্রেণিকরণ।

ক) উৎস অনুসারে বাংলা শব্দকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে :

এক. তৎসম শব্দ,

দুই. অর্ধ-তৎসম শব্দ,

তিন. তদ্ভব শব্দ,

চার. দেশী শব্দ,

পাঁচ. বিদেশী শব্দ।

বাংলা শব্দভাণ্ডারকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে:

মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ

বাংলা শব্দভাণ্ডারের যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রায় অপরিবর্তিতরূপে এসেছে, সেগুলোকে মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ বলে।

মৌলিক শব্দকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) তৎসম শব্দ,

খ) অর্ধ-তৎসম শব্দ,

গ) তদ্ভব শব্দ।

তৎসম শব্দ

যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সে সব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। 'তৎসম' একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ(তার)+সম(সমান)] তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত। উদাহরণ : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।[১২] অন্যভাবে বলা যায় যে সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দ সরাসরি বাংলায় এসেছে, তাকে আমরা তৎসম বলি। যা সংস্কৃতের মতো, তাই তৎসম। 'সংস্কৃতের মতো' বলতে বুঝতে হবে উচ্চারণে তফাত হলেও আকৃতিতে অর্থাৎ বানানে যা অপরিবর্তিত থাকছে তা। যেমন অঙ্গ, অক্ষ, অগ্নি, অশ্ব, আকাশ, আঘাত, ইন্দু, ইষ্ট, ঈশ্বর, উত্তর, উদর, ঐক্য, ঐহিক, ঔজ্জ্বল্য, ঔষধ, কবি, কান্তি, কুটুম্ব, কুঠার, কৃষি, ক্রোধ, ক্ষতি, গগন, গীত, ঘর্ম, চরণ, ছবি, ছিন্ন, জীবন, তৃণ, দত্ত, দান, ধান্য, ধূম, নর, নিশা, পত্র, পাদপ, ফল, বংশ, বায়ু, বিদ্যা, বীণা, ভক্তি, মাল্য, যুবা, রাত্রি, রিক্ত, লোহিত, শক্তি, শান্তি, শ্রম, সাগর, সূর্য, সিংহ, হেতু, হোম ইত্যাদি। একটি তৎসম শব্দের সঙ্গে অন্য আর একটি শব্দ যুক্ত হয়ে বহুতর শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। যেমন: অঙ্গসজ্জা, অঙ্গহানি, অশ্বশক্তি ইত্যাদি।[১৩] সাধু ভাষায় তৎসম শব্দ অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। গভীর চিন্তা ও ভাবদ্যোতক শব্দগুলোই সাধারণত তৎসম শব্দ।

অর্ধ-তৎসম শব্দ

'বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। উদাহরণ : জোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বোষ্টম, কুচ্ছিত এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোৎস্না শ্রাদ্ধ, গৃহিনী, বৈষ্ণব, কুৎসিত, শব্দ থেকে আগত'।[১৪]

সুকুমার সেন বলেছেন, 'যে সকল শব্দ একদা সংস্কৃত হইতে অবিকলভাবে গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু তৎপরবর্তী কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন এড়াইতে পারে নাই সেই সকল শব্দকে বলা হয় অর্ধতৎসম। অর্থাৎ কিঞ্চিদ্‌ভিন্নমূর্তি তৎসম'।[১৫]

জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে অর্ধ-তৎসম শব্দের আলোচনায় বলেছেন, 'এক ধরনের সংস্কৃতজাত শব্দ আমরা ব্যবহার করি, একে আমরা বলি অর্ধতৎসম শব্দ বা ভগ্নতৎসম শব্দ। এই সব শব্দ তৎসম থেকে সরাসরি এসেছে উচ্চারণ বিকৃতিতে। এই উচ্চারণবিকৃতিতে বাংলার ধ্বনিপরিবর্তনের বিশেষ রীতিগুলো কাজ করছে। 'শ্রী' আমাদের মুখে 'ছিরি' হয়ে ওঠে, 'বৈষ্ণব' হয় 'বোষ্টম'। তেমনি: অঘ্রাণ< অগ্রহায়ণ, অবিশ্যি< অবশ্য, আউশ <আশু, ইচ্ছে< ইচ্ছা, অব্যেস< অভ্যাস, আদিখ্যেতা <আধিক্যতা, কোবরেজ< কবিরাজ, কেত্তন< কীর্তন, খিদে< ক্ষুধা, গেরাম< গ্রাম, ঘেন্না <ঘৃণা, চন্দর< চন্দ্র, চিকিচ্ছে< চিকিৎসা, চিত্তির< চিত্র, পথ্যি< পথ্য, প্রাচিত্তির< প্রায়শ্চিত্ত, বিষ্টি< বৃষ্টি, বেম্পতি< বৃহস্পতি, সোয়াস্তি< স্বস্তি, যতন< যত্ন, রতন< রত্ন, মুকুতা< মুক্তা ইত্যাদি'।[১৬]

এই তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ আসতে পারে। প্রথমটি ক্রমবিবর্তনের ফলে, দ্বিতীয়টি উচ্চারণগত বিকৃতি।

তৎসম	তদ্ভব	অর্ধ-তৎসম
কৃষ্ণ	কান, কানু, কানাই	কেষ্ট
গাত্র	গা	গতর
গৃহিনী	ঘরণি	গিন্নি
পুত্র	পুত, পো	পুত্তুর
শ্রদ্ধা	সাধ	ছেদ্দা[১৭]

তদ্ভব শব্দ

যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক বাংলার রূপ লাভ করেছে, সেগুলো তদ্ভব শব্দ হিসেবে পরিচিত। প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যরা যে ভাষায় কথা বলতেন, সে ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এসব পরিবর্তিত

বাংলা শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। তৎ (অর্থাৎ মূল আর্য ভাষা সংস্কৃত থেকে 'ভব' বা উৎপত্তি) যার। এই জাতীয় শব্দকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয়।

যেমন: কৃষ্ণ> কণ্হ> কাণ্নহ (প্রা. বাং.) > কান (মধ্য বাং); পরে আদরসূচক 'উ' বা 'আই' প্রত্যয়যোগে কানু, কানাই।

কার্য্য> কজ্জ> কাজ; ইন্দ্রাগার > ইন্দ্রাআর > ইদাঁরা; নপ্তৃক > নত্তিঅ > নাতি; রাজ্ঞিকা > রন্নিআ > রাণী; উপাধ্যায় > উবজ্ঝঅ > ওঝা; গায়তি > গাঅই > গায়।[১৮]

এই তদ্ভব শব্দগুলিকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের মূলধন তদ্ভব। এর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় অন্য শাখার শব্দও আছে। যেমন: অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, চিনা ইত্যাদি থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দও আছে। সে সব প্রাচীন আগন্তুক শব্দ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দের তদ্ভব রূপ:

দ্রাবিড়	**সংস্কৃত**	**প্রাকৃত**	**বাংলা তদ্ভব**
কুটম	ঘট	ঘড়	ঘড়া

অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দের তদ্ভব রূপ :

অস্ট্রিক	**সংস্কৃত**	**প্রাকৃত**	**বাংলা তদ্ভব**
অজ্ঞাত	ঢক্ক	ঢক্ক	ঢাক

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দের তদ্ভব রূপ :

গ্রিক শব্দ	**সংস্কৃত**	**প্রাকৃত**	**বাংলা তদ্ভব**
সেমিদালিস	সুরঙ্গ	সুরঙ্গ	সিমুই (ময়দাজাত জিনিস)

ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দের তদ্ভব রূপ :

তুর্কি শব্দ	**সংস্কৃত**	**প্রাকৃত**	**বাংলা তদ্ভব**
তুর্ক	তুরকা	তরুক্ক	তুরুক[১৯]

জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে বিপুল সংখক তদ্ভব শব্দকে বাংলা ভাষার সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। বহু তদ্ভব শব্দই মূল তৎসম শব্দগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যেমন: 'পর্ণ' মানে পাতা, কিন্তু 'পান' বিশেষ এক ধরনের পাতা। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় : মূল শব্দে আনুনাসিক বর্ণ নেই, কিন্তু তদ্ভবে চন্দ্রবিন্দু এসেছে, যেমন ইষ্টক >ইঁট, উচ্চ> উঁচু, পুস্তিকা> পুঁথি, যূথিকা> জুঁই ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে সংস্কৃত থেকে যা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে, তা-ই হলো তদ্ভব। এই বিবর্তন একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। 'কার্য' পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে হয়েছে 'কজ্জ', এই 'কজ্জ' আবার রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে 'কাজ'। তদ্ভব শব্দ: আঁক< অক্ষ, আজ< অদ্য, আট< অষ্ট, আর< অপর, কাঠ< কাষ্ঠ, কাজল< কজ্জল, কামার <কর্মকার, কুমার <কুম্ভকার, খাট <খট্টা, খেত <ক্ষেত্র, গা <গাত্র, চাকা <চক্র, চামার< চর্মকার, ছাতা< ছত্র, ঝি <দুহিতা, তামা <তাম্র, দই <দধি, ভূঁই< ভূমি, মাছি< মক্ষিকা, ভাত <ভক্ত, মা <মাতৃ, মাছ <মৎস্য, মাসি< মাতৃস্বস, শাখ< শঙ্খ, সাত <সপ্ত, সাঁওতাল <সামন্তপাল, হাট <হট্ট, ইত্যাদি।[২০]

বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রথম তিনটি ভাগের জন্য আমরা বিশেষভাবে ঋণী সংস্কৃত শব্দের কাছে। বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই শব্দগুলো অপরিবর্তিতরূপে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু তৎসম শব্দ সংস্কৃত থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো অর্ধ-তৎসম শব্দ। এই শব্দগুলো সংস্কৃতের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি রক্ষা না করে কিছুটা পরিবর্তিত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বিপুল পরিমাণ শব্দ সংস্কৃত থেকে মধ্যবর্তী পর্ব প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে- এগুলো তদ্ভব শব্দ। এ তদ্ভব শব্দগুলি সংস্কৃতের উচ্চারণ-কাঠিন্য প্রায় পুরোপুরি ত্যাগ করেছে। খাঁটি বাংলার মূল শব্দসম্পদ এই তদ্ভব শব্দ।

আগন্তুক শব্দ

যে সব শব্দ সংস্কৃত বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে না এসে অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, তাদের আগন্তুক শব্দ বলে। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে বিভিন্ন সময়ে মোগল, পাঠান, তুর্কি, পর্তুগিজ, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি নানা কাজে ভারতবর্ষে এসেছে। এর ফলে এদের ভাষা থেকে কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলো বিদেশী শব্দ। আরব, পারস্য বা তুরস্ক থেকে আগত মুসলমান ও তাদের উত্তরসূরি বাংলাদেশে নানা কাজের সূত্রে এসেছে; রাজত্ব করেছে। ফলে ফারসি, আরবি বা তুর্কি ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ

শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজির প্রাধান্য বেড়ে গেছে। ইংরেজি আধুনিক শিক্ষার বাহন হওয়াও এর একটি প্রধান কারণ। আগন্তুক শব্দগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: দেশী শব্দ এবং বিদেশী শব্দ।

দেশী শব্দগুলোর মধ্যে ধরা হয় অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটবর্মি ইত্যাদি ভাষার শব্দ, যেগুলো বাংলায় গৃহীত।

বিদেশী আগন্তুক শব্দগুলো হলো পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, তুর্কি, ফারসি, ফরাশি, ইংরেজি ইত্যাদি।

দেশী শব্দ

আর্য আগমনের পূর্বে এই উপমহাদেশে অস্ট্রিক (কোল) ও দ্রাবিড় এই দুটি অনার্য জাতি বাস করত । খ্রী.পূ. চতুর্থ শতকে কিংবা তার কিছু পূর্বে বাংলায় আর্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন । আর্যদের পরে ভোটবর্মীরা এই উপমহাদেশে আসে । বাংলার পশ্চিম প্রান্তে ছিল কোল জাতি ও অল্পসংখ্যক দ্রাবিড়ের বসতি। কোল জাতি ছড়িয়ে ছিল প্রায় পুরো বাংলায় । বাংলার পূর্ব প্রান্তে খাসিয়া ছাড়া যে সব অনার্য জাতি বাস করত, তারা ছিল প্রধানত তিব্বতি-বর্মী জাতীয় । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আরও অনুমান করেছেন, সমগ্র বাংলায় কোলদের সমজাতীয় অনার্য জাতি বাস করত। আর্যদের সংস্পর্শে এসে তারা আর্যভাষা ও আর্যসংস্কৃতি গ্রহণ করে। তাদের কিছু অংশ বাংলার পশ্চিমের ও পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে বর্তমানে কোল ও খাসিয়া জাতিরূপে অবশিষ্ট আছে ।

অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটবর্মী ও আর্য এই চার জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয় । এই চার ভাষীর সহাবস্থানের কারণে ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বেশ কিছু অনার্য শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে অনার্য ভাষার প্রভাব তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দের তুলনায় তিব্বতিবর্মী শব্দের সংখ্যা অল্প । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা ভাষার গঠনে একমাত্র মুন্ডা বা কোল ভাষা ভিন্ন অন্য অনার্য ভাষার প্রভাব নেই বললেই চলে ।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন অনার্যভাষার শব্দ স্বাভাবিকভাবেই প্রবিষ্ট হয়েছে। আর্যভাষীরা প্রাচীন ভারত উপমহাদেশের অনার্যভাষীদের সংস্পর্শে এসে যেসব নতুন বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, সেগুলোর নাম সেইসব অনার্য ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিল ।

এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কোল ও দ্রাবিড় যারা বলত, তারা নিজ-নিজ ভাষা ত্যাগ করে আর্যভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ আর্য ভাষায় এসে যায়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষাতেও বিস্তর অনার্য শব্দ মিলে'।[২১]

বাংলা ভাষার দেশী শব্দগুলো বাইরের ভিন্ন কোনো ভাষা থেকে আসেনি। বরং এগুলো এসেছে দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের (যেমন কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি) ভাষা অথবা অজ্ঞাত অন্য কোনো ভাষা থেকে। ভারতে আর্যভাষা আসার পর যে সকল আর্যেতর ভাষার শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে, সেগুলোই যথার্থ দেশী শব্দ। অর্থাৎ বাংলায় আর্য ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি আসার পর অনার্য ভাষার (অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-বর্মি গোষ্ঠীর) যে সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, সেগুলোকে দেশী শব্দ বলা হয়। যেমন: ডাঁসা, ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঢেঁড়শ, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা প্রভৃতি।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে মুন্ডা থেকে বাংলায় আগত কিছু শব্দের উল্লেখ করেছেন । যেমনঃ আকাল (দুর্ভিক্ষ), আখড়া, বড়শী, বট (গাছ), ঢাল, বেঁটে, চাউল, চুলা, খচ্চর, ডোঙ্গা, হুড়কা (দরজার খিল), লড়াই, ঠোঙ্গা, মোট, মোটা ইত্যাদি । অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষা দুই হাজার চারশ তিনটি শব্দ গ্রহণ করেছে বলে ক্ষুদিরাম দাশ মনে করেন।[২২]

বাংলা শব্দভাণ্ডারে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

দ্রাবিড়রাও বাংলার আদিম জনগোষ্ঠী ছিল । তাদের ভাষা থেকে আর্যভাষা ও বাংলা ভাষায় আগত আটাত্তরটি শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার । যেমন: নারিকেল, মালা, কানা, কাল (black), কাল (সময়), গোটা, পাটি ইত্যাদি ।[২৩] এছাড়াও সত্যনারায়ণ দাশ বাংলা ভাষায় দুই হাজার সাতচল্লিশটি দ্রাবিড় শব্দের উল্লেখ করেছেন তাঁর *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ* গ্রন্থে।[২৪]

বাংলা শব্দভাণ্ডারে তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

চিনের সঙ্গে সুদুর প্রাচীনকাল থেকে ভারত উপমহাদেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চিনা ভাষা ভারতীয় ভাষাকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি । তিব্বতি-চিনা শাখার শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে অল্পসংখ্যক আছে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দের তুলনায় । যেমন : চিনা ভাষা থেকে এসেছে চা, লিচু, আর বর্মিভাষা থেকে এসেছে লুঙ্গি, ফুঙ্গি ।

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ভাষার যে সব শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে, অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু কোন ভাষা থেকে এগুলো এসেছে, তার হদিস মেলে। যেমন কুড়ি (বিশ) কোল ভাষা,

পেট (উদর) তামিল ভাষা, চুলা (উনুন) মুণ্ডারি ভাষা, এরূপ কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি ইত্যাদি আরো বহু দেশী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

জ্যোতিভূষণ চাকী বলেন, 'আর এক ধরনের শব্দকে আমরা বলছি দেশি যা আর্যেতর, মূলত দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ। কালো, কুলো, ফিঙে, ঘড়, খেয়া, চিংড়ি, ঝিকা, ঝাঁকা, ডাগর, ডাঁশ, ঢেঁকি, ঢোঁড়া, বাদুড় ইত্যাদি। √এড়া, √বিলা, √ঢাকা প্রভৃতি ধাতুকেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়। বহু সাঁওতালি শব্দও এসেছে বাংলায়। যেমন ওৎ, আড়, খাড়া, উল্টা, কুড়া ইত্যাদি।[২৫]

বিদেশী শব্দ

বাংলা ভাষার উৎপত্তির পরে যে সকল শব্দ বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে, সে সব শব্দ বিদেশী শব্দের পর্যায়ভুক্ত। রাজনৈতিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলায় আগত বিভিন্ন ভাষী মানুষের মাধ্যমে বহু বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিদেশী ভাষার যেসব শব্দ সাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে, সে সব শব্দকে বিদেশী শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাকৃত যুগেও কতগুলো বিদেশী শব্দ বাংলায় এসেছে, কিন্তু এসব শব্দ প্রাকৃত থেকে প্রাপ্ত বলে বাংলার মৌলিক উপাদান বলেই এদের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।[২৬]

মনসুর মুসা বলেন, 'বাঙলা ভাষায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, গোটা পাঁচ-ছয়েক শব্দ নেওয়া হয়েছে আরবী-ফারসী উৎস থেকে। মধ্যযুগের শেষদিকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে আরবী-ফারসী ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িককালে রচিত মুসলমান কবিশায়েরদের দোভাষী পুঁথিগুলোতে দেদার আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী শব্দ আমদানী করা হয়েছিল। রাজকার্যে ফারসী প্রচলিত ছিল বলে ফারসীর চর্চা তদানীন্তনকালে বৈদগ্ধ্যের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হত। রাজকার্যে বা সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত বাঙালীদের অধিকাংশই দ্বিভাষিক- বহুভাষিক- যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন '।[২৭]

সেই যুগে বহুভাষাজ্ঞান বিরল-প্রতিভার নজির হয়ে থাকত। মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগে ব্যবহৃত শব্দগুলো সাহিত্যে প্রবর্তিত হওয়ার আগেই সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। সমাজে প্রচলিত হওয়ার পর সাহিত্য-সাধনায় সেগুলো গৃহীত হয়েছে। এই সব বিদেশী ভাষার শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া এই চতুর্বর্গে আগমন করেছে। এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে সর্বমোট এক হাজার চারশ চৌদ্দটি শব্দের মধ্যে ছয়শ পনেরটি শব্দ আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানি থেকে এসেছে। আবার এই ছয়শ পনেরটি শব্দের মধ্যে পাঁচশ একটি বিশেষ্য, ষোলটি সর্বনাম, চব্বিশটি ক্রিয়া আর চুয়াত্তরটি ক্রিয়া, বিশেষণ বা বিশেষণ কিংবা অন্য শব্দ হিসেবে এসেছে।[২৮]

বাংলায় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে যে মুসলমান শাসন শুরু হয়, তার সমাপ্তি ঘটে ইংরেজ আগমনের পরে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে। ফলে সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলমান শাসনে তাঁদের ব্যবহৃত ফারসি ভাষা থেকে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় এসে পড়ে। যেহেতু ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কি শাসক সম্প্রদায়ের ধর্মের ভাষা ছিল আরবি, এবং শিক্ষা সংস্কৃতিতে রাজদরবারের ভাষা ছিলো ফারসি বা পারসি, সেজন্য ফারসির মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ (ফারসি মারফত তুর্কি এবং আরবি শব্দও বাদ পড়েনি) প্রবেশ লাভ করেছে। 'এজন্যে পণ্ডিতদের প্রতীতি, বাঙালা ভাষায় বিদেশী শব্দসমূহের মধ্যে ফারসীর স্থান সর্বাগ্রে।' [২৯]

ফারসি এবং ফারসি থেকে আগত তুর্কি, আরবি, সামান্য পশতু ইত্যাদি ভাষার যেসব শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে, সেসব শব্দের উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে বাংলা ধ্বনিসংগঠন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদলে গেছে। বাংলা ভাষায় যে সকল বিদেশী শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শব্দ ফারসি ভাষার। এখন প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ বাংলায় পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষায় গৃহীত ফারসি শব্দের কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত হলো :

ক) রাজ দরবার, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং শিকার সংক্রান্ত শব্দ

নবাব, বাদশা, বেগম, আমির, ওমরা, উজির, দরবার, দৌলত, মালিক, তখত, আক্কেল সেলামি, হুজুর, নকিব, সেপাই, কুচকাওয়াজ,তাঁবু, তোপ, শিকার, হিম্মৎ, বাহাদুর জমিদার, রায়ত, খাজনা, খেতাব, খাম, রসদ, তক্ত, তক্ততাউস, ফৌজ, বরকন্দাজ, তাজ, দুশমন ইত্যাদি।

খ) আইন-আদালত ও শাসন সংক্রান্ত শব্দ

আইন, কানুন, আদালত, উকিল, মোক্তার, এজাহার, জমা, জমি, হেফাজত, মেয়াদ, মুন্সেফ, হাকিম, দারোগা, পেয়াদা, জেরা, আসামি, এক্তিয়ার, নাজির, আদম-শুমারি, খারিজ, খাজনা, সাল, সরকার, সন, দলিল, ক্রোক, জবানবন্দি, দস্তখত, ফিরিস্তি, ওজর, কসুর, পেশা, ফেরার, রুজু, শনাক্ত, মহকুমা, বেকসুর, বেওয়ারিশ, জরিমানা, ফরিয়াদি, ফয়সালা, হিসাব, হক, হাকিম, মোহর, শহর, দপ্তর, বাজেয়াপ্ত, কবুল, কসম, কয়েদ, কয়েদি, কাছারি, তদবির, তরজমা, তমসুক, তরফ, দখল, দস্তিদার, দস্তখত, দাদন, ফতোয়া, বরখেলাপ, বরাদ্দ, আবাদ, তালুক, পেয়াদা, মোকদ্দমা, শনাক্ত, খাজনা, খারিজ, নালিশ, রায় ইত্যাদি।

গ) সংস্কৃতি , শিক্ষা, সাহিত্যকলা সংক্রান্ত শব্দ

কাগজ, কলম, হরফ, আলেম, দোয়াত, খাতা, নকল, তরজমা, আদব, লেহাজ, মাদ্রাসা, মক্তব, মুন্‌শি, ইজ্জৎ, সেতার, সাগরেদ, কেচ্ছা, তালিম, রেওয়াজ, বয়েৎ, এলম, দরদ, জবান, ইমান, ওজন, এলেমদার, কামিজ, তবিয়ত, তবলা, তবলচি, তাবিজ, তাকিয়া, দরদালান, বারকোশ, মজলিস, সবুজ, সফেদ, সানাই, সুর্মা, সুরত, সেলাম, হরফ, খানদান, সাগরেদ ইত্যাদি।

ঘ) ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দ

খোদা, নামাজ, রোযা, গুনাহ, দোজখ, পর্দা, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত পরহেজগার, শিরনি, দরবেশ ইত্যাদি।

ঙ) জনজীবন ও সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ

আঙুর, আতর, আয়না, আতশ (বাজি), আচকান, কোরমা, কাগজ, কোপতা, কালিয়া, কুলুপ, কিসমিস, কলপ, কসাই, খাতা, খানসামা, খানকা, খাশি, খরমুজ, গোলাপ, চশমা, জামা, জরি, জাফরানি, জাজিম, জামদানি, তক্‌মা, তাকিয়া, তোষক, দালান, দস্তানা, দোয়াত, দেরাজ, পর্দা, পাজামা, পেস্তা, পেঁয়াজ, পোলাও, ফানুস, ফরাস, বাগিচা, বাগান, বরফি, বুলবুল, ময়দা, মশলা, মিছরি, মলম, মখমল, রুমাল, রেকাব, রেশম, রিফু, সানাই, শিশি, শাল, সিন্দুক, হাউই, হালুয়া, হুকা, গোলাপ ইত্যাদি।

চ) জাতি ও পেশাবাচক শব্দ

হিন্দু, ইহুদি, আরব, ফারসি, আরমানি, ফিরিঙ্গি, ইউনানি, ইংরেজ, হাবশি, বিলাতী, যাদুকর, কারিগর, বাজিকর, দোকানদার, দরজি, নফর, চাকর, মেথর, কসাই, ভিস্তি, খানসামা, খেদমতগার।

ছ) প্রাকৃতিক বস্তু ও সাধারণ দ্রব্য বিষয়ক শব্দ

অন্দর, আওয়াজ, আফসোস, কোমর, খবর, গরম, গুজরান, গুলজার, চাঁদা, জাহাজ, জলদি, জানোয়ার, জিদ, তল্লাশ, তলব, তাজা, দম, দখল, দরুন, দরকার, দোকান, দাদন, নগদ, নরম, নমুনা, পছন্দ, ফুরসৎ, বন্দোবস্ত, বাহবা, বখশিশ, বেকুফ, বেআক্কেল, বেয়াদব, মিয়া, মোরগ, মজবুত, মুলুক, মালশা, রকম, রোশনাই শরম, সবুজ, সাদা, সাফ, হপ্তা, হজম, হাজার, হুজুগ, হুশিয়ার,আবহাওয়া, আসমান, ওজন, কদম, কারখানা, খোরাক, চাকর ইত্যাদি।

আরবি শব্দ

আইন, জিলা, মালিক, বিদায়, বাজার, হাজার, খাসি, কেচ্ছা, আক্কেল, আয়েশ, আতর, পোলাও, কিতাব, তাজ্জব, ফসল, বাকি, হজম, তামাশা, জবাব, গলদ, খাজনা (আসলে তুর্কি এবং আরবি শব্দাবলি ফারসির মাধ্যমেই অনেক ক্ষেত্রে ফারসি উচ্চারণে, বানানে, উপসর্গ–প্রত্যয় যোগে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংযুক্ত হয়। এজন্যে এ সমস্ত শব্দকে পণ্ডিতেরা ফারসি শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেন)।

তুর্কি শব্দ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলায় তুর্কি শব্দ চল্লিশটির বেশি হবে না ।[৩০] বাংলায় ব্যবহৃত কিছু অতি পরিচিত তুর্কি শব্দ হলো- আলখাল্লা, উর্দু, উজবুক, কাবু, কাঁচি, কুলি, খাতুন, খাঁ, খানম, গালিচা, চাকু, চকমকি, তুর্ক, বকশি, বাবুর্চি, বাহাদুর, বিবি, বেগম, বোঁচকা, লাল, সওগাত, দারোগা, কোর্মা, লাশ, মুচলেকা ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষে পর্তুগিজরা বাংলায় আগমন করে এবং তাদের সংস্পর্শে আসায় পর্তুগিজ ভাষার শতাধিক শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। পর্তুগিজরা অনেক নতুন নতুন জিনিস নিয়ে এদেশে এসেছিল, সেগুলোর নামও বাংলায় চলে এসেছে। যেমন আনারস, মূল শব্দ ছিল ananas, শব্দটি দক্ষিণ আমেরিকার। পর্তুগিজরা ওখান থেকেই ফলটি এনে নাম দেয় 'আনানস'। আমরা 'নস'- এর স্থলে 'রস' সংযুক্ত করে নিয়েছি, সম্ভবত ফলটির রসময়তার কারণে। কিছু পর্তুগিজ শব্দের তালিকা দেওয়া হলো :

আলকাতরা (alcatrao) , আলপিন (alfinate), নোনা (anona), বালতি (balde), বোতাম (botao), বোমা (bomba), বামন (bacia), কপি (couve), ফিতা (fita), চাবি (chave), কামিজ (camisa), কেরানি (carane), গামলা (gamela), গরাদ (grade), গুদাম (gudao), আতা (ata), কাবাব (acabar), গির্জা (igreja), জানালা (janela), নিলাম (leilao), মার্কা (marca), মিস্ত্রি (mestre), মস্করা (mascara), পেঁপে (papia), পাঁউরুটি (pao), (পর্তুগিজ pao অর্থই রুটি, আমরা পর্তুগিজ pao -এর সঙ্গে বাংলায় আবার রুটি যোগ করে পাউরুটি পেয়েছি), পেরেক (prego), রেস্ত (resto), সাবান (sabao), সাগু (sagu), সায়া (siya), তোয়ালে (toalba), তামাক (tobaco), বারান্দা (baranda), বেহালা (viola), টোকা (touca), ইস্পাত (espada), বেশলি (vasilha) (দুধ দোয়ানোর পাত্র), সুতি (sorte), জালা (garra), পেয়ারা (para), আলমারি।

ওলন্দাজ শব্দ

তাসখেলা বিষয়ক শব্দগুলোর বেশিরভাগই এসেছে ওলন্দাজ ভাষা থেকে। Holland আসলে Hollow Land। আমরা বাংলা ভাষায় পর্তুগিজ উচ্চারণের (Hollandaise) আদি ব্যঞ্জন লোপ করে তাদেরকে অভিহিত করি 'ওলন্দাজ' নামে।

তাসের চারটি নামের মধ্যে তিনটিই এসেছে ওলন্দাজ থেকে- হরতন (harten), রুইতন (ruiten), ইস্কাপন (schopen) । এছাড়া তুরুপ (troef), ইসক্রুপ (schroef), বোম (ঘোড়ার গাড়ির) ও পিস্‌পাস্‌ (ভাত-মাংস একত্রে রান্না করা খাদ্য) ইত্যাদিও ওলন্দাজ শব্দ ।

ফরাশি শব্দ

ফরাশি থেকে সামান্য দু'চারটে শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। যথা: বুর্জোয়া (bourgeois), মেনু (menu), কার্তুজ (cartouche), কুপন (coupon), ওমলেট (omelette), রেস্তোঁরা, রেনেসঁস,আঁশ, শেমিজ, দিনেমার প্রভৃতি।

ইতালীয় শব্দ

ইতালির ভাষা থেকেও দু′চারটে শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সংযুক্ত হয়েছে । যেমন: কোম্পানি, গেজেট (gazzetta) এবং পিয়ানো (এর ইতালিয় পূর্বরূপ pianoe forte, যার অর্থ নরমগরম) ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ

বাংলা ভাষা তার জন্মের পর থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে তুর্কি-মুঘলদের আরবি-ফারসি দ্বারা নিজের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিল। এরপর প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজির আধিপত্যের কারণে বাংলা প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করেছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে এ দেশের শাসকের আসনে আসীন হয়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষা হয় এবং শিক্ষার বাহন রূপেও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইংরেজি ভাষা থেকে অজস্র শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা এখনো প্রচুর শব্দ ইংরেজি থেকে নিজের করে নিচ্ছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমে যে সব ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে, সেগুলোর অনেকটিই কিঞ্চিৎ ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। যেমন: আপিস (Office), লণ্ঠন (Lantern), পুলিশ (Police), শান্ত্রী (Sentry) ইত্যাদি।

পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিককালে যেসব ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই কাছাকাছি উচ্চারণ বজায় রেখেছে। যেমন: গ্লাস (glass), টিকিট (ticket), স্টেশন (station), ট্রেন (train), কোর্ট (court), ফটো (photo) ইত্যাদি।

এছাড়াও অনুবাদের সাহায্যে বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলায় এসেছে। যেমন: ইংরেজি reinder-এর বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে করা হয়েছে বল্‌গা হরিণ।

আধুনিক বাংলায় ইংরেজি থেকে অনূদিত কিছু শব্দ ও ইডিয়ম বেশ প্রচলিত। যেমন : আনন্দের সাথে (with pleasure), দুঃখিত (sorry), বাধিত (indebted), অনুগৃহীত (obliged), স্বর্ণযুগ (golden age), সুবর্ণসুযোগ (golden opportunity) ইত্যাদি।

বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন ইংরেজি শব্দ প্রতিনিয়ত বাংলা ভাষায় যোগ হচ্ছে। যেমন: কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ব্রাউজিং ইত্যাদি।

ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের শব্দ প্রথমে ইংরেজিতে গৃহীত হয়, এরপর তা বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়। যেমন: জেব্রা (দক্ষিণ আফ্রিকার), কুইনাইন (দক্ষিণ আমেরিকার), হারিকিরি (জাপানি), ক্যাঙারু (অস্ট্রেলিয়ার), চকোলেট (মেক্সিকোর), ম্যালেরিয়া (ইতালির), নাৎসি (জার্মান) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় আরবি-ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ইংরেজি এবং সামান্য ওলন্দাজ, ফরাশি, চিনা, রুশ, জাপানি, তিব্বতি, বর্মি ও হিন্দি/গুজরাটি শব্দ। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ।[৩১] এখন গবেষণা করা হলে এর পরিমাণ আরো বেশি হবে বলে আমাদের ধারণা।

অন্যান্য ভাষা থেকে আগত বিদেশী শব্দের কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো:

চিনা থেকে লিচু, চা, চিনি; হিন্দি/উর্দু /পাঞ্জাবি থেকে চাহিদা, শিখ; তিব্বতি থেকে লামা; রুশ থেকে বলশেভিক, সোভিয়েত; মায়ানমার/বর্মি থেকে ঘুগনি, লুঙ্গি, ফুঙ্গি; গুজরাতি থেকে হরতাল, খদ্দর ইত্যাদি শব্দ বাংলায় এসেছে ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

নবগঠিত শব্দ

কিছু মিশ্র বা সংকর শব্দও বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে। যেমন হাট-বাজার, শাক-সবজি, ধন-দৌলত, হেড-পণ্ডিত, ঠেলা-গাড়ি, বে-টাইম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া দুটি শব্দের যোগ বা এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দের যোগ। এগুলোকে মূলত নবগঠিত শব্দ বলা হয়।

এই ধরনের শব্দ দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন:

মৌলিক শব্দ : নিঠুর;

মিশ্রশব্দ : হাঁসজারু।

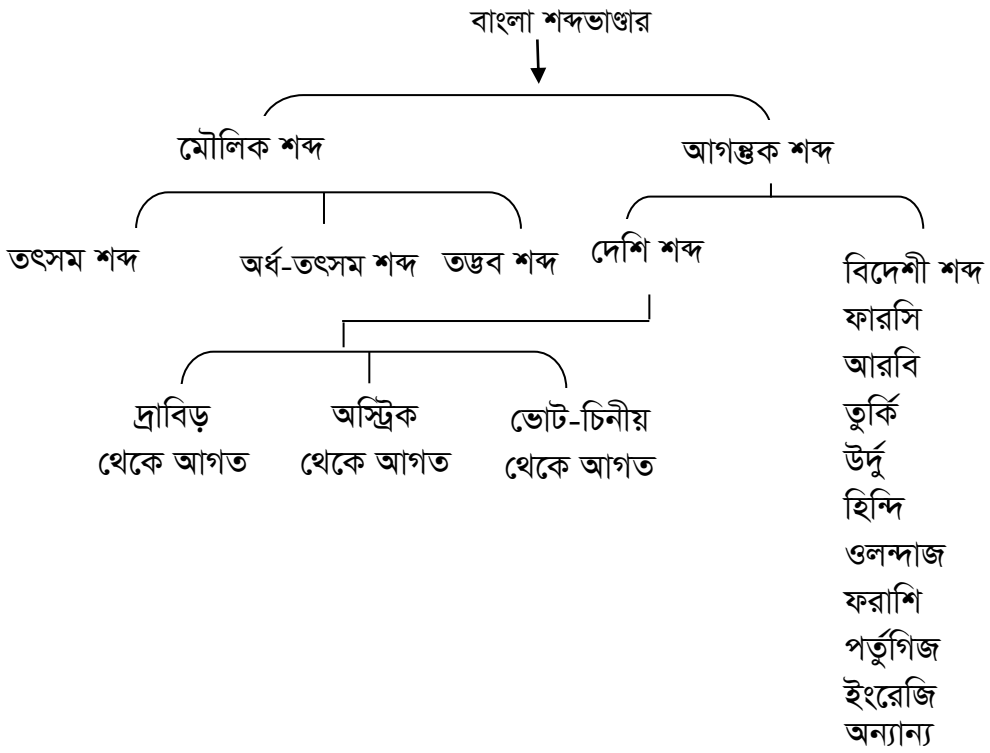

প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে সংস্কৃত ও গ্রিক নতুন শব্দ নির্মাণ শক্তিতে অতুলনীয়। আধুনিক ভাষাগুলোর মধ্যে বিদেশী শব্দ গ্রহণে ইংরেজি অন্যতম। উপরিউক্ত দুরকমভাবেই শব্দ সঞ্চয় করে বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর মধ্যে অনন্য হয়ে উঠেছে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করেছে। কালের পরিক্রমায় সংস্কৃত শব্দ থেকে আমরা পেয়েছি অর্ধ-তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ। এছাড়া এদেশেরই আর্য ও অনার্য ভাষা থেকে আমরা পেয়েছি দেশী শব্দ। বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে বিদেশী শব্দ। ত্রয়োদশ শতক থেকে বহিরাগত মুসলমান শাসকরা প্রায় ছয়শ বছর এদেশ শাসন করেছে। তাদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, মাতৃভাষা তুর্কি এবং রাজভাষা ফারসি। ফলে এ তিন ভাষার প্রচুর শব্দ ফারসির হাত ধরে বাংলায় প্রবেশ করেছে এবং এমনভাবে মিশে গেছে যে এখন সেগুলো আদালাভাবে চিহ্নিত করাও প্রায় দুষ্কর। অনেক ফারসি শব্দ আছে যেগুলো বাংলা শব্দকে তাড়িয়ে দিয়ে জেঁকে বসেছে। এভাবে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এবং এখনো এ ধারা অব্যাহত আছে। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজরা এদেশে পা রাখে। তারপর আসে ইংরেজরা। ইংরেজদের প্রায় দুশ বছরের শাসনের ফলে ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য কিছু ভাষার শব্দও বাংলায় প্রবেশ করেছে। এছাড়াও বাণিজসূত্রে আসে পর্তুগিজ, ফরাশি ও ওলন্দাজরা। তাদের ভাষা থেকেও আমরা বেশ কিছু শব্দ নিজের করে নিয়েছি। এভাবে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি, চিনা, জাপানি প্রভৃতি ভাষার অজস্র শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে বিদেশী শব্দ, প্রধানত ইংরেজি শব্দ, বাংলায় অব্যাহতভাবে প্রবেশ করে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ ও বাংলাকে ভাব প্রকাশে অধিকতর সক্ষম একটি ভাষায় পরিণত করছে। এভাবেই মৌলিক (নিজস্ব), দেশী ও বিদেশী শব্দরাশির মাধ্যমে বাংলা ভাষা তার শব্দভাণ্ডার স্ফীত করে চলছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা ভাষা পরিচয়*, (ঢাকা: বর্তমান সময়, ২০০৪), পৃ : ৭

২। রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮), পৃ: ৩৫৮

৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫), পৃ: ১২০

৪। হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদক), *মুহাম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী*, ॥ ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ: ১৫৫

৫। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (সম্পাদক), *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪), পৃ: ৯

৬। জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬), পৃ: ১১৩

৭। পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* (কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৮৪), পৃ: ৩০১

৮। রমাপ্রসাদ দাস, *শব্দ জিজ্ঞাসা: শব্দের প্রকার ও প্রকৃতি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯), পৃ: ১৫

৯। মহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ: ১৭০

১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছেন । সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলার উদ্ভবকাল দশম শতক (৯৫০ খিস্টাব্দ)-এর পূর্বে নয় ।দ্রষ্টব্য: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯ । অন্যদিকে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, বাংলার উদ্ভব ঘটেছে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি (৬৫০ খিস্টাব্দ) সময়ে ।দ্রষ্টব্য: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

১১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৮

১২। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ: ৪

১৩। জ্যোতিভূষণ চাকী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪

১৪। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ: ৪

১৫। সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ: ১৫৭

১৬। জ্যোতিভূষণ চাকী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭-২৮

১৭। পূর্বোক্ত, ২৮

১৮। কৃষ্ণপদ গোস্বামী, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ: ১৮৫

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৬

২০। জ্যোতিভূষণ চাকী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩

২১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৯), পৃ: ১১০

২২। ক্ষুদিরাম দাশ, *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*, (কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮)

২৩। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, *বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান*, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (কলকাতা: ১৯২০, পৃ: ১১-১৬)

২৪। সত্যনারায়ণ দাশ, *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ (বুৎপত্তিকোষ)* (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩)

২৫। জ্যোতিভূষণ চাকী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩

২৬। কৃষ্ণপদ গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৬

২৭। মনসুর মুসা, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ: ৯১

২৮। গোপাল হালদার, *ভারতের ভাষা* (কলকাতা: মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৯৩), পৃ: ৯৩

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০

৩০। হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬

৩১। মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ: ১৩

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দপ্রবেশের ইতিহাস

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় শব্দ প্রবেশ করে নানা কারণে। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতিধারী জাতি কাছাকাছি আসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। ফলে তাদের মধ্যে ঘটে ভাষিক যোগাযোগ । ভাষিক যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে আর্থ-সামাজিক কারণেও। তাই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় শব্দ আদান-প্রদানের ইতিহাস জানা জরুরি। বিদেশী শব্দ গ্রহণকারী ভাষা, তার প্রয়োজনের তাগিদেই, নতুন বস্তু বা ভাবধারা গ্রহণের পাশাপাশি সেই ভাব-প্রকাশক শব্দও নিজ ভাষায় গ্রহণ করে।

বাংলা ভাষায় ফারসি ও আরবি শব্দ

বাংলা ভাষায় ঠিক কতগুলো আরবি-ফারসি শব্দ রয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আজও নির্ণিত হয়নি। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বই ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ নিয়ে সংকলিত বিভিন্ন অভিধান থেকে এ সম্পর্কিত কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

গোপাল হালদারের মতে, বাংলা ভাষা প্রায় আড়াই হাজার আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণ করেছে।[১] শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী প্রণীত *পারসো এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি*–তে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত পাঁচ হাজার একশ ছিয়াশিটি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ ইংরেজি ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।[২] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের সংখ্যা বলেছেন দুই হাজারের বেশি ।[৩] মুহম্মদ এনামুল হক *'রচনা শিক্ষা'* গ্রন্থে আরবি ও তুর্কি মিশ্রিত ফারসি শব্দের সংখ্যা বলেছেন প্রায় পাঁচ হাজার ।[৪] উইলিয়াম গোল্ডস্যাক-প্রণীত অভিধান *মুসলমানি বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকেশনারি*-তে বাংলার মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রায় ছয় হাজার আরবি, ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি শব্দ স্থান পেয়েছে।[৫] মোহাম্মদ হারুন রশিদের সংকলন ও সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*-এ মোট আট হাজার সাতশটি ভুক্তির মধ্যে আরবি ভাষার ভুক্তির সংখ্যা চার হাজার, ফারসি ভাষার ভুক্তির সংখ্যা প্রায় চার হাজার পাঁচশ এবং উর্দু ভাষার ভুক্তির সংখ্যা শতাধিক।[৬] কাজী রফিকুল হকের সংকলন ও সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*-এ এক হাজার সাতশ সতেরটি আরবি, এক হাজার একশ ছিয়াশিটি ফারসি, একচল্লিশটি তুর্কি, তিনশ চৌষট্টিটি হিন্দি ও একান্নটি উর্দু শব্দ নিয়ে মোট তিন হাজার তিনশ ঊনষাটটি একক আরবি-ফারসি-তুর্কি- হিন্দি-উর্দু শব্দ তালিকাভুক্ত হয়েছে ।[৭]

বাংলা ভাষায় যতগুলো বিদেশী শব্দের প্রবেশ ঘটেছে, তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো অভিধান আমরা এখনও পাইনি। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, যে কোনো ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রবেশ একটি চলমান প্রক্রিয়া । ক্ষেত্রবিশেষে কোনো একটি ভাষার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা যোগাযোগ না থাকলে সেই ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণও বন্ধ হয়ে যায়, যেমনটি ঘটেছে আরবি, ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি ভাষার ক্ষেত্রে । আবার ইংরেজি থেকে শব্দগ্রহণ সেই ইংরেজ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে । তাই এসকল অভিধানে সংকলিত ভুক্তির সংখ্যায় ঐক্য দেখা যায় না । আবার অনেকক্ষেত্রে আরবি ফারসি শব্দের উৎস নির্ণয়ে গবেষকগণ একমত হতে পারেননি । গোলাম মকসুদ হিলালী তাঁর অভিধানে সরাসরি আরবি শব্দের উল্লেখ করেছেন । বেশ কিছু আরবি শব্দ ফারসিজাত হলেও সরাসরি আরবি শব্দও বাংলায় এসেছে । এ কারণেও অভিধানগুলোতে এ দুটি ভাষার ভুক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় ।

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ আরবি শব্দ এসেছে ফারসির মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ প্রবেশের ইতিহাসে বাংলায় মুসলিম শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলা ভাষায় কীভাবে ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমে আরবি ও তুর্কি শব্দসমূহ প্রবেশ করেছে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।

ইরানের আদিবাসীরা আর্য বংশোদ্ভূত ছিল। তারা খ্রি.পূ. চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাসযোগ্য ভূমির সন্ধানে 'পামির' নামক এলাকা থেকে ইরানের দিকে যাত্রা করেছিল। প্রথমে তারা তাজিকিস্তানের অন্তর্গত সমরখন্দ ও বোখারা অঞ্চলে এবং পরবর্তী খ্রি.পূ. ১৫০০ থেকে ১২০০ সালে এদেরই একটি দল খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে, আর অপর দলটি ইরানে প্রবেশ করে। ইরানের দলটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের পার্শ্ববর্তী উর্বর এলাকায় এবং অপর দলটি দক্ষিণ ইরানের উপকূলবর্তী এলাকা 'ফারস' এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তখন থেকেই সমগ্র এলাকা 'ফারস' নামে অভিহিত হয়।[৮] ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইরান পারস্য নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীন ইরানে দুটি ভাষা প্রসিদ্ধ ছিল: একটি হলো আবেস্তা ভাষা, যা ইরানের ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল, এবং অন্যটি প্রাচীন ফারসি ভাষা।

শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদগারদ (৬৪৩-৬৫২) ইরানের শাসক থাকাকালে এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুসলিম বাহিনী ইরান দখল করে নেওয়ার পরে ইরানের জনগণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় দুই কারণে সাসানিদের প্রচলিত পাহলভি ভাষা আরবীয় ধারায় ধীরে ধীরে ফার্সিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। পাহলবি বর্ণমালার পরিবর্তে তখন আরবি বর্ণমালা প্রবর্তিত হয়।[৯]

সাসানিদের পতনের পর যখন ইরানে পাহলবি ভাষাকে আরবি হরফে লিখে ফারসি ভাষার বিকাশ ঘটানো হয়, তখন প্রচুর পরিমাণে আরবি শব্দ ফারসি ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়াও দীর্ঘদিন আরব, তুর্কি ও মোগল শাসকদের তত্ত্বাবধানে ফারসি ভাষা চর্চিত হবার কারণে ফারসিতে আরবি, তুর্কি ইত্যাদি ভাষার শব্দ প্রবেশ করেছে। বাংলা অঞ্চলে ফারসি রাজভাষা হওয়ার পর ধীরে ধীরে আমাদের বাংলা ভাষায় ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমে আরবি, তুর্কি ইত্যাদি ভাষার শব্দ প্রবেশ করে এবং বহুল ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে আরবি শব্দগুলো আমরা দেখতে পাই, সেগুলোর কিছু কিছু আরব বণিক, সুফি-দরবেশেরও মাধ্যমে এসেছে। তবে বেশিরভাগই এসেছে ফারসির মাধ্যমে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারত উপমহাদেশের সাথে ইরানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

> Among the many nations and people that have come into contact with India and left their mark on her life and culture, the oldest and the most consistent are the Iranias. [১০]

তৎকালীন ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ আগমনের তিনটি কারণের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি:

এক. বণিক ও সুফিদের ভূমিকা;

দুই. মুসলিম শাসকদের ভূমিকা;

তিন. সাহিত্যিকদের ভূমিকা।

এখানে কারণ তিনটি সংক্ষেপে বিবৃত হলো :

বণিক ও সুফিদের ভূমিকা : আরবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই এদেশের মানুষ আরবদের মাধ্যমে তাদের ভাষা আরবির সংস্পর্শে আসে। পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাবের পরেও এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় থাকে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রথম মুসলমান পর্যটকরা নৌপথে ভারতীয় উপকূলভাগে অবতরণ করে। 'সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে আরব মুসলমানরা প্রথম ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন।'[১১] এরপর আরব বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারতবর্ষে তাঁদের নতুন ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করে।

আরবরা কীভাবে ও কখন ভারত সাম্রাজ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে প্রবেশ করেছে, তার বিবরণ দিয়েছেন সত্যেন সেন এভাবে '...প্রথম শতকে রোম সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইউরোপের অন্ধকার যুগে এই সম্পর্কের ছেদ পড়ে গিয়েছিল।... ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব বণিকরা তাদের জায়গা দখল করে নিল। কিন্তু জায়গা দখল করে নিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকেনি। দেশ-বিদেশের ঐশ্বর্য করায়ত্ত করার জন্য দুঃসাহসী আরব বণিকরা জীবন পণ করে দুরন্ত সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। ফলে আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজে ছেয়ে গিয়েছিল। আরব বণিকরা শুধু বাইরে থেকেই এখানে বাণিজ্য করতে আসেননি। অনেক আরব বণিক এখানে বাণিজ্য করতে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।'[১২]

দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই ব্যবসাসূত্রে আরব দেশসমূহের সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ইসলাম প্রচারক সুফি দরবেশদের আগমনের পূর্বেই আরব বণিকগণ ভারতবর্ষে আসায় এদেশে কিছু আরবি শব্দ প্রবেশ করেছিল, যেগুলোর কিছু কিছু নিদর্শন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে এখনও শ্রুত হয়।

আরব বণিকরা ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যেসব স্থানে তাঁদের আগে থেকেই বাণিজ্য ছিল, সেসব স্থানে নতুন ধর্মের বার্তা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন। এসব ঘটনা তুর্কি শাসক বখতিয়ার খলজির আগমনের অন্তত ৬০০ বছর আগেই ঘটেছিল। প্রচারক হিসেবেই আরব বণিকরা এ দেশে থেকেছেন, আসা-যাওয়া করেছেন। আরবরা আসতেন বাণিজ্য মৌসুমে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এবং মৌসুম শেষে তাঁরা ফিরে যেতেন। তাঁদের সঙ্গে তুর্কি শাসক মুসলমানদের পার্থক্য ছিল এখানেই। বাণিজ্যিক লেনদেন করতে গিয়ে আরবদের সঙ্গে বাংলার মানুষের ভাষিক যোগাযোগ করতে হত। এভাবে বেশ কিছু আরবী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে।

মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের আগেই কিছুসংখ্যক সুফি-সাধক বাংলায় এসেছিলেন। তবে তাঁরা ছিলেন স্বল্পসংখ্যক। বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এদেশে ক্রমাগত মুসলমানদের আগমন ঘটে। রাজনৈতিক কারণে আসে সৈন্যরা; ধর্মপ্রচারের জন্য আসেন সৈয়দ, উলামা ও মাশায়েখদের মতো ধর্মশাস্ত্রজ্ঞগণ; শাসনকার্যে দক্ষ বেসামরিক সরকারি কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও দক্ষ কারিগর হিসেবেও প্রচুর মানুষ বাংলায় আসে। তাঁরা সবাই এসেছিলেন চাকরি অথবা উন্নত জীবিকার খোঁজে।

মুসলিম বিজয়কালে বাংলা ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ-প্রধান দেশ। বখতিয়ারের বিজয়ের সময় হিন্দু সেন বংশীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও বহু শতক ধরে বৌদ্ধরা বাংলা শাসন করেছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন সারা বাংলায় রাজত্ব করছিলেন। তাছাড়া অনার্য উপাদান সব সময়ই বাংলায় ছিল। নিজ জন্মভূমি অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম ছিল মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দু ধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। অনার্য উপাদানগুলি কোনো না কোনোভাবে অধঃপতিত বৌদ্ধদের সঙ্গে নিজেদের একীভূত করেছিল এবং এভাবে যখন সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল, তখন ইসলাম এক ত্রাতা-শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। অনেকেই এতে মুক্তি ও সাফল্যের সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিল। এটা সম্ভবত স্থানীয় জনগণকে ইসলামে ধর্মান্তরণে প্রলুব্ধ করেছিল। বাংলায় ইসলাম গ্রামীণ মানবগোষ্ঠীকে জয় করেছিল। এ অঞ্চলে বহিরাগত লোকদের আগমন মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের চেয়েও বেশি ছিল হিন্দুধর্মের কঠোর বর্ণপ্রথার কারণে ইসলামে ধর্মান্তরিত মানুষের সংখ্যা। এছাড়াও ধর্মান্তরণের কারণ হতে পারে রাজকীয় অনুগ্রহলাভ, চাকরির সুযোগ ও অর্থনৈতিক সুবিধার মতো জাগতিক বিষয় অথবা একান্তই ধর্মের প্রতি আনুগত্য। সুফি ও আলিমগণ তাঁদের আড়ম্বরহীন সহজ-সরল জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনসাধারণের কাছে আদর্শে পরিণত হয়েছিলেন।

বাংলার মুসলিম শাসকরা পুরো শাসনামল জুড়েই ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলি সুলতানগণ বা সুফিরা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করতেন, তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও তাঁরা পেতেন। শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজি, শাহ জালাল, শেখ নূর কুতুব আলমের মতো কতিপয় প্রখ্যাত সাধকের খানকাহগুলি আজও টিকে আছে। মুগল আমলের সুফিদের খানকাহগুলি এখনও বিদ্যমান। মুসলিম শাসকরা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহর ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি দান করতেন। তাঁরা উলামা এবং মাশায়েখদের মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্যও জমি দান করতেন। এসব জমি ইনাম (পুরস্কার), ওয়াজিফা (ভাতা) এবং মদদ-ই-মাশ (জীবিকা নির্বাহের জন্য সাহায্য) রূপে প্রদান করা হত। [১৩]

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের। তাঁদের সংস্পর্শে এসে প্রচুর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী, বাবা আদম শহীদ, শেখ নেয়াতুল্লাহ বাদাখশানী, শেখ আহমহ তাকী, শেখ মীর সুলতান মুহাম্মদ, শেখ মোহাম্মদ রুমী প্রমুখ সুফি দরবেশ চট্টগ্রামসহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করার মাধ্যমে বহু আরবি-ফারসি শব্দের সাথে এদেশের মানুষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন বইও রচনা করেছেন। 'সাইয়্যেদ আলী উসমান হাযভিরী (রহ) ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে আগমন করেন এবং *কাশফুল মাহজুব* নামে আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর প্রথম একটি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটিকেই উপমহাদেশের প্রথম ফার্সি গদ্যগ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়'।[১৪]

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই বণিক ও সুফিদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ফারসি ভাষার চর্চা শুরু হয়। তবে সুফিদের কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল তাঁদের ভক্ত-অনুসারীদের মাঝে খানকাহ-দরগাহের চৌহদ্দিতে। মূলত মুসলিম শাসকদের মাধ্যমেই ফারসি ভাষা বিস্তার লাভ করে।

মুসলিম শাসকদের ভূমিকা: ফারসি ভাষার উন্নয়নে ও প্রসারে সুফি-সাধকদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল মুসলিম শাসকদের। কেননা, ভারতে মুসলমানদের শাসনের ফলেই ফারসি এদেশের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রচার ও প্রসার লাভ করে। বাংলায় ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেষ হয় ইংরেজ আগমনের পরে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ বা নদীয়া আক্রমণ করে তা অধিকার করে বসেন। কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে আসতে আরও শত বৎসর লেগে যায়। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ সমস্ত বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হন। মুসলিম শাসনামল থেকে শুরু করে ইংরেজরা ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা করার আগ পর্যন্ত (১৮৩৬ খ্রি. এর আগ পর্যন্ত) প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ফারসি ছিল রাজভাষা। ফলে সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনে শাসকগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ফারসি ভাষার প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। তখন তুর্কি শাসকদের মুখের ভাষা ছিল তুর্কি, ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, আর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজকার্যের ভাষা ছিল ফারসি। 'সে কারণে ফারসির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসি শব্দ (ফারসির মাধ্যমে আরবি এবং তুর্কি শব্দ) প্রবেশ করে। সে কারণে পণ্ডিতদের প্রতীতি বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দসমূহের মধ্যে ফারসির স্থান সর্বাগ্রে।'[১৫]

মুসলিম শাসনের এই সময়ে চলছিল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। মধ্যযুগে ফারসির ব্যাপক প্রসারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মুহম্মদ এনামুল হক *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন:

> 'মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসি, মসজিদ গাত্রে ফারসি, গৃহনির্মাণ লিপিতে ফারসি, রাজস্ব বিভাগে ফারসি, শিক্ষাদীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসি দেদার চলিতে লাগিল ।বিদ্যাবত্তা, চাকরি-বাকরি এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসি হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসি লিখিতে শুরু করিলেন।'[১৬]

এ থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে এদেশের লেখাপড়া জানা মানুষ, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও তখন ফারসি চর্চা করেছে ব্যাপকভাবে, কারণ এর সঙ্গে সভ্য হওয়ার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। 'ফারসি পৃথিবীর একটি প্রধান সংস্কৃতিবাহক ভাষা এবং ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির মুখ্য বাহন ছিল এই ফারসি ভাষা '।[১৭] এই ভাষাচর্চার ফলে বাংলা ভাষায় প্রচুর ফারসি প্রবেশ করেছে।

১৮৮২ সালে হান্টার-শিক্ষা-কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে আরবি-ফারসির তৎকালীন সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে নওয়াব আবদুল লতিফ নিম্নোক্ত মন্তব্যটি করেন:

> Unless a Mohamedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mohamedan society, i,e, he will not regarded as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mohamedan community. [১৮]

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর বাংলায় মুসলিম শাসনের ধারা সূচিত হয়। বখতিয়ারের দরবারের ভাষা ছিল ফারসি। তিনি রংপুর অঞ্চলে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।বলা হয়ে থাকে, এসব মাদ্রাসা থেকেই এ অঞ্চলে আরবি-ফারসি শিক্ষার সূচনা হয়।[১৯]

মুঘল আমলে ফারসি ভাষাশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ছিল। আলিবর্দির শাহি দরবারে ফারসি ভাষায় পারদর্শী বিদ্বান ও বিখ্যাত অধ্যাপকদের ৪০০ ছাত্রের কথা জানা যায়, যাঁরা আজিমাবাদে জয়নুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করতেন।[২০]

মুসলিম শাসকরা ফারসি ভাষাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ সময় শত শত কবি ফারসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন, হাজার হাজার গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। দিল্লির সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র বগরা খানের আমন্ত্রণে উপমহাদেশের বিখ্যাত ফারসি কবি আমীর খসরু বাংলাদেশে আসেন। এ ছাড়াও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে *সুলতানুল আখবার*, *দূরবীন*সহ ৫/৬ টি ফারসি পত্রিকা কলকাতা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বিখ্যাত হাম্বলী ধর্মতত্ত্ববিদ শেখ সরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ফিকহ বিষয়ে দশ খণ্ড বিশিষ্ট ১০৮টি কবিতা সম্বলিত *নামে-এ-হক* নামের ফারসি ভাষার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যবাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে সম্রাট গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে অধিক পরিমাণে ফারসি গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটে। হুসাইন শাহি রাজবংশের আমলে আরবি ফারসির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। গৌড় ও পণ্ডুয়ায় তাঁর নির্মিত সৌধরাজির গায়ে উৎকীর্ণ আরবি ফারসি শিলালিপিসমূহ এ দুটি ভাষার ব্যাপক চর্চার প্রমাণ বহন করে। মুগল আমলে আরবি-ফারসি চর্চার ব্যাপকতা প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> মুঘল আমলেই বাংলাদেশে ফার্সী ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।প্রাক-মোঘল আমলে এ দেশে রাজকার্য নির্বাহের ভাষা ফার্সী থাকিলেও ধর্মীয় ভাষারূপে মুসলমানদের মধ্যে আরবি ভাষার চর্চা প্রধান ছিল।মুঘল আমলে শুধু রাজকার্য নহে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ফার্সী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে থাকে।'[২১]

ঊনবিংশ শতকে মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও ফারসি সাহিত্যচর্চায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন রায় ফারসি ভাষায় তাওহীদ বিষয়ে *তোহফাতুল মুওয়াহহিদীন* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন ।[২২]

সাহিত্যিকদের ভূমিকা: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। এ যুগে বাংলায় ফারসির ব্যাপক চর্চা ও এই ভাষাকে অত্যন্ত আদৃত হতে দেখা যায়। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়ের বাংলা সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্তপদাবলি, বৈষ্ণব সন্তজীবনী, *রামায়ণ, মহাভারত* ও *ভাগবত-এর* বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি পীরসাহিত্য এবং ইসলামি ধর্মসাহিত্য ছিল এই কালের সাহিত্যের মূল বিষয়।

মুসলমান কবিরা স্বরচিত ফারসি কবিতা এবং বিখ্যাত ইরানি কবিদের কবিতা পড়তেন এবং দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হতো। এ বিষয়ে মুহম্মদ এনামুল হক বলেন: 'মুঘল আমলের প্রায় অধিকাংশ বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া মুসলিম বাংলা সাহিত্য ফারসি ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠে'।[২৩]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে অনেক আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।[২৪]
মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো, যেগুলোর নামেই আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। যেমন :

কবির নাম	কাব্যের নাম
সৈয়দ সুলতান	*ওফাত-ই-রসুল, নবীবংশ*
শেখ পরান	*নূরনামা, নসিহতনামা,*
মোহাম্মদ খান	*মুকতুল হোসেন*
আবদুল হাকিম	*নূরনামা*
শাহ মুহম্মদ সগীর	*ইউসুফ-জোলেখা*

মধ্যযুগের দু'জন বিখ্যাত কবি আলাওল এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। মহাকবি আলাওল ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রধান কবি। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

সম্রাট আকবরের আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখন রাজভাষা ছিল ফারসি।তারপর প্রায় সাড়ে সাতশ বছর ফারসির প্রভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারই শুধু সমৃদ্ধ হয়নি, বাংলা ব্যাকরণেও ফারসির বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান, যেমন- উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদি এসেছে। 'মধ্যযুগের পাঁচশ বৎসরের তুর্কি-মোঘল শাসনামলে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের হার দাঁড়ায় ১৫-২০'।[২৫]

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশ বছর পর্যন্ত এদেশে ফারসিচর্চা অব্যাহত থাকলেও ১৮৩৭ সালে বিশেষ ফরমান বলে ভারতের অফিস-আদালতে ফারসি ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার ফলে ফারসিচর্চা ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসে এবং ইংরেজিচর্চা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে ।

বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ

বাংলা ভাষা তার জন্মের পর থেকে নানা ভাষার সাথে সহাবস্থান করে টিকে থেকেছে। এক সময় এটি ফারসি ও ইংরেজি রাজভাষার অধীনেও থেকেছে। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি বাংলা ভাষা অন্য অনেক ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে নিজের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর বাংলা শাসিত হয়েছে তুর্কি-মুঘলদের ফারসি দ্বারা। এরপর শাসিত হয়েছে প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ আমলে ইংরেজি দ্বারা। ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বাংলাও দুটি শাসক ভাষা দ্বারা শাসিত হবার কালে নিজের শব্দভাণ্ডারে গ্রহণ করেছে অজস্র বিদেশী শব্দ।

মধ্যযুগে এদেশের রাজভাষা ও দাপ্তরিক ভাষা উভয়ই ছিল ফারসি। আঠারো শতকে বাণিজ্য করতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় (কলকাতায়) আসে এবং বণিক বেশ ছেড়ে এক পর্যায়ে শাসকের পদে আসীন হয়। বাংলায় ইংরেজ শাসনের মেয়াদ যত বাড়তে থাকে, বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার প্রভাব ততই বাড়তে থাকে। শুধু পরিবর্তিত বা কাছাকাছি উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ নয়, ইংরেজি শব্দাংশ এমনকি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের গদ্যেও ইংরেজি বাক্যের প্রভাব পড়তে দেখা যায়। ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশে গদ্যের সূচনা, শিক্ষার প্রসার এবং নানা ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার হয়েছিল। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাতে ইংরেজির অবদান অনস্বীকার্য। এসব নানা কারণে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ ঢুকতে থাকে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে শুরু হলেও ভাষায় ইংরেজির প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে ও ব্যাকরণের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। নব্যযুগের ইংরেজি প্রভাব এবং ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব বাংলা ভাষায় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে ইংরেজি ভাষা ফারসি ভাষার পরিবর্তে দাপ্তরিক ভাষার স্থান অধিকার করে। তখন বাংলা ভাষার ওপর থেকে মুসলিম প্রভাবের অবসান ঘটে এবং ইংরেজির ব্যাপক প্রভাব পড়তে শুরু করে। এই প্রভাব শুধু শব্দের ক্ষেত্রেই নয়, বরং ব্যাকরণের ওপরও, বিশেষ করে বাক্যগঠনের ওপরও বেশি প্রভাব ফেলে।

তৎকালীন ভারতবর্ষে ইংরেজি ছিল এমন একটি বিদেশী ভাষা, যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। '১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৩৩ কোটি ৮০ লাখ ভারতবাসীর মধ্যে ২ কোটি ৮০ লাখ বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল, যাদের মধ্যে ৩৫ লাখ ইংরেজির সাথে পরিচিত ছিল'।[২৬]

ইংরেজি ছিল উচ্চশিক্ষার মাধ্যম। শাসক ইংরেজরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির প্রতিষ্ঠা করেছিল।উপনিবেশের উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে এম মনিরুজ্জামান বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড)- এর *'বাংলা ও ইংরেজি'* প্রবন্ধে বলেছেন:

> 'উপনিবেশের উচ্চশিক্ষার ভাষা কী হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ করার দায়িত্ব পেয়ে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁর 'মিনিট্‌সে' (বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিংকের অনুমোদন : ৭ মার্চ, ১৮৩৫) ভারতীয় ভাষাগুলির দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজির সুপারিশ করেন এই লক্ষ্য নিয়ে যে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতে এমন একটি শ্রেণি তৈরী হবে যারা শাসকগোষ্ঠী ও কয়েক কোটি ভারতীয়ের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে, এবং এই শ্রেণী হবে `Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.'[২৭]

এই সুপারিশ গৃহীত হওয়ার পর প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বাহন হিসেবে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে বাংলা ও ইংরেজির (লিখিত ও মুদ্রিত অর্থাৎ পাঠ্য) সর্বব্যাপী দ্বিভাষিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফলে ইংরেজি নানাভাবে বাংলার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিকতা ঠিক সমান সমান দুটি ভাষার দ্বিভাষিকতা নয়, বরং একটি আধিপত্যশালী (dominant) ভাষা ইংরেজি এবং একটি অধীন (dominated) ভাষা বাংলা- এ দুইয়ের দ্বিভাষিকতা। ফলে বাংলার ওপর ইংরেজির আধিপত্যচিহ্ন যত বেশি, ইংরেজির ওপর বাংলার আধিপত্যের, বা আরও যথাযথভাবে বললে, ইংরেজিতে বাংলার স্পর্শের চিহ্ন সে তুলনায় প্রায় নেই বললেই চলে ।[২৮]

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের বাংলা শিখিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে পাকাপোক্ত করা। এরপর '১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে বাঙালিদের ইংরেজি শেখাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফাদার জেমস লং এর এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ছয় হাজার বাঙালি ইংরেজি শেখেন। বাঙালি যে ইংরেজি-জ্ঞান অর্জন করেছিল শ্রীরামপুর মিশনারির দেয়া সনদপত্রই তার সাক্ষী। সে সময়ে বাঙালি শিক্ষার্থীদের সনদে লেখা হতো 'ক' জানে আড়াইশ, 'খ' জানে তিনশো পাঁচটি ইংরেজি শব্দ। এভাবেই উনিশ শতকে বাঙালির ভাষায় ইংরেজির অনুপ্রবেশ'।[২৯]

বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দপ্রবেশের কারণ নিচে আলোচনা করা হলো:

যখনই সমাজে কোন নতুন বস্তু বা ধারণা বা রীতি-নীতি উপস্থিত হয়, তখন তা আস্তে আস্তে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ঐ আবিষ্কারক জাতির সংস্পর্শে অন্য কোনো জাতি এলে সে জাতি নতুন আবিষ্কৃত বস্তু বা ধারণা বা রীতি-নীতির দ্যোতক শব্দটিকে নিজের ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান দেয়। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান পাওয়া আরবি-ফারসি শব্দগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এর অধিকাংশই নতুন ধারণার বাহক। যেমন আদমশুমারি, আমির, কবর, আলখাল্লা, দোয়া, হুজুর ইত্যাদি। এই একই কারণে ব্রিটিশ আমলে প্রচুর নতুন বস্তু বা ভাবের নামবাচক ইংরেজি শব্দ বাংলায় এসেছে। যেমন- চেয়ার, টেবিল, গ্লাস, স্টেশন, টেলিফোন ইত্যাদি। নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য বাংলা ভাষা ইংরেজি থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে। যেমন– রেল, টিকিট, মটর, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ এসেছে। ইংরেজি শেখায় বাঙালির আগ্রহের পেছনে ছিল আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য। ইংরেজি জানা থাকলে সরকারি চাকরি যেমন- ইংরেজ সাহেবদের মুন্সি, কেরানি এবং দোভাষীর পদ পাওয়া যেত। শুধু আর্থিক দিকই নয়, সামাজিকভাবে মর্যাদা পাওয়ার জন্যেও লোকে ইংরেজি শিখত। 'যারা লম্বা লম্বা সমাসবদ্ধ ইংরেজি শব্দ মুখে চটপট আউড়ে দিতে পারতেন তাদের সম্মান ছিল প্রচুর। তাঁরা মাথায় সাদা মখমলের পাগড়ি পড়তেন এবং কবি বা যাত্রার আসরে তাঁদের জন্য সামনের সারিতে চেয়ার বাঁধা থাকত ।'[৩০]

আমাদের ভাষার শব্দভাণ্ডারে ইংরেজি শব্দের প্রাধান্য ও ইংরেজির প্রভাব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আমার লেখা আজিও বাঙ্গালা হইল না– প্রায়ই দেখি আমি বাঙ্গালায় ইংরেজির তর্জমা করিয়া চলিয়াছি' ।[৩১]

বাংলা ভাষার ওপর ইংরেজি ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: 'বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব এখন বাংলায় বিশেষ প্রবল– বিস্তর ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং আরও হইবে; জীবন-যাত্রার ও চিন্তা-জগতের সমস্ত দিক-সংক্রান্ত শব্দ এখন ভারতীয় জীবনে, প্রবর্ধমান ইউরোপীয় প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালা তথা অন্য ভারতীয় ভাষাতে আসিতেছে' ।[৩২]

ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। রাজভাষারূপে এবং আভিজাত্যের বাহক হিসেবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের ওপর ইংরেজি অপরিসীম প্রভাব ফেলেছে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এটি এখনও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে ।

ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষার শব্দ

ভারতবর্ষে মূলত পাঁচটি ইউরোপীয় দেশের বণিকদের বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন ঘটেছিল। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ (ডাচ), ইংরেজ, দিনেমার (ড্যানিশ) এবং ফরাশি। ১৭শ শতকে বঙ্গদেশে বিদেশীদের আগমন বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্তুগিজ ছাড়াও ওলন্দাজ ও ফরাশি শব্দের প্রভাবও পড়তে থাকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*- এর মোট শব্দের পরিসংখ্যান নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখেছিলেন তাতে তদ্ভব পাঁচ হাজার একশ পঁয়তাল্লিশটি, তৎসম চার হাজার চারশত টি, ফারসি-আরবি তিন হাজার তিনশটি আর ইংরেজি–পর্তুগিজ ইত্যাদি একশ পঁচিশটি।[৩৩]

বাংলা শব্দভাণ্ডারে পর্তুগিজ ও ইংরেজি শব্দ আসার প্রেক্ষাপট আগেই আলোচিত হয়েছে। এখানে ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাশি বণিকদের নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

পর্তুগিজ বণিকঃ পর্তুগিজরা জলপথে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলায় আসে। ঐতিহাসিকদের মতে, জ্যাক-কোলহো প্রথম পর্তুগিজ নাগরিক হিসেবে ১৫১৬-১৭ সালে বাংলায় (চট্টগ্রাম) আসেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দেন জোয়াও ডি সিলভেইরা। চট্টগ্রামের শাসকের সাথে সংঘর্ষের পর তাঁরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। পর্তুগিজরা কারনাও পেরেস দ্য আন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলায় প্রথম অভিযান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের আসা থেমে যায়নি। এরপর থেকে প্রতি বছরই পর্তুগিজ জাহাজ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসতে শুরু করে। সম্ভবত, দক্ষিণ-পশ্চিমের পর্তুগিজ রাজ্য থেকে কয়েকজন রাজ-কর্মচারী প্রথম দিকে পর্তুগাল থেকে বাংলায় পৌঁছেছিল।

১৫২৮ সালে মার্টিন আলফানসো দ্য মেলোর নেতৃত্বে বাংলায় দ্বিতীয় এবং ১৫৩৪ সালে তৃতীয় পর্তুগিজ অভিযানও ব্যর্থ হয়। তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, যখন বাংলার তৎকালীন শাসক মাহমুদ শাহ, শের শাহের বিরুদ্ধে পর্তুগিজদের সহযোগিতা পেয়ে খুশি হন। এর বিনিময়ে পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়, চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য শুল্ক বিভাগের প্রধান করা হয় একজন পর্তুগিজকে।

প্রথমদিকে পর্তুগিজ বণিকেরা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মালপত্র নিয়ে এসে শীতকালের ৫-৬ মাস এদেশে বাণিজ্য করে ফিরে যেত। পরে তারা ধীরে ধীরে এখানেই স্থায়ী হয়। ১৫৭৯ সালে সম্রাট আকবরের এক ফরমানবলে পর্তুগিজ বণিকেরা পুরো ভারতে নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অনুমতি পায়।[৩৪] ১৬২৩ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদের অবাধ বাণিজ্য অধিকারকে পুনর্নবীকরণ করেন।[৩৫]

পশ্চিম ভারতে পর্তুগিজদের মসলার বাণিজ্য ধীরে ধীরে উপনিবেশ স্থাপনের পথে এগুচ্ছিল। বাংলায় যে পর্তুগিজরা এসেছিল, তাদের দু'একটা ছোটখাট চেষ্টার বাইরে উপনিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ সফলতা পায়নি। এদের একটা বড় অংশই ছিল গোয়া থেকে পলাতক অপরাধী, সৈন্যবাহিনী ছেড়ে আসা অথবা দুর্বৃত্ত। এরা জলদস্যুতা বা দাস ব্যবসায় বেশি আগ্রহী ছিল।[৩৬]

অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের আগেই এদেশে আসার ফলে ভারতীয় বাজার দখল করার যে সুবর্ণসুযোগ তাদের সামনে ছিল, তা তারা কাজে লাগায়নি। মোগল সাম্রাজ্যের কালে তারা মোগল আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। ফলে ১৬৩২ সালে মোগলবাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে পর্তুগিজরা তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলি ছাড়তে বাধ্য হয়। তাদের পতন ব্রিটিশ, ফরাশি, ডাচ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক সম্প্রাদায়ের সামনে বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। পরবর্তীকালে দেখা যায়, উড়িষ্যার উপকূলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পিপলিতে ব্রিটিশদের যে বসতি গড়ে উঠেছিল, তা তৈরি হয়েছিল একটি পর্তুগিজ কারখানার ধ্বংসাবশেষের ওপর।[৩৭]

পর্তুগিজদের এ অঞ্চলে আসার কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল। বাংলার উন্নত বস্ত্রসম্ভারকে বিশ্বের দরবারে এরাই প্রথম পরিচিত করেছিল। হুগলি শহরের পত্তনও তাদের হাতেই হয়েছিল।প্রাচীন বন্দর চট্টগ্রাম এদের কারণেই নতুন করে গুরুত্ব লাভ করেছিল। চট্টগ্রামকে তারা বলত, 'পোর্তো গ্রাদে' অর্থাৎ 'মহান বন্দর'। একটা সময় প্রায় ৫,০০০ পর্তুগিজ নাগরিক হুগলিতে বাস করত।[৩৮] ১৭৫০ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে পাঁচশ থেকে ছয়শ পর্তুগিজ সৈন্য ছিল।

পর্তুগিজরা যখন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির শীর্ষে এবং ভারত ভূখণ্ডের চারপাশের জলপথে যখন তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, সে সময় পর্তুগিজ ভাষাই ছিল সব ইউরোপীয় বাণিজ্য ঘাঁটির ভাষা। রবার্ট ক্লাইভ পর্তুগিজ ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন বলে জানা যায়। পর্তুগিজ ভাষা বাণিজ্যিক খাতে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা ছিল প্রতিটি গ্যারিসনে একজন উপদেষ্টা থাকবেন এবং তাকে বাহিনীতে যোগ দেওয়ার এক বছরের মধ্যে পর্তুগিজ ভাষা শিখে নিতে হবে।

এছাড়াও প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অন্য মিশনারিরা গির্জায় পর্তুগিজ ভাষা ব্যবহার করতেন। ১৮১১ সাল পর্যন্ত কলকাতাতেও এ ব্যবস্থা চালু ছিল।[৩৯] এত বহুল ব্যবহৃত একটি ভাষা থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে বেশ কিছু শব্দ যে প্রবেশ করবে, এ কথা সহজেই অনুমেয় ।

পর্তুগিজরা এদেশের মানুষের সাথে নির্দ্বিধায় মেলামেশা করেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্র বিয়ের ফলে একটা নতুন সম্প্রাদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, যাদের 'ইউরেশিয়ান', 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান' বলা হয়ে থাকে। এমনই দুজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং লোক কবি ও গায়ক অ্যান্টনি কবিয়াল। কলকাতার বস্তি অঞ্চলে এঁরা পরিচিত 'কিনতালি' নামে, পূর্ব বাংলায় পরিচিত 'ফিরিঙ্গি' হিসেবে। একদল বর্ণশংকর পর্তুগিজ মুন্সিগঞ্জের কাছে বাস করত যা 'ফিরিঙ্গিবাজার' বলে পরিচিত। পরে এরা রায়পুরা ও রূপগঞ্জেও বসতি স্থাপন করে ও নানা স্থানে গির্জাও তৈরি করে ।[৪০]

অন্যান্য ইউরোপীয়দের তুলনায় পর্তুগিজরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেছিল, যার ফল বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে পাওয়া যায়। 'আলকাতরা', 'আলপিন', 'আনারস', 'আলমারি', 'আতা', 'পেঁপে' বাংলায় এমনভাবে মিশে গেছে যে এগুলোকে এখন আর আলাদা করে বিদেশী ভাষার শব্দ বলে মনে হয় না। সেকালে বাংলা খুব বেশি প্রভাবিত হচ্ছিল রাজভাষা ফারসি দ্বারা। তাই তুলনামূলক কমসংখ্যক শব্দ বাংলা গ্রহণ করেছিল পর্তুগিজ থেকে। গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন 'অনেকটা এ কারণেই পর্তুগিজ প্রভাব বাঙালি জীবনে প্রবেশ করেনি- ১৫০ শব্দ ছাড়া।'[৪১] Delgado- Portuguese Vocables in Asiatic Languages-এ একশ বাষট্টিটি শব্দের কথা বলা হয়েছে ।'[৪২]

ওলন্দাজ বণিক: পর্তুগিজরা উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আবিষ্কার এবং ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সরাসরি সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে ষোল শতকে এশিয়া থেকে ইউরোপে ব্যাপকহারে ও সরাসরি মশলা-বাণিজ্যের নতুন ধারার সূচনা করে। ইউরোপের বিশাল বাজার প্রতিষ্ঠা এবং মশলার বাণিজ্যে প্রভূত মুনাফায় আকৃষ্ট হয়ে এশিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সতের শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ ও ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি গঠিত হয়। ইংরেজ কোম্পানি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এবং ওলন্দাজ কোম্পানি ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়। ওলন্দাজ বা ডাচরা 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাণিজ্যির উদ্দেশ্যে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে এই উপমহাদেশে আসে। সতের শতকের মধ্যভাগ নাগাদ ওলন্দাজ ও ইংরেজরা বাণিজ্য ক্ষেত্রে পর্তুগিজদের নিষ্প্রভ করে দেয়। হুগলিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের পর মোটামুটি সতের শতকের মাঝামাঝি থেকে ওলন্দাজ ও ইংরেজরা বাংলায় তাদের বাণিজ্য শুরু করে।

ওলন্দাজরা ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসে এবং পিপলিতে বসতি স্থাপন করে। রপ্তানি পণ্যের ওপর ৩% হারে বাণিজ্য শুল্ক প্রদানের শর্তে তারা মুঘল সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা হুগলি ছেড়ে চলে গেলে ওলন্দাজরা ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার আজম খানের কাছ থেকে হুগলিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য একটি নতুন পরওয়ানা লাভ করে। অবশ্য কোম্পানি হুগলিতে বাণিজ্য কুঠিটি স্থাপন করেছিল ১৬৪৫ থেকে ১৬৪৭- এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। ওয়েস্টজানেন নামের ওলন্দাজ জাহাজটিই প্রথম সেখানে পৌঁছে।

বাংলায় কোম্পানিগুলি বেশ কিছু সুবিধা পেয়েছিল। বাংলা ছিল সস্তা ও মোটা সুতি বস্ত্রের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী অঞ্চল। এগুলি ছিল বাজারে লভ্য সুতি বস্ত্রের চেয়ে অনেক সস্তা ও ভাল মানসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক কম দাম ও উন্নত মানের জন্য ইতালীয় ও পারস্যদেশীয় রেশমের পরিবর্তে বাংলার রেশমের ছিল ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এ কারণে বাংলার রেশম ছিল কোম্পানিগুলির কাছে অত্যন্ত লোভনীয় ও লাভজনক পণ্য। তাছাড়া, কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের তৃতীয় লাভজনক পণ্য ছিল সোরা, ইউরোপে যার প্রচুর চাহিদা ছিল। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের একটি ফরমান বাংলার মধ্য দিয়ে পিপলি-আগ্রা পথে চলাচলকারী পণ্যাদির ওপর ট্রানজিট শুল্ক থেকে ওলন্দাজদের অব্যাহতি দেয়।

বাংলার প্রথম ওলন্দাজ পরিচালক ছিলেন পিটার স্টারথেমিন্স। তিনি হুগলি কুঠি চুঁচুড়ায় স্থানান্তর করেন। সতের শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে ওলন্দাজরা ঢাকায় একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থলে তাদের ঢাকা বাণিজ্যকুঠি অবস্থিত ছিল এবং তেজগাঁয়ে তাদের একটি বাগানবাড়ি ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে ইংরেজদের জয়লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজ কোম্পানি ও এর কর্মচারীরা বাংলার প্রশাসন ও অর্থনীতির ওপর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বদৌলতে বাংলার বাণিজ্য থেকে অপরাপর সকল ইউরোপীয় ও এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাত করে নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে।[৪৩]

বাণিজ্যসূত্রে এদেশে আসা ওলন্দাজদের কাছ থেকে আমরা তাস খেলার কয়েকটি শব্দ- হরতন, ইস্কাবন, ইস্কুরুপ ইত্যাদি এবং অল্প কিছু অন্য শব্দ যেমন: বোম (ঘোড়ার গাড়ির) ও পিস্‌পাস্‌ (ভাত-মাংস একত্রে রান্না করা খাদ্য) ইত্যাদি গ্রহণ করেছি। আরবি-ফারসি থেকে আইন-আদালত, প্রশাসন ও ইসলাম ধর্মসম্বন্ধীয় বহু শব্দ যেমন বাংলায় এসেছে, তেমনটা ওলন্দাজের ক্ষেত্রে ঘটেনি । কেননা, ওলন্দাজরা কখনোই শাসকের আসনে বসেনি, ওলন্দাজ ভাষা তাই কখনোই বাংলার দাপ্তরিক ভাষা ছিল না । ওলন্দাজদের সাথে আমাদের ধর্মীয় কোনো সম্পর্কও ছিল না । তাই ওলন্দাজ ভাষার সাথে বাণিজ্যিক সূত্রে যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোনো যোগাযোগ ঘটত না

বললে অত্যুক্তি হয় না । ওলন্দাজ শেখার আগ্রহ বা প্রয়োজন কোনোটাই বাঙালির হয়নি । এসব কারণে বাংলায় ওলন্দাজ শব্দের প্রবেশ ঘটেছে খুবই কম ।

ফরাশি বণিক: ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সব শেষে ভারতে আসে ফরাশিরা। কোলবার্টের আগ্রহে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। তারা ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে এবং ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মসুলিপত্তমে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরি তাদের দখলে আসে। ১৬৯০-৯২ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান তাদের চন্দননগরে কুঠি নির্মাণে অনুমতি দেন। নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফরাশিরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। পরবর্তীকালে তারা কাশিমবাজার বালাসোরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় ইংরেজ, ফরাশি ও ওলন্দাজ বণিকেরা সক্রিয় ছিল। বাংলাতে ব্যবসায়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ভারতের মধ্যে বাংলাই ছিল তখন সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। মসলিনসহ অন্যান্য সম্পদেও বাংলা সমৃদ্ধ ছিল। তাই বাংলার ব্যবসায়ে প্রতিটি বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থা আগ্রহী ছিল। বাংলার নবাবরাও তাদের বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন, কারণ এর ফলে বাংলায় প্রচুর অর্থাগম হতো। বাংলার আর্থিক প্রগতির কথা চিন্তা করেই তাঁরা বিদেশী বণিকদের কার্যকলাপে উৎসাহ দিতেন।[৪৪]
অর্থাগমের পাশাপাশি ফরাশি ভাষার কিছু শব্দেরও আগমন ঘটেছে। যেমন: কার্তুজ, কুপন, ডিপো ইত্যাদি ।
ওলন্দাজের মতোই ফরাশি শব্দের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কারণ প্রযোজ্য । ফরাশিরা না আমাদের শাসক ছিল, না তাদের সাথে আমাদের কোনো ধর্মীয় সম্পর্ক ছিল । একমাত্র বাণিজ্যিক প্রয়োজনে তাদের সাথে বাঙালির সীমিত যোগাযোগ ঘটত । বাণিজ্যিক ঐ প্রয়োজনটুকু বাদ দিলে বাঙালির ফরাশি শেখার বা বলার দরকার হতো না । পর্তুগিজরা যেমন তাদের সাথে অনেক নতুন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্যবস্তু বা ফল নিয়ে এসেছিল[৪৫], ওলন্দাজদের মাধ্যমে যেমন আমরা তাসের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম[৪৬], তেমন কোনো নতুন খাদ্য, বস্তু বা খেলা ফরাশিদের কাছ থেকে আমরা পাইনি । এ কারণে বাংলা ভাষায় ফরাশি শব্দ প্রবেশ করেছে নিতান্তই কম ।

উর্দু ও হিন্দি শব্দ : হিন্দি ও উর্দু খাড়িবোলি ভাষার দুটি রূপ। খাড়িবোলি ভাষার ফারসি-প্রভাবিত রূপ উর্দু বলে পরিচিত। দিল্লি সালতানাত (১২০৬-১৫২৬) ও মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৮৫৮) কালে উর্দু গড়ে ওঠে। উৎপত্তিগতভাবে এক হলেও উর্দু ভাষা আরবি ও ফারসি থেকে এবং হিন্দি ভাষা সংস্কৃত থেকে শব্দ গ্রহণের কারণে পৃথক রূপ ধারণ করে। দেবনাগরী লিপিতে লেখা সাহিত্যিক বা লেখ্য হিন্দি ভাষায় সংস্কৃতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে হিন্দি ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৪ হাজারজনের মাতৃভাষা (১৯৮১ খ্রি.)। উর্দু মোট ৩ কোটি

৪৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৩৫ জনের মাতৃভাষা।[৪৭] তৎকালীন বহুভাষিক রাষ্ট্র ভারতে এই দুটি ভাষার জন্ম ও ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা বাংলা শব্দভাণ্ডারে এদের প্রবেশের কারণ বুঝতে সহায়ক হবে। এখানে উর্দু ও হিন্দি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

উর্দু: 'উর্দু' শব্দটির অর্থ 'ফৌজের ছাউনি; এটি একটি তুর্কি শব্দ। 'বিদেশী ফৌজ ও দেশী লোকের কাজ কারবারে এ ভাষাই দিল্লি-পাঞ্জাবে গড়ে উঠেছিল। উত্তর ভারত থেকে মুসলমানরা দক্ষিণে নিয়ে গিয়েছিলেন এ ভাষা ।'[৪৮] গোপাল হালদার তাঁর *ভারতের ভাষা* গ্রন্থে উর্দু ভাষা সম্পর্কে বলেছেন-

> উর্দু ভারতের ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৩৫ জন নর নারীর মাতৃভাষা (১৯৮১)। উর্দু শব্দটির অর্থ 'ফৌজের ছাউনি', এটি তুর্কি ভাষা থেকে পাওয়া। বাংলাদেশের শহরেও উর্দু বাজার আছে। ইংরেজি horde কথাটা এই শব্দেরই এক রূপ, বিদেশী ফৌজ ও দেশী লোকের কাজ কারবারে এই ভাষাই দিল্লী-পাঞ্জাবে গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যে তা আসে ক্রমে। উত্তর ভারত থেকে মুসলমানেরা দক্ষিণে নিয়ে গিয়েছিলেন এ ভাষা। রাজকার্য ফারসিতে চললেও এ ভাষায় তারা দক্ষিণে কাব্য রচনা, গদ্য রচনা শুরু করেন ১৫শ শতাব্দী থেকে। তাতেই উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তি।
>
> আফগানিস্তান থেকে আসা তুর্কি ও ইরানিরা যখন খ্রিষ্টীয় ১১-১৩'র শতকে উত্তর ভারত জয় করে তখন তৎকালীন দেবভাষা (ধর্মের ভাষা) এবং উচ্চ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃত ছাড়া বর্তমান পাঞ্জাব, পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশ এবং গুজরাটে জনসাধারণের মুখের বুলি 'অপভ্রংশ'-এর ওপর গঠিত একটি সাহিত্যিক ভাষা প্রায় সমগ্র আর্যভাষী উত্তর ভারতে ব্যবহৃত হতো যা 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' বা 'অপভ্রংশ' নামে পরিচিত ছিল। এর বিস্তৃতি ছিল মহারাষ্ট্র, সিন্ধু প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে বিহার ও বাংলা (তৎকালীন বাংলাভাষী অঞ্চল) এবং নেপাল পর্যন্ত। তুর্কি আক্রমণের সময়ে এই অপভ্রংশ অনেকটা পুরানো হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান বিজিত প্রথম ভারতীয় প্রদেশ ছিল সিন্ধু প্রদেশ। এরপর তারা ঘাঁটি স্থাপন করে পাঞ্জাবে।তুর্কিরা দিল্লি জয় করার পরে পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মানুষেরই দিল্লিতে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা ঘটে। দিল্লি জয়ের পর মুসলমান তুর্কি শাসকগণ ও সৈন্যরা এবং অন্যান্য তুর্কি প্রধানগণ যখন নিজেদের মধ্যে তুর্কি কিংবা ফারসি ব্যবহার না করে, ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করতেন তখন তারা এই দিল্লির ভাষাই বলতেন ।[৪৯]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন:

> দিল্লীর বুলি 'পা-ই-তখ্‌ৎ' অর্থাৎ রাজধানীর বুলি; ইহা আবার তুর্কীদের অনুগামী পাঞ্জাবী হিন্দু ও মুসলমানদের বুলির খুব কাছাকাছি যায়; গোড়া থেকেই ইহাতে পাঞ্জাবীর প্রভাবও কিছুটা পড়িতেছিল। রাজধানীর ভাষা বলিয়া, রাজ-দরবারের ভারতীয় ভাষা বলিয়া, ধীরে-ধীরে এই ভাষার একটা প্রতিষ্ঠা দাঁড়াইয়া গেল। অতি সহজে, ধীরে-ধীরে দুইটী-পাঁচটী করিয়া তুর্কী ও ইরানীদের ব্যবহৃত ফারসী শব্দও ইহাতে প্রবেশ করিতে লাগিল; কিন্তু প্রথমটায় জোর করিয়া হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দ তাড়াইয়া ফারসী শব্দ ইহাতে ঢুকাইবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। পরবর্তীকালে, দিল্লীর রাজ-দরবার ও মুসলমান অভিজাতগণের সহিত সংযোগের বলে, এই ভাষার একটী সাধু বা পদস্থ ভাষার মর্যাদা দাঁড়াইয়া গেল- মুসলমান রাজশক্তির ব্যবহৃত এবং রাজশক্তির সহিত সম্পৃক্ত হিন্দুদের ব্যবহৃত, সাহিত্যের ভাষা না হউক, মুখ্য বা প্রতিষ্ঠাপন্ন কথোপকথনের ভাষা হিসাবে পরে এই কারণেই ইহার এক নবীন অভিধা হইল, খড়ী-বোলী অর্থাৎ 'যে ভাষা খাড়া বা দাঁড়াইয়া আছে।[৫০]

এই খাড়িবোলি ১৪ ও ১৫ শতক থেকে ধীরে ধীরে প্রথমে পাঞ্জাবে পরে সংযুক্ত প্রদেশে মুখের ভাষা থেকে সাহিত্যের ভাষায় প্রবেশ করতে থাকে। ১৭ ও ১৮ শতকে দিল্লির শুদ্ধ খাড়িবোলির সাহিত্যিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়। আর্য্যাবর্তের পাঞ্জাব ও মধ্যদেশ অর্থাৎ পশ্চিম-সংযুক্ত প্রদেশ থেকে ঐ অঞ্চলের লোকভাষা নিয়ে মুসলমান আক্রমণকারীর দল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে দাক্ষিণাত্যে উপনীত হতে থাকে। উত্তর ভারত থেকে তারা যে সমস্ত পাঞ্জাবি ও পশ্চিমা হিন্দি বুলি বা ভাষা নিয়ে যায়, সেগুলি দাক্ষিণাত্যে দক্‌নি অর্থাৎ 'দক্ষিণী' নামপ্রাপ্ত হয়। স্থানীয় হিন্দুদের কাছে এগুলো 'মুসলমানি' নামের আখ্যা পায়, কারণ প্রধানত দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের মধ্যেই এ ভাষার প্রচলন ছিল। দাক্ষিণাত্যে উত্তর ভারত থেকে আগত দক্‌নিভাষী একদল মুসলমানের সাহিত্যিক জীবন তাদের এই ঘরোয়া ভাষায় গড়ে ওঠে। অপরদিকে পাঞ্জাবে মুলতানের সুফি সাধু বাবা ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-শকর (১১৭৩-১২৬৬) পাঞ্জাবে প্রচলিত অপভ্রংশ-মিশ্র সাহিত্যিক ভাষায় পদ রচনা করেন।অন্যদিকে পূর্ব ভারতে আরেকজন সুফি সাধক মালিক মুহম্মদ জায়সী কোসলী ভাষায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ *পদুমাবতী* (১৫৪৫) রচনা করেন। দক্ষিণ ভারতের বীজাপুর ও গোলকণ্ডায় কিছু মুসলমান সুফির পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁদের মধ্যে বীজাপুরের শাহ্ মীরনজী ছিলেন সবচেয়ে পুরাতন।[৫১]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য-

> 'উত্তর-ভারতের হিন্দুদের প্রতিবেশ-প্রভাব গোড়া হইতেই দাক্ষিণাত্যের এই সকল মুসলমান ভাষা-কবির উপরে তেমন পড়িতে পারে নাই, সেইজন্য একটু স্বাধীনভাবে, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণায়মান প্রাচীন ভাষা-কাব্যের ধারা লইয়া, ইহাদের হাতে কাব্য-রচনার কার্য্য চলিতে থাকে; এবং উত্তর-ভারতের নাগরী ও শারদা লিপি বর্জন করিয়া ফারসী হরফে লিখিত হওয়ার কারণে দক্‌নী ভাষায় ফারসীর প্রভাব একটু বেশী করিয়া পড়িতে থাকে।' [৫২]

প্রথম দিকে দক্‌নী কবিদের ভাষা হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দবহুল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এতে ফারসি শব্দের আধিক্য ঘটতে থাকে। শুধু তাই নয়, হিন্দি বা ভারতীয় ছন্দের বদলে দক্‌নি ক্রমেই ফারসি ছন্দের অনুকরণ আরম্ভ করে। সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে এটি অনেকটা ফারসি অর্থাৎ মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এ অবস্থায় দক্‌নির সাথে উত্তর ভারতের মুঘল রাজদরবারের কথ্য ভাষা দিল্লি খাড়িবোলির সাথে সংস্পর্শ ঘটায় দক্‌নির ওপর মুসলমানি প্রভাব পড়ে। এর ফলে দিল্লি ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দক্‌নির ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

'তুর্কি ও ইরানি বিজেতারা সাধারণভাবে ভারতীয় ভাষাকে 'হিন্দী' বা 'হিন্দ্বী' অর্থাৎ 'হিন্দুদের ভাষা' কিংবা 'হিন্দী' অর্থাৎ 'ভারতের ভাষা' বলত।'[৫৩] সতেরো শতকে সম্রাট আকবর দক্ষিণ ভারতে এসে গুজরাট, মালব, খান্দেশ, আহমেদনগর, বেরার ও গণ্ডোয়ানা দখল করেন। দিল্লি-আগ্রায় হিন্দি এবং দক্ষিণে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ভগ্নিস্থানীয় ভাষা 'দক্‌নি', যারা একই ভাষার সামান্য পৃথক দু'টি রূপ, কাছাকাছি এল। এই দুই ভাষার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়েই উর্দু ও হিন্দি ভাষার জন্ম হয় ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উর্দু ও হিন্দি ভাষার জন্ম সম্পর্কে বলেছেন-

> "তখন দক্ষিণের লোকেদের পরিচিত 'মুসলমানী' বা 'দকনী'র সহিত পার্থক্য করিবার জন্য, সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেই নবাগত মোগল বাদশাহের আবির্ভাবে ফৌজের এই নবাগত ভাষার নাম হইল, খ্রীষ্টীয় ১৭-র শতকের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি, 'জবানই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা' অর্থাৎ 'মহনীয় রাজশিবিরের ভাষা'। বর্ণনাত্মক নামের পাশে উত্তরের ভাষার আর একটী নামও খুব সম্ভব প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যেই চালু হইতে থাকে– **হিন্দোস্তানী** অর্থাৎ 'হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতের ভাষা'। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, প্রথম নামটির বা বর্ণনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'জবান্-ই-উর্দূ' প্রথম ব্যবহারে আসে, পরে আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া ইহা উর্দূ নামে প্রচলিত হয়। তখন ফারসী অক্ষরে লিখিত এবং ফারসীর দিকে ঝোঁক-দেওয়া দিল্লীর 'হিন্দী' বা 'খড়ীবোলী' তাহার বিশিষ্ট পথ ধরিয়াছে। ১৭-র শতকে ও তাহার পূর্বে উত্তর-ভারতে আরবী-ফারসী শব্দবণ্ডল 'হিন্দী'কে বা খড়ী-বোলী-কে **রেখ্‌তা**-নামেও উল্লিখিত করা হইত। কেবল **উর্দূ**, এই নাম, ১৮-র শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। যাহা হউক, 'দকনী'র দেখা-দেখি উত্তর-ভারতের রেখ্‌তা-'হিন্দী'–দিল্লীর রেখ্‌তা খড়ী-বোলী–যেন নূতন দিশা পাইল। ১৭২০ হইতেই সত্য-সত্য দিল্লী শহরে উর্দূ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বা পত্তন হইল।" [৫৪]

আওরঙ্গজেবের আমলে দিল্লির মোগল দরবারের অভিজাতবর্গের শিক্ষার জন্য ব্রজভাষার সাহিত্য, অলংকার ও ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক রচিত হয় ফারসি ভাষায়, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাদশাহগণ এবং দরবারি মুসলমান আমীর-ওমরাহগণ ব্রজভাষা ছেড়ে নতুন এই মুসলমানি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন ।[৫৫]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উর্দু প্রতিষ্ঠার কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন। এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

এক. ব্রজভাষার বাতাবরণ ছিল হিন্দুয়ানির। এ কারণে আরবি-ফারসিতে শিক্ষিত মুসলমানদের এই ভাষার প্রতি আগ্রহ কম ছিল।

দুই. দক্‌নির প্রভাবে দিল্লির 'জাবান-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা'র সম্ভাবনা দিল্লির মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ওই দিকেই আকৃষ্ট করে।

তিন. ভারতের রাষ্ট্রজীবনে মুসলমান রাজশক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনে মুসলমানিভাবের আগমন বহু মুসলমানের কাছে স্বস্তিদায়ক ছিল।

চার. এ সময়ে দিল্লির মোগল দরবারে ও রাষ্ট্রনীতিতে কতিপয় নবাগত অভারতীয় মুসলমানের প্রতিপত্তির বৃদ্ধি ও পুরাতন ভারতীয় মুসলমান বংশের প্রতিপত্তির হ্রাস ঘটে, যার অন্যতম ফল উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠা। এসকল নবাগত বিদেশী মুসলমান, যারা ব্রজভাষা ও পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধার ধারত না, তাদের কাছে আরবি-ফারসি-মিশ্রশব্দ, ফারসি সাহিত্যের অনুকারী, ফারসি অক্ষরে লেখা, নব-সৃষ্ট উর্দু সাহিত্যই গ্রহণযোগ্য ছিল। এভাবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করার একটি সজ্ঞান প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মুসলমান লেখক ও আলেমরা বিশেষ আলোচনা সভা করে যে সমস্ত ভারতীয় শব্দ উর্দুর উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন না, সেগুলো বাদ দিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেখানে উর্দুর কেন্দ্র গড়ে উঠছিল, সেখানে এরকম শব্দ বর্জন করা হতো এবং শুদ্ধ অর্থাৎ আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যবহার-তালিকা প্রেরণ করা হতো।

এইভাবে দিল্লির খাড়িবোলি থেকে যথাসম্ভব ভারতীয় শব্দের স্থানে আরবি-ফারসি শব্দ বসিয়ে উর্দু ভাষার গঠন আরম্ভ হয়। আরবি বর্ণমালা ও আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য, আর দিল্লির অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান সমাজের ভাষা– এই দুটি কারণে উত্তর ভারতের সকল নগরে– পেশওয়ার ও শ্রীনগর এবং লাহোর থেকে ঢাকা পর্যন্ত– শরীফ বা উচ্চ মুসলমান বংশের লোকেদের মধ্যে উর্দুর প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সহজেই ঘটে। দিল্লির পরে লখনৌ, ও লাহোর এবং পরে প্রয়াগ, জৌনপুর ও পাটনা–উর্দুর নতুন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, কোলকাতাতেও উর্দুর চর্চা ও উর্দু গদ্য সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে উনিশ শতকের প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে।[৫৬]

হিন্দি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকেই পশ্চিমা হিন্দি অঞ্চলের লোকেরা এবং উত্তর ভারতের অন্যপ্রান্তের হিন্দুরা দিল্লির খাড়িবোলির সাথে পরিচিত হয়েছিল। খাড়িবোলি একটু একটু করে ব্রজভাষার সাথে মিশে সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করছিল, যার উদাহরণ পাওয়া যায় ১৫ শতকের কবীরের রচনায়। আঠারো শতকে হিন্দুরা দেবনাগরী লিপিতে এটি লিখতে শুরু করে এবং শুদ্ধ হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করতে থাকে। ফারসি হরফে (সেমেটিক

লিপিতে) হরফে লেখা আরবি-ফারসি-মিশ্র মুসলমানি উর্দুর পাশাপাশি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেবনাগরী লিপিতে লিখিত ও শুদ্ধ হিন্দি এবং সংস্কৃত শব্দে ভরপুর খাড়িবোলির এক হিন্দু রূপও দাঁড়িয়ে যায়। এর জন্য পুরোনো নাম 'হিন্দি'-ই বহাল থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজিতে এর একটি বিশেষ সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়- অর্থাৎ 'সাধু বা সাহিত্যিক হিন্দি'। এই নামকরণের ফলে মৌখিক খাড়িবোলি বা চলিত হিন্দি থেকে এই সাধু হিন্দিকে আলাদাভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হয়। খ্রিস্টীয় সতের শতকের শেষ দিকে এই খাড়িবোলির আর একটি নাম পাওয়া যায়– 'হিন্দোস্তানী', বা 'হিন্দুস্তানী' অর্থাৎ 'হিন্দুস্তান' বা 'হিন্দুস্থান' অঞ্চলের ভাষা'। সুরাটের ওলন্দাজ ও অন্যান্য বিদেশীও এই ভাষাকে 'হিন্দোস্তানী' বলতে আরম্ভ করে। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী কেটেল্যার ডাচ ভাষায় এই দিল্লির খাড়িবোলির একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। 'হিন্দোস্তান' বা 'হিন্দুস্তান' নামটি ফারসি। তাই একে ভারতীয় ছোঁয়া দিতে ফারসি-'অস্তান', 'ইস্তান' বা 'স্তান' শব্দের বদলে ভারতীয় শব্দ 'স্থান' ব্যবহার করা হয়। ফারসি 'হিন্দুস্তানী' শব্দটি আরবি-ফারসি-উর্দু-ঘেঁষা হয়ে যায়, আর 'হিন্দুস্থানী' বললে সংস্কৃত ও খাঁটি হিন্দি শব্দের ভাব প্রকাশিত হয়। হিন্দি সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উত্তর-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।[৫৭]

হিন্দি ভাষার শব্দ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য -

> এই মৌখিক ভাষা অনেকটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে– শিক্ষিত হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যের অবকাশ ইহাতে নাই, এবং মুসলমান আলেমজনের ব্যবহৃত উচ্চ কোটির আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্যও ইহাতে আসিতে পায় না; কিন্তু এই খড়ী-বোলী বা হিন্দুস্থানী, দিল্লীর মুসলমান দরবার ও কাছারীর আবেষ্টনীর মধ্যে আঠারোর ও উনিশের শতকে গড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া, সেই প্রভাবের ফলে ফারসী-আরবী শব্দের প্রাধান্য ইহাতে যেন একটু বেশী দাঁড়াইয়া গিয়াছে-এমন কি, অতি সাধারণ পদার্থ বা ক্রিয়ার নামেও। মৌখিক হিন্দুস্থানীতে নিতান্ত সাধারণ ও চলিত ফারসী শব্দ এইভাবে একটু বেশী করিয়া আসিয়া যাওয়ায়, বহু মুসলমান এবং অধিকাংশ ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় ব্যক্তি, মৌখিক 'হিন্দুস্তানী' (হিন্দুস্থানী) ও ফারসী-আরবী-শব্দ-বহুল উর্দুকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।[৫৮]

ভারতে প্রচলিত ভাষাসমূহ চারটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। যথা:

১। অস্ট্রিক ২। দ্রাবিড় ৩। ইন্দো-ইউরোপীয় (আর্য) ৪। ভোট-চিনা

এই চারটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক ও ইন্দো-ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ভাষাগুলোরই বেশি প্রাধান্য।আর্যভাষা এবং উপভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দি ভাষা লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে কাজ করে। হিন্দিকে তাই একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা* গ্রন্থে বলেছেন:

> আধুনিক ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার মধ্যে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীই হইতেছে ইহাদের প্রতিভূ-স্থানীয় ভাষা। ইহা ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ মানবের সহজ ও স্বাভাবিক আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা; এই ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ ছাড়া আরও কয়েক লক্ষ লোকে এই ভাষা বুঝিতে পারে। এই ভাষার দুই সাহিত্যিক রূপ, নাগরী-হিন্দী ও উর্দূ, ১৪ কোটির অধিক লোকের সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দীর (হিন্দুস্থানীর) স্থান, লোক-সংখ্যার হিসাবে, পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে তৃতীয়– উত্তরের চীনা আর ইংরেজীর পরেই ইহার স্থান। হিন্দী-ব্যবহারকারী লোকের সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বিচার করিতে হইবে।[৫৯]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের ভাষিক পরিস্থিতির এই হিসেবটি ১৯৪৪ সালের প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতিকৃত।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পাঠান সম্রাট দাউদ শাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের কাছে পরাজিত হলে মুগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই মোগল রাজত্বে ফারসি রাজভাষা থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর প্রভাবে বাংলা ভাষায় উর্দু-হিন্দির মিশ্রণের সূচনা ঘটে।[৬০]

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিদেশী শব্দ অনুপ্রবেশের সূচনা ঘটে প্রায় আটশ বছর আগে থেকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে কোনো বিদেশী শব্দ পাওয়া যায় না। এরপর ত্রয়োদশ শতকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় আসে মুসলিম শাসকগণ। তখন থেকেই বাংলায় বিদেশী শব্দ আগমনের পথ তৈরি হয়। সংস্কৃত শব্দ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং আরবি-ফারসি শব্দের ঘটতে থাকে অনুপ্রবেশ। মধ্যযুগের পাঁচ শ বছরের তুর্কি-মোঘল শাসনামলে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের শতকরা হার দাঁড়ায় ১৫-২০। কিছু কিছু ফারসি শব্দ আছে যেগুলো বাংলায় এসে বাংলার নিজস্ব শব্দের স্থান দখল করে খাঁটি বাংলা শব্দগুলোকে হটিয়ে দিয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে এরকম শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। যেমন: মেলানি (বিদায়), রাতা (লাল), রঙ্ক (গরিব), মাঝা (কোমর), কাঁখতলী (বগল), শশারু (খরগোস), সয়চান (বাজপাখী), গোহারী (নালিশ), রাখী (জামিন), মুদ্রা (মোহর), বুহিত (জাহাজ), পসার (দোকান), জোখ (ওজন), কাণ্ড (তীর), কড়িয়ালি (লাগাম) ইত্যাদি।[৬১] মুসলিম শাসনামলেই ফরাশি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকেরা এদেশে দীর্ঘদিন বাণিজ্যসূত্রে অবস্থান করায় বাংলা শব্দভাণ্ডারে এদেরও কিছু শব্দ চলে আসে। এরপর আঠারো শতকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বণিক থেকে শাসকের পদে আসীন হয়। ইংরেজদের প্রায় পৌনে দু'শ বছরের শাসনকালে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে অজস্র ইংরেজি শব্দ, শব্দাংশ এবং পরিবর্তিত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করে। বিশ্ব-যোগাযোগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হওয়ায় ইংরেজি থেকে এখনো অনেক শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পাচ্ছে। এভাবে ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রবেশ করে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সেগুলো স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত আছে ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। গোপাল হালদার, *ভারতের ভাষা* (কলকাতা: মনীষা, ১৯৯৩) পৃ: ৮৭

২। Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *Perso Arabic Elements in Bengali* (Dhaka: Bangla Academy, 1967), Pg. VII.

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৭৩)

৪। মোহাম্মদ হারুন রশিদ (সম্পাদক), *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫), পৃ. ভূমিকা, বারো,

৫। পূর্বোক্ত পৃ. ভূমিকা, উনিশ,

৬। পূর্বোক্ত

৭। কাজী রফিকুল হক, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪)

৮। আবু মূসা মো আরিফ বিল্লাহ, *বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শব্দ ও অভিধান* (সাহিত্য পত্রিকা, আটত্রিশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা), পৃ: ১৫৮

৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬০

১০। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১

১১। সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ* (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০১৬), পৃ: ২৪, ৪৪

১২। পূর্বোক্ত

১৩। https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8

১৪। আবু মূসা মো আরিফ বিল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১

১৫। নরেন বিশ্বাস, *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ: ১৫

১৬। মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৫), পৃ: ১৩৪

১৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২০০১), পৃ: ৩৪

১৮। আবু মূসা মো আরিফ বিল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৮

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৩

২০। জগদীশ নারায়ণ সরকার, *মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৪), পৃ: ৮৪

২১। মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৫), পৃ: ১৩১

২২। আবু মূসা মো আরিফ বিল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৪

২৩। মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৬

২৪। সৌরভ সিকদার, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, (ঢাকা: হাসি প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ: ১১৭

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১

২৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭

২৭। এম মনিরুজ্জামান, বাংলা ও ইংরেজি, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃ: ১৫৬

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৭

২৯। সৌরভ সিকদার, *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪), পৃ: ৪৫-৪৬

৩০। এম মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ:১৬০

৩১। নরেন বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭

৩২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা প্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ* (কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯),
পৃ: ২৩

৩৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৮

৩৪। বিপ্লব দাশগুপ্ত, *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রাক ঔপনিবেশিক পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ: ২৭৯

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭৭

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮৭

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০০

৪০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০১

৪১। গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫

৪২। গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫

৪৩। http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%9C

৪৪। https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4

৪৫। পর্তুগিজরা যেসব ফল আর গাছ তাদের সাথে নিয়ে এসেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- আনারস, আতা, ভেরেন্ডা, বাঁশকেওড়া, ভুট্টা, ক্যাকটাস, কাজুবাদাম, চিনাবাদাম, জামরুল, জুঁই, কামরাঙ্গা, লাল লঙ্কা, নীল, পেঁপে, পেয়ারা, আলু, তামাক, সফেদা ইত্যাদি। উল্লেখ্য এগুলো অধিকাংশই এসেছিল লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ আর আফ্রিকা থেকে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: বিপ্লব দাশগুপ্ত, *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রাক ঔপনিবেশিক পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ: ৩০৫

৪৬। তাসখেলা বিষয়ক শব্দগুলোর বেশিরভাগই এসেছে ওলন্দাজ ভাষা থেকে। তাসের চারটি নামের মধ্যে তিনটিই এসেছে ওলন্দাজ থেকে- হরতন (harten), রুইতন (ruiten), ইস্কাপন (schopen) ।

৪৭। গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯-১১৪

৫০। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮

৫১। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫-৫৯

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮-৫১

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২

৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩-৫৪

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৫-৫৯

৫৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৮-৫৯

৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০

৬০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিদেশী শব্দের ব্যবহার ও নজরুল

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ফারসির প্রভাবে বাংলা ভাষায় ফারসি, আরবি ও তুর্কি শব্দের প্রবেশ শুরু হয়। লেক্সিকাল গ্যাপ না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ফারসি শব্দ বাংলায় আসে এবং এমনভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে যে তারা দেশী বাংলা শব্দের প্রচলনকে বন্ধ করে দেয়। নতুন বস্তু বা ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন শব্দও বাংলা তার ভাণ্ডারে স্থান দেয়, কারণ বাংলায় তখন লেক্সিকাল গ্যাপ পূরণের জন্য ঐ দ্যোতক শব্দটির প্রয়োজন ছিল । দুটি ভাষা একে অপরের সংস্পর্শে এলে এমনটাই ঘটা স্বাভাবিক । সাধারণত শাসক ভাষা হয় দাতা ভাষা, আর শাসিত ভাষা হয় ঋণী ভাষা । বাংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ঋণী বা গ্রহীতা ভাষা যখন কোনো শব্দ ঋণ করে, তখন সেই শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে এবং সাহিত্যেও তা স্থান পায় । এ অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বিদেশী শব্দ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব ।

প্রাচীন যুগ : প্রাচীন বাংলার একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ । চর্যাপদে বিদেশী ভাষার কোনো শব্দ ব্যবহারের কথা জানা যায়নি ।

মধ্যযুগ / মুসলিম শাসনামল : ১৩৫০ থেকে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয়ে থাকে । সে সময় বাংলাদেশে মুসলিম শাসকদের রাজত্ব ছিল । এই যুগে বাঙালি ও বাংলা ফারসি, আরবি ও তুর্কি ভাষা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, যার প্রয়োগ দেখা যায় মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । এটাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদেশী শব্দ ব্যবহারের নজির । শব্দগুলো হচ্ছে- কামান (ধনু), খরমুজা, মজুরিআ, মজুর, বাকী, লেম্বু (নেবু), আফার (প্রচুর) ইত্যাদি ।[১] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে অনেক আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।,[২]

মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবিদের লেখার বিষয়ের দিকে তাকালে আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিদেশী শব্দ, বিশেষত আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ, ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাই । আনিসুজ্জামান বাঙালি মুসলমান কবিদের ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখিয়েছেন যে তাদের লেখার বিষয়বস্তু থেকে দেখা যায় তাঁরা যে ধরনের বিষয় নিয়েই লিখুন না কেন, লেখকের ধর্মীয় অস্তিত্ব সেখানে ছায়া ফেলেছে।[৩] ধর্মীয় অস্তিত্ব যেখানে ছায়া ফেলে সেখানে কবিদের ধর্ম ইসলামের বাহক ভাষা আরবি-ফারসির শব্দ সে লেখায় উপস্থিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ এসেছে, আর সেগুলোর প্রয়োগ মধ্যযুগের কাব্যগুলো পড়লেই লক্ষ করা যায়। আরবি-ফারসি শব্দ সহযোগে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র বলেছেন- 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে। তিনি নিজেও কবিতায় আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন । অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে দিল্লীতে মানসিংহ ভবানন্দের মধ্যকার কথোপকথনে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্তানি-মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার আছে । তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন-

'উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ।।
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি ।
কিন্তু যে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ।।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে ।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে '।।[৪]

মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় বিদেশী শব্দ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় । মধ্যযুগে মুসলিম শাসন ছিল বলে এবং ফারসি রাজভাষা হওয়ার কারণে সেকালের সাহিত্যে ফারসি, আরবি ও তুর্কি ভাষার প্রভাব বেশি ছিল । এখানে মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করা হলো ।

অনুবাদ সাহিত্য : মুসলমানদের আগমনের ফলে বাংলায় আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষার শব্দের আগমন ঘটে । মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে ফারসি রাজভাষা হওয়ায় বাঙালিরা ফারসি জানতেন ও চর্চা করতেন। ধর্মের ভাষা হিসেবে আরবিরও প্রভাব ছিল । তাই এমন একটি বহুভাষিক পরিস্থিতিতে বাঙালি সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি, ফারসি ভাষা আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা করত | বহু ভাষা জানা থাকার ফলে মাতৃভাষা বাংলায় কাব্য অনুবাদ করা কবিদের জন্য সহজ ছিল । তাই ষোড়শ শতক থেকে মধ্যযুগের প্রায় শেষ পর্যন্ত অনুবাদ সাহিত্যের ধারা বজায় ছিল ।

মধ্যযুগের কবিরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফারসি থেকে বাংলায় কাব্য অনুবাদ করেছেন । তাঁরা ফারসি ভাষায় যথেষ্ট দখল রাখতেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল । অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় ব্যবহার করা হয়েছে । কারণ তখন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করে কাব্যানুবাদ করা হয়নি । নতুন ভাব ও বস্তুর (দ্যোতিত) জন্য নতুন শব্দ (দ্যোতক) বাংলায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং কালক্রমে তা বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এখানে কিছু অনুবাদ সাহিত্যের নাম উল্লেখ করা হলো:

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* কাব্য আরবি থেকে অনূদিত হয়েছে বলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মত প্রকাশ করেছেন ।[৫] মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওল অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি । তিনি বাংলা, হিন্দি, আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন । তাঁর সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছেন-

> 'আলাওলের সমুদয় গ্রন্থই অনুবাদ । প্রাচীন হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদুমাবৎ* এর বাঙ্গালা অনুবাদ `পদ্মাবতী, ব্যতীত তাঁহার অপর সমস্ত গ্রন্থই ঐ নামীয় পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ'।[৬]

নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *মুসার সওয়াল* ঐ নামের কোনো এক ফারসি কিতাব থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।[৭] *নূরনামা* এবং *নসীহৎ নামা*- শেখ পরানের দুটি কাব্যগ্রন্থ ঐ নামীয় ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ।[৮] মুহম্মদ খান রচিত মকতুল হোসেন নামীয় ফারসি গ্রন্থেরই ভাবানুবাদ।[৯]

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে ফারসি, হিন্দি ও উর্দু থেকে অনুবাদের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

অনুবাদক	**বাংলা গ্রন্থ**	**মূল গ্রন্থ**	**মূলের ভাষা**
শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জুলেখা	ইউসুফ জুলেখা	ফারসি
কবি আলাওল	*হপ্ত-পয়কর*	*হফ্ত পয়কার*	ফারসি
আব্দুল হাকিম	*নূরনামা*	*(অজ্ঞাত)*	ফারসি
মুহম্মদ নওয়াজিশ খান	*গুলে বকাওলি*	*গুলে বকাউলি*	ফারসি
সৈয়দ হামজা	*হাতেম তাই*	*হাতেম তাই*	ফারসি
আবদুন নবী/ গরীবল্লাহ/ সৈয়দ হামজা	*আমির হামজা*	*দাস্তান-ই আমীর হাম্য*	ফারসি
কবি আলাওল	*পদ্মাবতী*	*পদুমাবৎ*	হিন্দি
সৈয়দ হামজা/ মুহম্মদ কবীর	*মধুমালতী*	*মধুমালত*	হিন্দি
দৌলত কাজী	*সতীময়না-লোরচন্দ্রানী*	*মৈনাসত*	হিন্দি
কবি ভবানন্দ	*হরিবংশ*	*মৃগাবতী*	হিন্দি
সৈয়দ হামজা	*জৈগুণের পুঁথি*	*জঙ্গে যৈতুন*	উর্দু

এই তালিকায় প্রধান প্রধান অনুবাদকর্মের নাম দেয়া হয়েছে। এর বাইরেও মধ্যযুগে বেশ কিছু বাংলা অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল, কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর কাহিনীর প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমকাহিনী রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। মুসলমান কবিরা হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাইরে থেকে মানবিক কাব্যরচনায় অভিনবত্ব দেখান। রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারী, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন।

দৌলত উজির বাহরাম খানের লেখা *লাইলী মজনু* কাব্য ফারসি কবি জামীর *লাইলী মজনু* নামক কাব্যের ভাবানুবাদ।[১০]

দোভাষী পুঁথি : অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল, তা 'পুঁথিসাহিত্য' নামে পরিচিত । গ্রামীণ মুসলমান সমাজে এর জনপ্রিয়তা ছিল অনেক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গদ্যের উন্মেষলাভের পূর্বে যে ধারাটি বিশেষভাবে প্রবহমান ছিল, তা হলো দোভাষী পুঁথিসাহিত্য। রাজনৈতিক অরাজকতায় বাংলার সামাজিক জীবনে যখন অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তখন এদেশের সর্বসাধারণের মনে আনন্দরস পরিবেশন করে দোভাষী পুঁথিসাহিত্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ, যুদ্ধের পর ইরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনভার গ্রহণের যুগে বাংলা সাহিত্যচর্চায় দোভাষী পুঁথিসাহিত্য মানুষকে আনন্দদান করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় মোঘল আমলের একেবারে শেষের দিকে মুর্শিদাবাদ সুবে বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। এর পর উর্দুভাষী বহু হিন্দুস্থানী ও অবাঙালি সিপাহী এবং রাজকর্মচারী চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কোলকাতা, শহরতলী ও তার আশেপাশের অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এদেশে আসার পর বাঙালির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে তারা উর্দু-হিন্দি-মিশ্রিত এক নতুন ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। এই নতুন ভাষাই 'দোভাষী বাংলা' বা 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত। অতএব দোভাষী পুঁথি বলতে আমরা বুঝি ফারসি-উর্দু-হিন্দি-মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের বাংলা কাব্য। এ কাব্যগুলোকে 'মুসলমানী বাংলা' বলা হয় এজন্য যে দুই ভাষার পুঁথি বলতে যা বোঝায়, এ তা নয়। এতে প্রচুর ফারসি-উর্দু-হিন্দি এবং বাংলা শব্দের মিশ্রণ আছে। আবার বিদেশী শব্দবাহুল্যের জন্যে একে 'মিশ্র ভাষারীতির কাব্য' বলা হয়। তাছাড়া কোলকাতার ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এই পুঁথিগুলো

প্রচারিত হয়েছিল বলে তাকে বটতলার পুঁথিও বলা হয়ে থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত সুভাষিত করার প্রয়োজনে এগুলোকে 'দোভাষী পুঁথি' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অনেকের মতে, এই কাব্যধারার বিকাশকাল সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে | কিন্তু আনিসুজ্জামানের মতে তা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ মুঘল আমলে ফারসি ভাষার সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সময়ে |[১১]

দোভাষী পুঁথির উদ্ভব সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন-

> '১৫৭৫ থেকে ১৮০০ খ্রী পর্যন্ত সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় পারসীর প্রভাব প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সময় পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী শব্দ কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। ইহার শেষ সময়ে পারসী এবং উর্দু-হিন্দির প্রভাবে তথাকথিত মুসলমানি বাঙ্গালার প্রচলন হয় এবং দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়'।[১২]

এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন-

> 'ইংরেজ আমলের গোড়া হইতে রাজনৈতিক কারণে মুসলমানেরা বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাইতে থাকে। এবং হিন্দুরা ইংরেজদের হাতে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে নিম্নবর্গের সাধারণ মুসলমানেরা তাহাদের বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদস্বরূপ ফারসী ও উর্দু ভারাক্রান্ত করিয়া এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে থাকেন'।[১৩]

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড জে লং- এর পুস্তকতালিকায় এই শ্রেণির কাব্যকে 'মুসলমানি বাংলা সাহিত্য' এবং এর ভাষাকে 'মুসলমানি বাংলা' বলা হয়েছে। ১৮৮৫ সালে এক গ্রন্থতালিকায় ব্লুমহার্ট একই নাম অনুসরণ করেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন এই নামই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন। বাংলা, উর্দু, হিন্দি, আরবি, ফারসি শব্দ ও বাংলার সঙ্গে উর্দু-হিন্দির বাক্যরীতি ছিল এই দোভাষী পুঁথির ভাষার ভিত্তি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, `মুসলমানী বাংলা, বাংলার মুসলিম সমাজের কোনো অঞ্চলের মুখের ভাষা নয়, এটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। এই ভাষার উৎস কোলকাতার হাট-বাজারে ছোট-খাটো ব্যবসায়ী ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যকার কথাবার্তায় নিহিত আছে। তাঁর ভাষায়-

> 'One of the features of 'Musalmani Bengali' which demonstrates its rather artificial character is the frequent use of Hindustani words and forms... which has no existence in the Bengali as spoken by the Musalmans in the villages within the different dialectical areas.'[১৪]

সুকুমার সেন একে 'ইসলামি বাংলা' হিসেবে অভিহিত করেছেন, আর আনিসুজ্জামান বলেছেন 'মিশ্রভাষা'। আনিসুজ্জামান তাঁর *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে এই শ্রেণির কাব্যের নাম সম্পর্কে বলেছেন-

> 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশি শব্দবহুল কাব্যরচনার একটা ধারা মুসলমানের মধ্যে গড়ে ওঠে, যা সাধারণত মুসলমানি বাংলা কাব্য, বটতলার পুঁথি বা দোভাষী পুঁথি নামে পরিচিত । ভাষাবৈশিষ্টের কথা স্মরণ করে আমি এই ধারাকে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য নামে আখ্যা দিয়েছি' ।[১৫]

বাংলা কাব্যে এ ধরনের মিশ্ররীতির ভাষার আংশিক ব্যবহার চব্বিশ পরগণার কবি বিপ্রদাসের *মনসাবিজয়* (১৪৯৫), চব্বিশ পরগণার আরেকজন কবি বল্লভের *সত্যনারায়ণের পুঁথি*, (১৭১৫), মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* (১৫৯৮), দ্বিজ গিরিধরের *সত্যপীরের পাঁচালী* (১৬৬৩), কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল* (১৬৮৬) ইত্যাদি রচনায় পরিলক্ষিত হয় ।[১৭]

দোভাষী পুঁথির ভাষিক বৈশিষ্ট্য হলো-

১। আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দের অতি ব্যবহার;

২। অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে বাংলা ও আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দের প্রয়োগ;

৩। আরবি-ফারসি শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার এবং হিন্দি ধাতুর প্রয়োগ;

৪। ফারসি বহুবচনের ব্যবহার ।

গ্রন্থনামে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার

মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করা হলেও আরবি-ফারসিতে তার নামকরণ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে । আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'প্রাচীন মুসলমান কবিগণ' শিরনামায় ৮৫ জন কবির রচনার তালিকা উপস্থাপন করেছেন । তাঁর এ তালিকাটি মধ্যযুগের কবিদের নিয়ে তৈরি করা হয় । তিনি বলেছেন-

> 'এই তালিকাভুক্ত কবিগণের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, অথচ রচিত গ্রন্থাদির নাম আরবী পারসীর নামকরণ করিয়াছেন । অনেকগুলি আরবী পারসী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ বিধায় এরূপ নামকরণ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে' ।[১৬]

মধ্যযুগের বাংলা দলিলপত্র, বাংলা রচনা এবং বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আবদুল করিমের এ মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার সাহিত্য হলেও সাহিত্যের নামকরণে ও সাহিত্যের ভাষায় বিদেশী শব্দের উপস্থিতি কতটা বেশি ছিল ।

এখানে এমন কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো, যার পুরো নামটিই আরবি-ফারসিতে অথবা আরবি-ফারসি শব্দ সহযোগে গঠিত নতুন শব্দ-

আমীর হামজা, ইউসুফ-জোলেখা, জঙ্গনামা, শাহ্ পরীর কেচ্ছা, লালমনের কেচ্ছা, ইবলিসনামা, অছিয়তনামা, মুওতনামা, ওফাত-ই-রসুল, কিফায়ত-উল-মুসল্লিন, কেয়ামতনামা, গুলে বকাওলী, নূরনামা, জেবুল মুলুক সামারেখ, মুক্তুল হোসেন, রসূল বিজয়, জহর মহরা, ছিফতনামা, মুফিদুল মুমেনীন, তোহফা, কায়দানী কিতাব, দজ্জালনামা, মুসার সওয়াল, সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামান, হজনামা, সেকান্দরনামা, হপ্ত পয়কর, নবীবংশ, ফিকরনামা, হয়রাতুল ফিকহ্ ।

তাছাড়া, অনুবাদ ছাড়াও ভাবগ্রহণ, বিষয় নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকটাই আরবি-ফারসি নির্ভর ছিল । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরবি ভাষার ব্যবহার ফারসির মাধ্যমে এসেছে। আর কিছু প্রভাব ধর্ম পালন করতে গিয়ে ভাষায় চলে এসেছে বলে আমরা মনে করি । এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে- 'সেখানে আরবী ভাষার চর্চা হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তা কেবল ধর্ম চর্চার আবশ্যিক প্রয়োজনেই সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে নয়।'[১৭]

পরিসংখ্যানমূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধরনের শব্দপ্রয়োগের হার সৌরভ সিকদার দেখিয়েছেন তাঁর '*বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*' গ্রন্থে ।[১৮] প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) রচনা থেকে নানাশ্রেণির শব্দপ্রয়োগের পরিসংখ্যান নবেন্দু সেন দেখিয়েছেন নিম্নরূপে[১৯]-

তৎসম	তদ্ভব	দেশী ও অন্যান্য	বিদেশী
৩৯.৩৩%	৫৬.৬৬%	১.৩৩%	২.৬৬%

আলোচনার পরিশেষে একথা বলা যায় যে প্রাচীন কালের বাংলায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না । কারণ তখনও বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষার প্রভাব সেভাবে পড়তে শুরু করেনি । কিন্তু মধ্যযুগে এসে রাজভাষা ফারসির প্রভাবে বাংলায় ফারসি, আরবি ও তুর্কি শব্দের প্রবেশ ঘটে । বাংলাও এসব শব্দ আত্মীকৃত করে নেয়।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মগ্রহণ, শৈশব ও কৈশোর : কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক । তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। সাহিত্যে বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাহিত্যের মূল উপপাদ্য ছিল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার-জুলুম এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর বিদ্রোহ কেবল ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও কূপমণ্ডুক সমাজের বিরুদ্ধেই নয়, তা ছিল তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধেও। একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে অন্যায় ও

অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। তাঁর কবিতা ও গানের পাশাপাশি অভিভাষণ ও প্রবন্ধে এই প্রতিবাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায় ।

নজরুল (২৪ শে মে, ১৮৯৯ – আগস্ট ২৯ শে, ১৯৭৬, ১১ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬– ১২ ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুন । তাঁর ডাকনাম ছিল `দুখু মিয়া, । তাঁর ছিল বিচিত্র এক জীবন, যার বৈচিত্র্য শৈশব থেকেই শুরু হয়েছিল ।

নজরুলের বয়স যখন মাত্র নয়, তখন তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতৃহীন বালক নজরুলের জীবন-সংগ্রামের শুরু সেই শৈশব থেকে । আর্থিক টানাপোড়েনে তাঁর লেখাপড়ায় ধারাবাহিকতা ছিল না । ১৯০৯ সালে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র দশ বছর বয়সে ঐ মক্তবেই তিনি কাজ করেছেন । এছাড়াও আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যে তাঁকে হাজী পালোয়ানের মাজারে, পীর পুকুরের মসজিদেও কাজ করতে হয় । শৈশবেই মক্তব, মাজার ও মসজিদের সংস্পর্শে আসার ফলে নজরুল মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ করেন, যার প্রতিফলন আমরা তাঁর মুসলিম ঐতিহ্যবাহী অভিভাষণ ও প্রবন্ধে দেখতে পাই ।

নজরুলের শিক্ষাজীবন ও সৈনিকজীবন: নজরুলের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মীয়। তিনি ছেলেবেলায় মক্তবে দশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন । মক্তব হলো মুসলমান শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে তারা ইসলাম ও আরবি ভাষা শিখে থাকে । দেখা যাচ্ছে যে আরবি ভাষা সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি তাঁর শৈশবেই মক্তবে পড়াকালে তৈরি হয়েছিল।

নজরুলের ফারসি শিক্ষার শুরু চুরুলিয়া মক্তবের শিক্ষক মৌলবী কাজী ফজলে আহমদের কাছে । এছাড়া তাঁর বাবার চাচাতো ভাই কাজী বজলে করিমের ফারসি-জ্ঞান নজরুলকে ছেলেবেলা থেকেই উর্দু-ফারসি শব্দপ্রধান বাংলা পদ্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে । ছেলেবেলায় মিশ্র ভাষারীতিতে রচিত তাঁর একটি কবিতার অংশ তুলে ধরা হলো-

`মেরা দিল্ বেতাব্ কিয়া তেরী আব্রুয়ে কামান,
জ্বলা যাতা হ্যেয় ইশ্ক মে জান পেরেশান।
হেরে তোমায় ধনি
চন্দ্র কলঙ্কিনী মরি কি যে বদনের শোভা, মাতোয়ারা প্রাণ' ।[২০]

এখানে রেখাঙ্কিত শব্দগুলো উর্দু-ফারসি শব্দ।

মক্তব, মসজিদ ও মাজারের কাজে নজরুল বেশি দিন ছিলেন না। কৈশোরে তিনি একটি লেটো দলে যোগ দেন। তাঁর চাচা কাজী বজলে করিম চুরুলিয়া অঞ্চলের লেটো দলের বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন । তিনি মিশ্র ভাষায় গান রচনা করতেন। ধারণা করা হয়, বজলে করিমের প্রভাবেই নজরুল লেটো দলে যোগ দিয়েছিলেন। কৈশোরে নজরুল লেটো দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। তরজা, প্যাঁচালীর মতো কিছু ব্যঙ্গ-গীতি নজরুল কিশোর বয়সে ইংরেজি-বাংলা, হিন্দী-উর্দু মিশ্রভাষায় রচনা করেছিলেন ।

`ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার
মস্ত বড় mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভারী cad
Monkey লড়বে বাবর-কা সাথ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত,
জানেনা ও, ছোট্ট হলেও
হামভি Lion cad.' [২১]

চঞ্চল কিশোর নজরুল লেটো দলেও স্থায়ী ছিলেন না । তিনি লেটো দল পরিত্যাগ করে সম্ভবত ১৯১১ সালের দিকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অজয় নদের তীরস্থ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন । এটি ছিল একটি ইংরেজি স্কুল। ঐ স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মাথরুন স্কুলের ছাত্র নজরুল সম্পর্কে লিখেছেন- `আমি ২৩ বৎসর বয়সে মাথরুন উচ্চ ইংরাজি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে ঢুকি । ... তখনকার দিনে 6^{th} class–এ নজরুল পড়িত' ।[২২]

১৯১১ সালের দিকে নজরুল মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার পর আবার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেন খুব সম্ভবত আর্থিক সমস্যার কারণে । এ সময় তিনি বাসুদেবের কবিদলের জন্যে গান, পালা ইত্যাদি রচনা ও ঢোলক বাজিয়ে আসরে গান গেয়ে টাকা উপার্জন করেন । এরপর কিছুদিন তিনি বর্ধমান রেলওয়ের এক গার্ডের খানসামার চাকরি করেন। সেই চাকরি হারিয়ে তিনি আসানসোলে এক চা-রুটির দোকানে ১৯১১ সালে চাকরি করেন। সেখানে

একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের সাহায্যে ১৯১৪ সালে তিনি দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। নজরুল লেখাপড়ায় ছিলেন বেশ ভালো। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হন এবং দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি এক বন্ধুর সাহায্যে সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। সেখানে শিক্ষক নুরুন্নবীর কাছ থেকে ফারসি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই শিক্ষক নজরুলকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের বদলে ফারসি নিতে উৎসাহিত করেছিলেন।[২৩] দারিদ্রের কষাঘাতে নজরুলের পড়াশোনায় বারবার ছেদ পড়েছে, কিন্তু তিনি লেখাপড়ায় ছিলেন মনোযোগী । সিয়ারসোলে পড়ার সময় তিনি ইংরেজি শিখতে এক খ্রিস্টান সাহেবের বাংলোতে যেতেন।[২৪]

দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নজরুল ১৯১৭ সালে সৈনিক হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন । নওশেরায় তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষে তিনি চলে যান করাচি । সৈনিক জীবনের কড়া অনুশাসনের মধ্যেও নজরুলের শেখার আগ্রহ বজায় ছিল । সুকুমার সেন তাঁর *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বলেছেন- `বাঙালি পল্টনের মুসলমান সিপাহীদের তদারকির জন্য একজন পাঞ্জাবী মৌলবী নিযুক্ত ছিলেন । তাঁহার মুখে একদিন হাফিজের কবিতা আওড়ানো শুনিয়া নজরুল মুগ্ধ হইয়া যান এবং মৌলভী সাহেবের কাছে ফারসী শিখিতে থাকেন'।[২৫]

সৈনিক জীবনে ফারসি শেখা নিয়ে নজরুল নিজেই তাঁর অনুবাদ কাব্য *রুবাইয়াত-ই-হাফিজ* এর মুখবন্ধে লিখেছেন,

> `আমাদের বাঙ্গালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন । একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান । শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকে তাঁর কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করি । তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি'।[২৬]

১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুলদের ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল করাচি থেকে কোলকাতায় চলে আসেন । কোলকাতা ফেরার সময় তাঁর সঙ্গে করে আনা জিনিসিপত্রের মধ্যে ছিল ইরানি কবি হাফিজের দিওয়ানের একটি খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল ফারসির প্রতি ছত্রের নিচে উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল ।[২৭] এ থেকেই বোঝা যায়, সৈনিকের প্রশিক্ষণ নেবার পাশাপাশি তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চাও করেছেন।

দ্বিতীয় ভাষা শেখা প্রসঙ্গে ভারতের বহুভাষিকতা নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করা প্রয়োজন । ভারতে বহুভাষিকতা বর্তমানে সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত । ইংরেজ আমলের ভাষাসমীক্ষা লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া (১৯০৩-

১৯২৮)- এ ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল ।[২৮] যেহেতু ভারত একটি বহুভাষিক দেশ তাই এ দেশের একজন ব্যক্তিকে একাধিক ভাষা জানতে হয়, যদি সে ভিন্ন অঞ্চলের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় । যদি কেউ শুধু একটি ভাষা জানে অর্থাৎ তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা না জানে, তবে সে তার নিজ ভাষাগোষ্ঠীর বাইরে দেশের অন্য এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না । এর ফলে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা না জানার কারণে সে অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । যে ছাত্র দ্বিতীয় কোনো ভাষা জানে না, সে মাতৃভাষায় অনুবাদ না করা পর্যন্ত কোনো বই পড়ে বুঝতে পারে না । এভাবে তার শিক্ষার পরিধি সীমিত হয়ে পড়ে । একজন ব্যক্তি যদি একটি ভাষা শেখে, তবে তবে সে তার নিজ ভাষিকগোষ্ঠির বাইরে ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হবে না । তাই প্রয়োজন পড়ে দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখার। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সাধারণত শেখা হয় হিন্দি বা ইংরেজি। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ দুটি ভাষাও যথেষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির মাতৃভাষা খাসি এবং দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি । সে যদি বিহারের কোনো গ্রামে যায় তখন সে কোনো ভাবে ভাষিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে না । এখানে প্রয়োজন তৃতীয় একটি ভাষার। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এই বহুভাষিকতাকে টিকিয়ে রাখার সহায়ক হওয়া উচিত। এ কারণেই ভারতের স্কুলগুলোতে বহু বছর থেকেই দ্বিতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।

করাচি থেকে কোলকাতা ফিরে বন্ধু মুজফ্ফর আহমদকে নিয়ে নজরুল একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং এ,কে, ফজলুল হকের সাহায্যে দৈনিক নবযুগ ১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রকাশিত হয়। মুজফ্ফর আহমদ এবং নজরুল ছিলেন এর যুগ্ম-সম্পাদক । এভাবে হাবিলদার কবি নজরুল সম্পাদকের ভূমিকায় এলেন । নবযুগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নবযুগসহ লাঙল, ধূমকেতু ও সওগাত পত্রিকার সাথে নজরুল যুক্ত ছিলেন । নজরুলের প্রবন্ধগুলোর অশিকাংশই এসব পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসেবে লেখা আর কিছু কিছু বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ, যেখানে তাঁর সমাজ ও যুগচেতনার পাশাপাশি বিদেশী ভাষার শব্দ ব্যবহারে নৈপুণ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

নজরুলের ভাষিক পরিবেশ

নজরুল যে ভারতবর্ষে জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন ও সাহিত্য রচনা করেছেন, তা ছিল একটি বহুভাষিক দেশ । ভারতে যে চারটি ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত, সেগুলোর উল্লেখ আমরা পূর্বের অধ্যায়ে করেছি । প্রাচীন যুগে ভাষার এত প্রাচুর্য ছিল না । তখন মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় কথ্যভাষা ব্যবহার করত । কালের প্রবাহে ভাষার পরিবর্তনের ধর্ম অনুসারে মধ্য ও আধুনিক যুগে বহু ভাষা গড়ে ওঠে । ১৯২৮ সালে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া-তে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা দিয়েছিলেন ১৭৯টি ও উপভাষা ৫৪৪টি। কথ্যভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি যারা অভিজাত বা শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ এবং যারা শাসনকার্যের সাথে নিযুক্ত ছিলেন, তারা হিন্দু আমলে সংস্কৃত ভাষা ও মুসলিম আমলে ফারসির সাহায্যে ভারতের অভ্যন্তরে যোগাযোগ স্থাপন করতেন, কারণ মধ্য যুগে রাজ এবং দাপ্তরিক উভয় ভাষাই ছিল ফারসি । আধুনিক যুগে ইংরেজি রাজভাষা হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ইংরেজিচর্চা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়; ফারসির প্রভাব তখন কমে আসে । কিন্তু ততদিনে বাংলা ভাষা প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ও ব্যাকরণিক উপাদান নিজের করে নিয়েছে । সেই সাথে কিছু পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাশি, চিনা ও হিন্দি শব্দও বাংলা আত্মীকরণ করেছে । আরবি-ফারসি শব্দবহুল উর্দুও তখন ভারতে বেশ শক্ত আসন করে নিয়েছে । ধর্মীয় ও সামাজিক আভিজাত্যের কারণে মুসলিম সমাজে তখনও ফারসি ও উর্দুর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল । রাজভাষা হওয়ার সুবাদে ইংরেজি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এটি ছিল ইংরেজ আমলের শাসনতন্ত্রের ভাষা এবং উচ্চশিক্ষার ভাষা । তাই তৎকালীন ভারতের শিক্ষিতজনের কাছে ইংরেজির একটি আলাদা মর্যাদা ছিল । শিক্ষিত এবং ওপর মহলের মানুষের ভাষায় তাই ইংরেজির ছিল প্রভূত প্রভাব । এ কারণে সে কালের বাংলা ভাষায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ ও সেই সাথে বাক্যের ওপর, বিশেষত বাংলা গদ্যের ওপর ইংরেজির ব্যাপক প্রভাব পড়ে । সেই যুগে ভারতে ইংরেজির প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'ইংরেজী একমাত্র বিদেশী ভাষা যাহা ভারতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত- ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল-ইহাদের মধ্যে ৩৫ লক্ষ ইংরেজীর সহিত পরিচিত ছিল'। [২৯]

এতসংখ্যক মানুষের ইংরেজির সাথে পরিচয় থাকার কারণ তৎকালীন সমাজে ইংরেজির আর্থ-রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল। ইংরেজ সাহেবদের মুনশি, কেরানি ও দোভাষীর চাকরিপ্রাপ্তির কারণে সে সময় মানুষ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝুঁকেছিল। ইংরেজরাও তাদের স্বার্থেই ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধার্থে নিজেরা বাংলা শিখতে উদ্যোগী হয়, যে কারণে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। পাশাপাশি তারা স্থানীয় বাঙালিদেরও ইংরেজি শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। *বাংলা ভাষায় ইংরেজির প্রভাব ও আধিপত্য* প্রবন্ধে সৌরভ সিকদার বলেছেন-

> '১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে বাঙালিদের ইংরেজি শেখাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফাদার জেমস লং এর একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ছয় হাজার বাঙালি ইংরেজি শেখেন। ... বাঙালি যে ইংরেজি-জ্ঞান অর্জন করেছিল শ্রীরামপুর মিশনারির দেয়া সনদপত্রই তার সাক্ষী। সে সময়ে বাঙালি শিক্ষার্থীদের সনদে লেখা হতো- 'ক' জানে আড়াইশ, 'খ' জানে তিনশো পাঁচটি ইংরেজি শব্দ। বাঙালির ইংরেজি শেখার একটি ছড়া বা নামতাও সে সময়ে প্রচলিত ছিল-
>
> ফিলজফার-বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান-চাষা
>
> পামকিন-লাউ-কুমড়া, কুকুম্বার-শশা।
>
> এভাবেই উনিশ শতকে বাঙালির ভাষায় ইংরেজির অনুপ্রবেশ'।[৩০]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বিশ্লেষণ করে নবেন্দু সেন দেখিয়েছেন- তাঁর রচনায় দেশী এবং বিদেশী শব্দের হার ৬.০১ ভাগ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং জসীমউদ্‌দীনের লেখা বিশ্লেষণ করে মুহম্মদ এনামুল হক দেখান যে তাঁরা শুধু বিদেশী শব্দই প্রয়োগ করেছেন ৮ ভাগ। এর মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি রয়েছে।[৩১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নজরুলের জন্ম, বেড়ে ওঠা ও সাহিত্য রচনার পুরো সময়ে ভারতবর্ষ ছিল বহুভাষিক একটি দেশ, যেখানে ফার্গুসন-নির্দেশিত বহুভাষিক দেশের ভাগ অনুসারে নজরুলের মাতৃভাষা (Native Language) ছিল বাংলা, ধর্মীয় ভাষা (r) ছিল আরবি, রাজভাষা (o) ছিল ইংরেজি আর লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (w) হিসেবে ছিল হিন্দি। তাঁর নিজস্ব ভাষাব্যবহারে (Ideolect) দেখতে পাওয়া যায় বাংলাভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, দেশী, ও লৌকিক বাংলার শব্দের সাথে সাথে মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত আরবি-ফারসিসহ, অনেক অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ, হিন্দি ও ইংরেজি শব্দের সমাবেশ। শৈশব ও কৈশোরে মক্তবে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকতা, চাচা বজলে করিমের কাছ থেকে ফারসি জ্ঞানার্জন, স্কুলজীবনে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফারসি শেখা, সেনানিবাসে থাকাকালীন ওমর

খৈয়াম, হাফিজ প্রমুখের রচনাবলি অধ্যয়ন করে তিনি আরবি-ফারসি ভাষায় বিশেষভাবে দক্ষ হয়ে ওঠেন । বহুভাষিক-ঔপনিবেশিক দেশে জন্মে এবং কলকাতায় বাস করে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে সহাবস্থান করে নজরুল স্বাভাবিকভাবেই বহুভাষাজ্ঞান অর্জন করেন । ঔপনিবেশ ভারতের রাজভাষা ও শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি । তাই নজরুলের লেখায় বিদেশী ভাষার বহু শব্দের উপস্থিতি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু নজরুলের অনন্যতা এক্ষেত্রে যে তিনি রচনার বিষয়বস্তু ও ভাব অনুসারে দেশী সমার্থক শব্দ থাকা সত্ত্বেও (অর্থাৎ Lexical gap না থাকার পরও) শিল্পের দাবি পূরণে বিদেশী শব্দের ব্যবহার করেছেন; বিদেশী শব্দের সাথে দেশী এবং বিদেশী উভয় শব্দযোগে কখনো দুটি রূপমূল, কখনো তিনটি বা তারও অধিক রূপমূল একত্র করে মিশ্র শব্দ (hybrid word) তৈরি করেছেন । এসকল শব্দ খাপছাড়া তো মনে হয়নি মোটেও, বরং তা রচনাকে আরো হৃদয়গ্রাহী ও সুষমামণ্ডিত করেছে ।

তাই নজরুলকে আমরা দুই ধরনের দ্বিভাষিকতার মধ্যে ব্যক্তিক দ্বিভাষিকতায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কারণ, ব্যক্তিক দ্বিভাষিকতায় একজন ব্যক্তি দ্বি বা বহুভাষী ভাষা সম্প্রদায়ের সদস্য না হয়েও একের অধিক ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে থাকে । তিনি ছিলেন ফিশম্যান-নির্দেশিত স্থিতিশীল দ্বিভাষিক পরিস্থিতির ভাষাব্যবহারকারী । যখন বিভিন্ন কারণে একভাষা সম্প্রদায় অন্য একটি ভাষার সংস্পর্শে আসে ও সেই ভাষা শেখে, কিন্তু একই সাথে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে, অর্থাৎ দুটি ভাষাই একসঙ্গে ব্যবহার করে, এ ধরনের দ্বিভাষিকতাকে বলা হয় ‘স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা’ ।[৩২]

নজরুলের অভিভাষণ :

নজরুল রচনাবলীর জন্মশতবর্ষ সংস্করণের অষ্টম খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে নজরুল-প্রদত্ত মোট ২২টি অভিভাষণ সংকলিত হয়েছে । এগুলো হলো- প্রতিভাষণ, তরুণের সাধনা, বার্ধক্য ও যৌবন, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা, সংঘ-একনিষ্ঠতা, সঙ্গীত শিল্প, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, শেষ কথা, প্রতি-নমস্কার, মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা, বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও, জন-সাহিত্য, উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ, স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ, শিরাজী, আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ, মধুরম্, যদি আর বাঁশি না বাজে, কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ, রসলোকের তৃষ্ণা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা । বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাড়াও নজরুল নানা সভা-সম্মেলনে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, সেগুলোতেও নজরুল প্রচুর বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন ।

প্রতিভাষণ : নজরুলের প্রথম অভিভাষণ ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জানানো হয় । সভায় কবিকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয় । মানপত্রটি পাঠ করেন এস ওয়াজেদ আলি। তাঁর অভিনন্দনের উত্তরে কবি এই প্রতিভাষণ দান করেন।

তরুণের সাধনা : ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে কবি এই অভিভাষণ প্রদান করেন।

বার্ধক্য ও যৌবন : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

গোঁড়ামি ও কুসংস্কার : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

সংঘ-একনিষ্ঠতা : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

সঙ্গীত শিল্প : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

শেষ কথা : নজরুলের এ অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত, সে সম্পর্কে *নজরুল রচনাবলী*র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

প্রতি-নমস্কার : ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে নজরুলকে যে মানপত্র দেওয়া হয় তাঁর উত্তরে কবি এই অভিভাষণ প্রদান করেন ।

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা : ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন ।

বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত অভিভাষণ ।

জন-সাহিত্য : ১৯৩৮ সালে কোলকাতা ৫ নং ম্যাঙ্গো লেন দৈনিক কৃষক পত্রিকার অফিসে, জন-সাহিত্য সংসদের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত অভিভাষণ ।

উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ : ১৯৩৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর ইন্তেকালের পর ১০ই ডিসেম্বর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় সভাপতি হিসেবে নজরুল প্রদত্ত অভিভাষণ ।

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ : ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে কোলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির ইদ সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ ।

শিরাজী : ১৯৪০ সালের ২২ শে মার্চ কোলকাতা ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুমের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে নজরুল প্রদত্ত অভিভাষণ। এটি দৈনিক কৃষক পত্রিকার ৯ চৈত্র, ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।

আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ : ১৯৪০ সালের ২৩ ডিসেম্বর কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কোলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে নজরুলের ভাষণ ।

মধুরম্ : ১৯৪১ সালের ১৬ ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্যসভায় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ ।

কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ : নজরুলের এই অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত সে সম্পর্কে নজরুল রচনাবলীর জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই । তবে জানা যায়, এই অভিভাষণটি লাঙল পত্রিকার ৭ই মাঘ ১৩৩২ সালে প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।

রসলোকের তৃষ্ণা : নজরুলের এই অভিভাষণটি কোথায় প্রদত্ত বা কোথায় প্রকাশিত সে সম্পর্কে নজরুল রচনাবলীর জন্মশতবর্ষ সংস্করণে কোনো তথ্য দেওয়া নেই ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ১৫ দিন পরে ১৯৪১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হাওড়ায় রবীন্দ্র স্মরণসভায় নজরুলের অভিভাষণ ।

যদি আর বাঁশি না বাজে : ১৯৪১ সালে কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির

রজত জুবিলি উৎসবে নজরুল তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন ।

নজরুলের অভিভাষণ পাঠে আমরা তাঁর সাহিত্য-মানস ও জীবনোপলব্ধির পরিচয় পাই। সেই সাথে আমরা তাঁর ভাষিক সৌকর্য, বিশেষ করে বিদেশী ভাষার শব্দ ব্যবহারের পারঙ্গমতায় মুগ্ধ হই । অভিভাষণগুলোতে নজরুলের বিভিন্ন বিদেশী শব্দের স্বতস্ফূর্ত ব্যবহার তাঁর রচনাশৈলীর একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটন করে ।

নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ : নজরুল প্রাবন্ধিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন সাংবাদিকতায় এসে । তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলো নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল পত্রিকার সম্পাদকীয় রূপে প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে সেগুলোর অধিকাংশই প্রবন্ধগ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হচ্ছে-

যুগবাণী (১৯২২): নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিয়ে যুগবাণী প্রবন্ধগ্রন্থটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সাথে সাথে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয় । ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।[৩৩] ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য গড়ে ওঠা তীব্র আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে । দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় কেবল পরাধীনতার বিরুদ্ধেই নজরুল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেননি, লিখেছেন শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে, লিখেছেন কৃষকশ্রমিক শ্রেণির সমস্যা নিয়ে । অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের শোষণ-অত্যাচার ও সেই সাথে দেশী মানুষের সামাজিক ভেদাভেদ ও পশ্চাদপদতা নিয়ে যেসব অগ্নিঝরা সম্পাদকীয় নজরুল নবযুগে লিখেছিলেন, সেসব বিভিন্ন বিষয়ে লেখা মোট ২১টি প্রবন্ধ যুগবাণীতে রয়েছে, যেখানে বিদেশী অনেক শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩) : ধূমকেতু পত্রিকা অফিসে পুলিশ খানাতল্লাশ চালায় ১৯২২ সালের ৬ই নভেম্বর। পরওয়ানা বলে পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি লেখা বাজেয়াপ্ত করা হয়: একটি নজরুলের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কবিতা- 'আনন্দময়ীর আগমনে' (ধূমকেতুর ১২ সংখ্যা), আরেকটি লীলা মিত্রের প্রবন্ধ 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' (ধূমকেতু ১৫ সংখ্যা)। নজরুল ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় গ্রেফতার করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয়। একই সালের ২৫শে নভেম্বর চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। শুনানি হয় ২৯ শে নভেম্বর; বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে নজরুল আদালতে যে লিখিত বিবৃতি পেশ করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা *রাজবন্দীর জবানবন্দী* নামে পরিচিত। *রাজবন্দীর জবানবন্দী* নজরুল কোলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি, রবিবার, দুপুর বেলায় রচনা করেছিলেন। ১৩২৯ সালের ১২ই মাঘ 'ধূমকেতু' ১৩২৯ মাঘের 'প্রবর্তক' ১৩২৯ ফাল্গুনের 'উপাসনা' এবং ১৩২৯ ফাল্গুনের সহচর প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুলের রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রবন্ধাকারে এবং প্রায় একই সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ধূমকেতুঃ ধূমকেতু (১৯২২) পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের সম্পাদকীয় নিবন্ধ বা প্রতিবেদনসমূহের অধিকাংশ পরবর্তীকালে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ সংকলন *দুর্দিনের যাত্রী*, *রুদ্র-মঙ্গল* এবং *ধূমকেতু* গ্রন্থে সংকলিত হয়।

ধূমকেতু কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত একটি দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকা, যা ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ (১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি শুরুতে ফুলস্কেপ কাগজের চার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো এবং পরে আট পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো। পত্রিকাটির সর্বশেষ সংস্করণ ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের প্রচেষ্টায় পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ২০ পৃষ্ঠার 'মোহররম সংখ্যা' (৭ম সংখ্যা, ১৬ই ভাদ্র ১৩২৯/ আগস্ট ১৯২২), ১২ পৃষ্ঠার 'আগমনী সংখ্যা' (১২শ সংখ্যা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২), ১২ পৃষ্ঠার 'দেওয়ালী সংখ্যা' (১৫শ সংখ্যা, ২০শে অক্টোবর ১৯২২) এবং 'কংগ্রেস সংখ্যা' (৩০তম সংখ্যা, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২২) ছিল উল্লেখযোগ্য।

ধূমকেতু (১৯২২) পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অধিকাংশই *দুর্দিনের যাত্রী* ও *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।আমরা এখানে *দুর্দিনের যাত্রী*, *রুদ্র-মঙ্গল* ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলোর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রবন্ধগ্রন্থেও বিদেশী অনেক শব্দের নানারকম ব্যবহার রয়েছে।

***দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬) :** বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে লিখিত ও ধূমকেতুতে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে নজরুলের *দুর্দিনের যাত্রী* প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এখানে মোট ৭টি প্রবন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধগ্রন্থেও বিদেশী অনেক শব্দের নানারকম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

***রুদ্র-মঙ্গল* (১৯২৬) :** বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে লিখিত এবং *ধূমকেতু* ও *লাঙল*-এ প্রকাশিত আরও কিছু প্রবন্ধ নিয়ে নজরুলের *রুদ্র-মঙ্গল* প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এখানে মোট ৮টি প্রবন্ধ রয়েছে।এই প্রবন্ধগ্রন্থেও বিদেশী অনেক শব্দের নানারকম ব্যবহার লক্ষ করা যায় ।

***অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ* (১৯৬১) :** *নজরুল রচনাবলীর* জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সপ্তম খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে লিখিত নজরুলের কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। নজরুল কিছুদিন *সওগাত*-এ 'চানাচুর' বিভাগ পরিচালনা করেন এবং সেখানেও তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলোও এই খণ্ডে সংকলিত আছে।

বর্তমান গবেষণায় এই ২২টি অভিভাষণ এবং ৫টি প্রবন্ধগ্রন্থের মোট ৭২টি প্রবন্ধ নিয়ে সর্বমোট ৯২টি অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের তালিকা প্রস্তুত ও তার ভাষাবৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা* (*২য় খণ্ড*) , (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ- ২১০
২। সৌরভ সিকদার, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, (ঢাকা: হাসি প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ:১৮৩, ১১৭
৩। আনিসুজ্জামান মধ্যযুগের লেখকদের যে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন তা হলো-
ক) সৃষ্টিধর্মী লেখক: কখনো কখনো সমসাময়িক জীবন থেকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা পেলেও ইসলামের ঐতিহ্য থেকেই এঁরা প্রধানত প্রেরণা লাভ করেছেন।

খ) তথ্যনিষ্ঠ লেখক: ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা গ্রন্থরচনা করেছেন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে এঁরা কিছুটা পরিচিত এবং ইসলামের ব্যাখ্যায় অনেকটা উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন।

গ) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক লেখক: বিধর্মীর সঙ্গে ইসলামের মাহাত্ম নিয়ে এবং স্বধর্মীর সঙ্গে ধর্মের নির্দেশ নিয়ে বিচার করা এঁদের উদ্দেশ্য। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে এঁদের পরিচয় সীমাবদ্ধ।
বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)* (ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, ২০১২), পৃ: ৩২
৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), *বাংলা সাহিত্যের কথা*, *২য় খণ্ড* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ: ৩০৩
৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৭
৬। ইকবাল ভূঁইয়া (সম্পাদক), *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ: ৭৯
৭। কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮), পৃ: ৩৩৭
৮। মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা- সাহিত্য ২য় খণ্ড* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), পৃ: ১০৯
৯। মনসুর মুসা (সম্পাদক), *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী ২য় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪) পৃ: ১০৩
১০। মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৯
১১। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২
১২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: রেসেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৭৩), পৃ: ৪২
১৩। মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৯
১৪। Suniti Kumer Chatterjee *The Origin and Development of the Bengali Language*, vol, 1 (Calcutta 1926, 211-12).
১৫। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯
১৬। ইকবাল ভূঁইয়া (সম্পাদক), *নির্বাচিত রচনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ: ২৬-২৯
১৭। সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ)* (ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৩), পৃ: ১৬
১৮। সৌরভ সিকদার, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগ* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ: ৭৭
১৯। পূর্বোক্ত, পৃ- ৭৭
২০। রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: কেপি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯১), পৃ: ৮
২১। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯
২২। পূর্বোক্ত, পৃ: ১১
২৩। গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ: ৪০
২৪। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮
২৫। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮), পৃ: ১১৭
২৬। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২২
২৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬
২৮। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৪), পৃ: ৮
২৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭
৩০। সৌরভ সিকদার, *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা* (ঢাকা: অবসর, ২০১৪), পৃ: ৪৫-৪৬
৩১। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৬
৩২। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ* (কলিকাতা নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯)
৩৩। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৬

৬ষ্ঠ অধ্যায়

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসমূহের ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন

প্রতিটি ভাষাই তার নিজস্ব ধ্বনি সংগঠনের কারণে অন্যান্য ভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো- একটি ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের সাথে অপর ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ঠ্য মিলে না। এ কারণেই একটি ভাষা সাধারণত অন্য ভাষা থেকে ধ্বনি বা ধ্বনিমূল ঋণ করে না। ঋন গ্রহণ হয়ে থাকে মূলত রূপতাত্ত্বিক স্তরে, ঋণ গ্রহণের পরে গ্রহীতা ভাষার নিজস্ব ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিদেশী শব্দটাকে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। কোন বিদেশী শব্দ যখন একটি ভাষায় প্রবেশ করে তখন উৎস ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে যায়। সে শব্দটি উচ্চারিত হয় গ্রহীতা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এর ফলে বিদেশী শব্দটিকে অনেক সময়ই পৃথকভাবে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এভাবেই উৎস ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গ্রহীতা ভাষার ধ্বনি সংগঠন অনুযায়ী উচ্চারিত হয়ে বিদেশী শব্দটি গ্রহীতা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান করে নেয় এবং সে ভাষার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। বিদেশী ভাষা থেকে ঋণগ্রহণ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন-

এক ভাষা সাধারনত আরেক ভাষা থেকে ধ্বনি ধার করে না, শব্দ নেয়, আর শব্দগুলোকে বিন্যস্ত করে নেয় আপন ধ্বনিগুলোর মধ্যে, মুছে ফেলে সে সমস্ত চিহ্ন যা শব্দটিকে বিদেশী বলে জানান দেয়। বাঙলা ভাষার এক হাজার বছরেরও অধিক কালে ইতিহাসে বিদেশ থেকে ধার করা হয় নি একটিও ধ্বনিমূল।

বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে গোলাম মকসুদ হিলালী বলেছেন-

> "Going through the normal philological process of changes in words taken as loan from a foreign language, Perso- Arabic words in Bengali lost more or less their Own phonology to adopt themselves to the phonology of the language they enriched."

বিদেশী শব্দগুলোকে বাংলা তার নিজস্ব ধ্বনিসংগঠনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এ কারণে কিছু ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে। এখানে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিদেশী কিছু শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

আরবি- ফারসি শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তনঃ

স্বরাগমঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের কোনও স্থানে স্বরের আগমনকে স্বরাগম বলা হয়। স্বরধ্বনির আগমন ঘটতে পারে শব্দের তিনটি স্থানেই। সেই হিসেবে স্বরধ্বনির আগমন তিন ভাগে বিভক্ত।

ক) আদি স্বরাগমঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনের আগে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। আরবি- ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশের সময় এরূপ ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়। যেমনঃ

IPA (আরবি/ফারসি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
k^h ɔal >	k^h eal	খেয়াল

খ) মধ্য স্বরাগম: উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি আসার রীতিকে বলে মধ্য স্বরাগম। আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশের পর এরূপ ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: যেমন-

IPA (আরবি/ফারসি)		IPA (বাংলা)	বাংলা
hukm	>	hukum	হুকুম
ɟulm	>	ɟulum	জুলুম
sɔbɟ	>	sobuɟ	সবুজ
bɔrf	>	bɔrof	বরফ

২। আদি স্বরলোপ: শব্দের আদি স্বরধ্বনি লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে আদি স্বরলোপ। যেমন:

IPA (আরবি/ফারসি)		IPA (বাংলা)	বাংলা
juban	>	jɔban	জবান

৩। মধ্য ব্যঞ্জনলোপ: শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে মধ্যব্যঞ্জন লোপ বলে। নজরুল কর্তৃক ব্যবহৃত ফারসি শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো-

IPA (আরবি/ফারসি)		IPA (বাংলা)	বাংলা
Sahnai	>	Sanai	সানাই
Oahhabi	>	oahabi	ওয়াহাবি

৪। অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ: শব্দের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে তাকে অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। উদাহরণ:

IPA (আরবি/ফারসি)		IPA (বাংলা)	বাংলা
bagic^{h}ah	>	bagicha	বাগিচা

৫। পদান্তে 'ই' ধ্বনি লোপ এবং 'আ' ধ্বনির আগমন।

IPA (আরবি/ফারসি)		IPA (বাংলা)	বাংলা
pialah	>	piala	পিয়ালা
k^{h}olip^{h}ah	>	k^{h}olip^{h}a	খলিফা

৬। শব্দের আদিতে /u/ ধ্বনি /o/ ধ্বনিতে রূপান্তর-

IPA (আরবি/ফারসি)		IPA (বাংলা)	বাংলা
us̪ad̪	>	os̪ad̪	ওস্তাদ
gulam	>	golam	গোলাম

৭। **ই ধ্বনি লোপঃ** আরবি ফারসি শব্দের শেষে ই ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। যেমনঃ

IPA (আরবি/ফারসি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
siɟɖ̪ah >	siɟɖ̪a	সিজদা
k^haʃah >	k^haʃa	খাসা
allah >	alla	আল্লা

ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রে সংঘঠিত ধ্বনি পরিবর্তনঃ

১। মধ্য স্বরাগমঃ এ পদ্ধতিতে একটি শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমনঃ

IPA (আরবি/ফারসি)	IPA (ইংরেজি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
table	teibl >	tebil	টেবিল

২। অন্ত্য স্বরাগমঃ এ পদ্ধতিতে একটি শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন-

English	IPA (ইংরেজি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
c^hrist	kraist >	k^hristo	খ্রিস্ট

৩। মধ্য স্বরলোপঃ শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন-

English	IPA (ইংরেজি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
Jail	ʤeil >	ɟel	জেল
table	teibl >	tebil	টেবিল
train	trein >	tren	ট্রেন

৪। ইংরেজি ধ্বনি /ʤ/ পরিবর্তিত হয়ে / ɟ / হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ

English	IPA (ইংরেজি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
judge	ʤaʤ >	ɟɔɟ	জজ

৫। আংশিক ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চারণে সহজতা আনয়নের জন্য এরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমনঃ

English	IPA (ইংরেজি)	IPA (বাংলা)	বাংলা
lord	lɔd >	lat	লাট
platoon	plætu:n >	pɔltɔn	পল্টন

পর্তুগিজ শব্দের ক্ষেত্রে সংঘটিত ধ্বনি পরিবর্তন নিম্ন আলোচনা করা হলো-

১। পর্তুগিজ শব্দের ব্যবহৃত অনুনাসিক ধ্বনি বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জন হয়। যেমন-

IPA		বাংলা
leilão	>	নিলাম

২। পর্তুগিজ igreja শব্দটি ধ্বনি বিপর্যয়ের ফলে বাংলায় হয়েছে গির্জা।

৩। পর্তুগিজ শব্দ / l / ধ্বনি বাংলায় / r / এবং / s / ধ্বনি বাংলায় / ɟ / তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন-

IPA		IPA (ইংরেজি)	বাংলা
iŋles	>	iŋreɟ	ইংরেজ

ফরাশি শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে।

১। অন্ত্যস্বরধ্বনি লোপ: এই প্রক্রিয়ায় একটি উদাহরণ পাওয়া যায়-

IPA		IPA (বাংলা)	বাংলা
ent̪ent̪e	>	ãt̪at̪	আঁতাত

২। নাসিক্যীভবন : নাসিক্য ধ্বনি ঞ, ণ, ন, ম ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলার প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন:

IPA		IPA (বাংলা)	বাংলা
ent̪ent̪e	>	ãt̪at̪	আঁতাত

গুজরাটি /ə / ধ্বনি বাংলায় / ə / ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

IPA		IPA (বাংলা)	বাংলা
har̪tal	>	hɔr̪tal	হরতাল

নজরুল কর্তৃক প্রদত্ত মোট ২২টি অভিভাষণে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ সমূহের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১। প্রতিভাষণ- এ অভিভাষণে মোট ২৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সওগাত, Beauty, is, truth- এ শব্দ গুলো দুই বার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

২। তরুণের সাধনা- এ অভিভাষণে মোট ৩৪টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সাহেবের শব্দটি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। বার্ধক্য ও যৌবন- এ অভিভাষণে মোট ১৮ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুসলিম ও খোদার শব্দ দুইটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার- এ অভিভাষণে মোট ৪৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মওলানা ও মুসলিমদের শব্দ দুইটি দুই বার, বিবি শব্দটি তিনবার এবং ফতোয়া শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা- এ অভিভাষণে মোট ১৪টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ফখর শব্দটি দুইবার এবং খোদার শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। সঙ্ঘ-একনিষ্ঠতা- এ অভিভাষণে মোট ২০ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শহিদদের শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। সঙ্গীত শিল্প- এ অভিভাষণে মোট ১০ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য- এ অভিভাষণে মোট ১৫টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে খোদার শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। শেষ কথা- এ অভিভাষণে মোট ৯টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১০। প্রতি-নমস্কার- এ অভিভাষণে মোট ১০ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা- এ অভিভাষণে মোট ১৪৮ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বুলবুলিস্তানে, আরবি-ফার্সি, বিবিদের, খোদার খাসি, কালচারের, বাহারের- শব্দগুলো দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমানদের, সালাম, শব্দ দুইটি তিনবার Competition শব্দটি পাঁচ বার, মুসলমান শব্দটি ছয় বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১২। বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও- এ অভিভাষণে মোট ১২৮টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কওম, কওমের, আর্জি, দর্গার, জঙ্গে, গোরস্থানের শব্দগুলো দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩। জন- সাহিত্যে - এ অভিভাষণে মোট ৪৬টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কেরোসিনের, কওমের, খোদার- শব্দগুলি দুইবার, কোরবানি ও চিড়িয়াখানায় শব্দ দুইটি তিন বার ও দরদ শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪। উস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ- এ অভিভাষণে মোট ৫৫টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উস্তাদ, আল্লার, রহম ও ইউনিভার্সিটি- শব্দগুলো দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫। স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ- এ অভিভাষণে মোট ৩৫টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে রাহে, কোরবানি ও আল্লার শব্দ গুলো দুইবার এবং ইসলামের শব্দটি তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬। শিরাজী- এ অভিভাষণে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭। আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ- এ অভিভাষণে মোট ১৫৯ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আল্লাহকে, বান্দার, রহমত, রহমতের, ফকিরের, রসুলের, চোগা-চাপকানের, লিডার, ইমাম, কাফের, গোলামখানায়, কশাইখানায় এবং রাহে-লিল্লাহ- শব্দগুলো দুইবার এবং আল্লাহ শব্দটি সাত বার আল্লাহর শব্দটি পনের বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮। মধুরম্- এ অভিভাষণে মোট ৭টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯। যদি আর বাঁশি না বাজে- এ অভিভাষণে মোট ১৯ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জুবিলি শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২০। কৃষক শ্রমিকের প্রকি সম্ভাষণ- এ অভিভাষণে মোট ৬টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২১। রসলোকের তৃষ্ণা- এ অভিভাষণে মোট ২১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কোরান শরিফে, রওশন এবং escapist- এ শব্দগুলো দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২২। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা- এ অভিভাষণে মোট ১২টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কোরান শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

যুগবাণী

১। নবযুগ- এ প্রবন্ধে মোট ২৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে রুশিয়া শব্দটি ২ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

২। 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!'- এ প্রবন্ধে মোট ৩১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে খোদার ও জাহান্নামে শব্দ ২টি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ- এ প্রবন্ধে মোট ৫৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ডায়ারকে, খোদা ও গোলামের শব্দ তিনটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। ডায়ার ও জালিয়ানওয়ালাবাগের শব্দ দুইটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। ডায়ারের শব্দটি সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। ধর্মঘট- এ প্রবন্ধে মোট ২৫ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য- এ প্রবন্ধে মোট ১৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান ও তিলকজি শব্দ দুইটি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?- এ প্রবন্ধে মোট ২৮ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুহাজিরিন, গোলমাল ও কিচনার শব্দগুলো দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান- এ প্রবন্ধে মোট ১৮ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুসলমান শব্দটি মোট দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। ছুঁৎমার্গ- এ প্রবন্ধে মোট ৩৬টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে স্টেথিস্কোপ, হিন্দু মুসলমানে, আদত শব্দগুলো দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমান শব্দটি মোট আট বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন- এ প্রবন্ধে মোট ৫টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে খোদার শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১০। মুখবন্ধ- এ প্রবন্ধে মোট ২৮টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জোর ও সাহেব শব্দ দুইটি দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন- এ প্রবন্ধে মোট ৫৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে রোজ কেয়ামত, ফুট , সাহেব, বরফের, প্রফেসর, গ্যাস, কার্বনিক এসিড শব্দগুলো দুই বার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

১২। বাঙালির ব্যবসাদারি- এ প্রবন্ধে মোট ৬০ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে দোকানের, সাহেবের, দামে, এ শব্দ গুলো দুইবারকরে ব্যবহৃত করা হয়েছে। জিনিস শব্দটি তিন বার ও নাম শব্দটি আট বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩। আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?- এ প্রবন্ধে মোট ৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪। কালা আদমিকে গুলি মারা- এ প্রবন্ধে মোট ৬৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে গুলি, আদমি, সাহেব শব্দগুলি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে। আদমিকে তিন বার ও গুলির সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫।শ্যাম রাখি না কুল রাখি- এ প্রবন্ধে মোট ৪৮টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে গুকুম, জারি, বাহাদুর, লাট, গবর্নর, গালি-গালাজ- শব্দ গুলো দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজ তিন বার এবং নেটিভ চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬। লাট-প্রেমিক আলি ইমাম- এ প্রবন্ধে মোট ৬৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মন্টেগু, মি:, লাটু এ শব্দগুলো দুই বার, ইমাম, নিজামের, শব্দগুলো তিনবার, সার, আলি ও রিডিং পাঁচবার এবং লর্ড সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭। ভাব ও কাজ- এ প্রবন্ধে মোট ২১টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে স্পিরিট শব্দটি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮। সত্য-শিক্ষা- এ প্রবন্ধে মোট ১৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আজাদির শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯। জাতীয় শিক্ষা- এ প্রবন্ধে মোট ২৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ইংরেজি শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২০। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়- এ প্রবন্ধে মোট ১৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জান ও গোলামখানা শব্দ দুইটি দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

২১। জাগরণী- এ প্রবন্ধে মোট ৯ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজবন্দীর জবানবন্দী

এ প্রবন্ধে মোট ১৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আইন শব্দটি মোট পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

দুর্দিনের যাত্রী

১। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জাহান্নাত শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২। তুবড়ি বাঁশির ডাক- এ প্রবন্ধে মোট ৬টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে হাওয়ায় হাওয়ায় দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা- এ প্রবন্ধে মোট ১১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে টুটে শব্দটি মোট তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। স্বাগত- এ প্রবন্ধে মোট ৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। 'মেয় ভুখা ওঁ'- এ প্রবন্ধে মোট ৫০টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বেটির চার বার, বেটি ছয় বার এবং মেয়, ভুখা, ওঁ শব্দগুলো বারো বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ? এ প্রবন্ধে মোট ৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে খুনের শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। আমি সৈনিক- এ প্রবন্ধে মোট ৫ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

রুদ্র-মঙ্গল

১। রুদ্র-মঙ্গল- এ প্রবন্ধে মোট ৫ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২। আমার পথ- এ প্রবন্ধে মোট ১১টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। মোহর্‌রম- এ প্রবন্ধে মোট ৬৯ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে হজরত, শহীদ, কারবালার, ফাতেমা, আরশের, আপসোস্, মাতম, সকিনার- শব্দ গুলো দুইবার এবং আল্লার, মুসলিম শব্দগুলো তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। বিষ- বাণী- এ প্রবন্ধে মোট ১৯ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। ক্ষুদিরামের মা- এ প্রবন্ধে মোট ৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। ধূমকেতু'র পথ- এ প্রবন্ধে মোট ১৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাহবা, নমরুদের, ইবরাহিমের এ শব্দগুলো দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। মন্দির ও মসজিদ- এ প্রবন্ধে মোট ৮২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুসলমানদের, ডাস্টবিন, জাদু, টুপি, হিন্দ-মুসলমান, শয়তান, ডাস্টবিনে, গোরস্থানের শব্দগুলো দুইবার করে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লার , মসজিদ, মসজিদের, এ শব্দ গুলো তিনবার এবং মুসলমান শব্দটি পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। হিন্দু- মুসলমান- এ প্রবন্ধে মোট ৪৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-মুসলমানের, আল্লা- এ শব্দগুলো দুইবার এবং মুসলমান শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যান্য প্রবন্ধ

১। তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা- এ প্রবন্ধে মোট ৮০টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সাদা, গুরপরি, গুরপরির, আমেরিকান- এ শব্দগুলো দুই বার, সাহেবের শব্দটি তিনবার, তুর্কদের- চার বার এবং তুর্ক শব্দটি মোট এগার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২। জননীদের প্রতি- এ প্রবন্ধে মোট ২০টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব- এ প্রবন্ধে মোট ১৩টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। জীবন-বিজ্ঞান- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। আমার ধর্ম- এ প্রবন্ধে মোট ৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। মুশকিল- এ প্রবন্ধে মোট ২২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুশকিল ও কাউন্সিলে- এ শব্দ দুইটি দুই বার এবং কাউন্সিল শব্দটি পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। লাঞ্ছিত - এ প্রবন্ধে মোট ১৫ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আরামের শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। নিশান-বরদার- এ প্রবন্ধে মোট ১৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শয়তানকে- দুই বার এবং খুন শব্দটি ছয় বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। তোমার পণ কি- এ প্রবন্ধে কোনো বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।

১০। ভিক্ষা দাও- এ প্রবন্ধে মোট ২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। কামাল- এ প্রবন্ধে মোট ২৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বম্বু ও চোটে শব্দ দুইটি দুইবার এবং ইসলামের শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১২। ভাববার কথা- এ প্রবন্ধে মোট ২৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বুরোক্রেসির শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩। বর্তমান বিশ্ব- সাহিত্য- এ প্রবন্ধে মোট ১৮৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সাইবেরিয়ায়, রাশিয়া, স্ক্যাণ্ডিনোভিয়া এবং Great War শব্দ গুলো দুই বার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ- এ প্রবন্ধে মোট ৭৭টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে রাজ কয়েদি, পুলিশের, মিয়া সাহেব, পলিটিক্সের, মুসলমান ও আরবি-ফারসি শব্দ গুলো দুই বার করে ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলমানি ও উতারো শব্দ দুইটি তিনবার এবং খুন শব্দটি পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫। বর্ষারম্ভে- এ প্রবন্ধে মোট ১৫ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বুলবুল-এর দুইবার এবং বুলবুল শব্দটি তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬। আজ চাই কি- এ প্রবন্ধে মোট ১১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শয়তানের শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭। আমার সুন্দর- এ প্রবন্ধে মোট ১৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কোরান এবং কোরানে শব্দ দুইটি দুই বার এবং জেলে শব্দটি তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮। সত্যবাণী- এ প্রবন্ধে মোট ৩৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ইসলামের শব্দটি দুইবার এবং ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দুইটি পাঁচ বার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯। ব্যর্থতার ব্যথা- এ প্রবন্ধে মোট ২টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২০। ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে পুলিশের শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২১। ধর্ম ও কর্ম- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২২। 'লাঙল'- এ প্রবন্ধে মোট ২৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জমিদার শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩। পোলিটিকাল তুবড়িবাজি- এ প্রবন্ধে মোট ৪৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কাউন্সিলে ও রিজোলিউশন শব্দ দুইটি দুইবার এবং পোলিটিকাল শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৪। 'গণবাণী' ও মুজফফর আহমদ- এ প্রবন্ধে মোট ১২৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কাগজের, ইটালির, গুজব, লিডার, বক্সিং, মোটরে, ফরওয়ার্ড এবং হাবসি- এ শব্দ গুলো দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমান শব্দটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫। বাঙালির বাংলা- এ প্রবন্ধে মোট ৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬। দুটি রাগিণী- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২৭। হোসেনী কানাড়া- এ প্রবন্ধে মোট ৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮। নীলাম্বরী- এ প্রবন্ধে কোনো বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।

২৯। আমার লীগ কংগ্রেস- এ প্রবন্ধে মোট ৮৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুসলমানের, গুকুম, কম- এ শব্দগুলো দুইবার, মুসলমান শব্দটি চারবার, আল্লাহ শব্দটি নয় বার এবং আল্লার শব্দটি দশ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০। নবযুগের সাধনা- এ প্রবন্ধে মোট ১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩১। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালী- এ প্রবন্ধে ১৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে পঞ্চায়েতের শব্দটি তিনবার এবং পঞ্চায়েৎ শব্দটি সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩২। কর্মনীতি ও সংকল্প- এ প্রবন্ধে মোট ১৮ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে দাবি শব্দটি দুইবার এবং আমলাতন্ত্রের শব্দটি পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৩। চরম দাবি- এ প্রবন্ধে মোট ৩২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে দাবি, বন্দোবস্ত ও সেলামিতে শব্দগুলো দুইবার এবং কো-অপারেটিভ শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৪। একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

চানাচুর

৩৬। ডোমনি স্টেটাস- এ প্রবন্ধে মোট ৩ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭। পুনর্মূষিকো ভব!- এ প্রবন্ধে মোট ৩২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ফেরেশতার, গাজি ও ভিস্তি শব্দগুলো দুই বার এবং কাবুলের শব্দটি চার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৮। চতুবর্গ- ফলের বোঁটা- এ প্রবন্ধে মোট ৬ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৯। বিবাহ- আইন বিল- এ প্রবন্ধে মোট ১২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিল শব্দটি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪০। চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে!- এ প্রবন্ধে মোট ১১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪১। 'হায় জানতি পার না'- এ প্রবন্ধে মোট ৪ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪২। ফল ইন (লভ নয়) ওয়ার!- এ প্রবন্ধে মোট ১৭ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৩। ধনে প্রাণে মারা যায়- এ প্রবন্ধে মোট ১১ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আইন শব্দটি মোট তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৪। হক সাহেবের হাসির গল্প - এ প্রবন্ধে মোট ৭২ টি বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে স্যার, সাহেবের, জিকির, মুসলিম লীগ,- শব্দগুলো দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। চাদরের ও ফকির শব্দ দুইটি চার বার ও সাহেব শব্দটি পাঁচবার হক শব্দটি ছয় বার এবং চাদর শব্দটি বারো বার ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল মুক্ত রূপমূল অর্থ এবং পদনির্দেশ সহ এখানে উপস্থাপন করা হলো-

আরবি :

১. **ইস্রাফিল-** বি. চারজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার অন্যতম- যাঁর শিঙ্গার ফুৎকারে সৃষ্ট জগৎ বিলুপ্ত হয়ে কেয়ামত হবে বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। [আ. ইসরাফিল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪)।

২. **শহীদ-** বি. ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যাক্তি। [আ. শহিদ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৪)।

৩. **জল্লাদ-** বি. বিচারক কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের ফাঁসি দেয় বা শিরচ্ছেদ করে এমন লোক। নির্মম বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি। [আ. জল্লাদ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৩)।

৪. **কশাই-** বি.পশুবধকারী, অতিশয় নির্দয় ব্যক্তি। [আ. ক্বস্সাব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭)।

৫. **আরশ-** বি. সর্বব্যপি আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরতি আসন। [আ. 'আরশ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪) ।

৬. **গোলাম-** বি. ক্রীতদাস, চাকর, ভৃত্য। [আ. গুলাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৯)।

৭. **জাহান্নাম-** বি. দোজখ, নরক ।[আ. জাহান্নাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৮)।

৮. **মতলব-** বি. অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য। [আ. মতলব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৪)।

৯. **দুনিয়া-** বি. জগৎ, পৃথিবী ।[আ. দুন্য়া]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৫)।

১০. **জালিম-** বিণ. অত্যাচারী, উৎপীড়ক ।[আ. যালিম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৭)।

১১. **আহমক-** বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন। [আ. আহমক্ব] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯) ।

১২. **সিজদা-** বি. দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, কপাল ও নাকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের ইসলামী নীতি। [আ. সিজ্দাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৮)।

১৩. **খোমার-** বি.মত্ততা, নেশার কারণে চোখে ঢুলুঢুলু ভাব, আবেশ। [আ. খুমার]। খুমার (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৭) ।

১৪. **মেহনত-** বি. খাটুনি, পরিশ্রম। [আ. মিহনত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮০)

১৫. **মুদ্দই-** বি. ফরিয়াদি, দুশমন ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৬)।

১৬. **নজির-** বি. দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৭)।

১৭. **মুহাজিরিন–** বি. আশ্রয় সন্ধানীরা, উদ্বাস্তুর দল। [আ. মুহাজির শব্দের বহুবচন]। (*নজরুল– শব্দপঞ্জী*,। পৃ: ৬৭৪)।

১৮. **জহুরি-** বি. যে যে মণিমুক্তা চিনে ও তার দোষগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। [আ. জওহরী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪১)।

১৯. **আদত**- বিণ. অভ্যাস, স্বভাব ।[আ. আদদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮)।

২০. **মুজাদ্দিদ**- বিণ. ধর্ম সংস্কারক, মুসলমানী বিশ্বাসমতে, হাজার বছরে একজন ধর্ম সংস্কারকের অবির্ভাব হয় ।[আ.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৮৬)।

২১. **বেদাৎ**- বিদ্ আত, ইসলামী শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ। [আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৯) ।

২২. **বাজে–** বি. মিথ্যা, অকেজো, বিষয় বহির্ভূত। [আ. ব'জ্বী] (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২৫৫)

২৩. **হুকুম**- বি. আজ্ঞা, আদেশ ।[আ. হুক্‌ম্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩৪)।

২৪. **সাহেব**– বি. ভদ্রলোক, ইংরেজি শিক্ষিত লোক। [আ. সাহি: ব্]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ৩৭৪)

২৫. **আমলা**– বি. বেতনভোগী কর্মচারী। [আ. আমিল্]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২৩)

২৬. **বাতিল**– বিণ. মিথ্যা। [আ. বাত্বিল]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২৫৬)

২৭. **খাসা**- বিণ. উৎকৃষ্ট, চমৎকার ।[আ. খাসাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৫)।

২৮. **গরিব**- বিণ. দীন, দরিদ্র ।[আ.গরিব] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৩) ।

২৯. ওস্তাদ- বি. শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ। [আ. উসতাদ] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩)।

৩০. **কসরৎ**- বি. ব্যায়াম, অঙ্গ চালনার কৌশল ।[আ. কসরত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭) ।

৩১. **সালাম**- বি.মুসলমানি রীতিতে অভিবাদন বিশেষ ।[আ. সালাম] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৯) ।

৩২. **আসল**– বি. প্রকৃত। [আ. অস্বল্]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ৩৪)

৩৩. **হজম**– বি. পরিপাক, আত্মসাৎ, বিনা প্রতিবাদে সহ্যকরণ ।(আ. হজ্‌ম্) (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ৩৮৫)

৩৪. **জিনিস**– বি. বস্তু, পদার্থ [আ. জিন্‌স্] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৯)

৩৫. **খোলাসা**– বি. স্পষ্ট [আ. খুলাসহ্] (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ১০৩)

৩৬. **সাফ**- বিণ. পরিষ্কার। [আ. স্বাফ] ।(*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ৩৭১) ।

৩৭. **আদমি**- বি.মানুষ, লোক ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫) ।

৩৮. **আহম্মক**- বিণ.নির্বোধ, বুদ্ধিহীন ।[আ. আহমক্] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩) ।

৩৯. **হুজুর**- বি.সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয় ।[আ.] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩৫) ।

৪০. **নাকচ**- বিণ.রদ, রহিত, বাতিল ।[আ. নাক্কিস্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১১) ।

৪১. **হক**- বি. দাবী, ন্যায্য অধিকার ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২৭)।

৪২. **নেহায়েৎ** - অব্য. নিদেনপক্ষে, নিতান্ত ।[আ. নিহায়ত] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২১) ।

৪৩. **বাতিল**- বিণ.অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত ।[আ. বাত্বিল] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৬) ।

৪৪. **জারি**- বি.প্রবর্তন, প্রয়োগ, চালু ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৭)

৪৫. ইস্তাহার- বি.বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র ।[আ. ইশ্‌তিহার] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৯) ।

৪৬. **তামিল**- পালন, সম্পাদন ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৪) ।

৪৭. **ইজ্জৎ**- বি.মান, সম্‌ভ্রম, সম্মান ।[আ. 'ইয্যত] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৫) ।

৪৮. **তফাৎ**- বি.পার্থক্য, বিভেদ, দূরত্ব ।[আ. তফাউৎ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৭) ।

৪৯. **মশগুল**- বিণ. তন্ময়, আবিষ্ট, বিভোর ।[আ. মশ্‌গূল] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৭) ।

৫০. **খোতবা**– বি. জুম্মার নামাজের পূর্বে বা ঈদের নামাজের পরে ইমাম প্রদত্ত অভিভাষণ। [আ. খুতবাহ্] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯)

৫১. **মাসোহারা**– বি. প্রতি মাসে প্রদেয় বৃত্তি। [আ. মুশাহরহ্] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭২)।

৫২. **নিজাম**- বি. প্রাদেশিক শাসন কর্তা, হায়দ্রাবাদের অধিপতির উপাধি। [আ. নিজাম] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮) ।

৫৩. **সৈয়দ**– বি. সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের পদবী। [আ. সয়্যিদ] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৯) ।

৫৪. **রাজী**- স্বীকৃত, সম্মত ।[আ.] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৬) ।

৫৫. **নেশা**- বি. মাদকতা, আসক্তি। [আ. নিশওয়াহ] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩০)।

৫৬. **খবর**- বি.সংবাদ, বার্তা, তথ্য ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৩)।

৫৭. **তালাক**- বি.মুসলমানদের বিবাহবিচ্ছেদ ।[আ. তবলাক্ব'] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৭) ।

৫৮. **ওজর**- বি. অজুহাত, আপত্তি, ছল, কৈফয়ৎ। [আ. 'উয্‌র] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২)।

৫৯. **লাল**- বিণ. রক্তবর্ণ। [আ. ল'ল্] । (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ৩৪৩)

৬০. **খেয়াল**- বি.আকস্মিক ইচ্ছা, ইচ্ছা, মর্জি। [আ. খয়াল]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০০)।

৬১. **ইমারত**- বি. অট্টালিকা, কোটাবাড়ী, দালান, প্রাসাদ। [আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ১০১) ।

৬২. **গলদ**- বি. ভুল, ত্রুটি। [আ. ঘলত্ব]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ১০৭)।

৬৩. **মোহর্রম**- বি.হিজরি বৎসরের প্রথম মাস ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৮১) ।

৬৪. **হাবিব**- বি. বিণ. প্রিয়, প্রিয়জন, বন্ধু, সখা ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৩) ।

৬৫. **হজরত**- বি. মহাত্মা, পয়গম্বর ।অতি সম্মানিত ব্যক্তি ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৭৩৭) ।

৬৬. **কোরবান**- বি. বিশেষ উদ্দেশে জীবন দান স্রষ্টার উদ্দেশে ত্যাগ ।উৎসর্গ ।[আ. কুরবান] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২০৬) ।

৬৭. **মুসলিম**- বি. এহান আল্লাহ তা'য়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বা ব্যক্তি। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। [আ.] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৮) ।

৬৮. **কোরআন**– বি. আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে মহাবাণী। [আ. কু'রআন]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮০)।

৬৯. **দাবি–** বি. স্বত্ব, অধিকারী। [আ. দা'বি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১২)।

৭০. **কৈফিয়ত**- বি. জবাবদিহি। [আ. কইফিয়্যত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৬)

৭১. **মাতম–** মাতম- বি. বিলাপ, শোক।[আ.]।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৫৬)।

৭২. **আজান**- বি. ঘোষণা, আহ্বান।নামাজেরজন্য মুয়াযযিন কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে আহ্বান; নামাজপড়ারজন্য আহ্বান। [আ.]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭)।

৭৩. **শয়তান**- বি. পাপাত্মা, দুরাত্মা [আ. শয়ত্বান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ:১৯৩)

৭৪. **কবর**- বি. সমাধি, গোর [আ. ক্বর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ:৩৫)

৭৫. আল্লা- বি.সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষা-কর্তা, খোদা, ঈশ্বর। [আ.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৮৯)।

৭৬. **তঞ্জিম**- বি. সংগঠন। [আ. তনজিম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৭)।

৭৭. **মসলা**- বি. ব্যঞ্জনাদি মুখরোচক করবার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ।[আ. মসালিহ্]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৮) ।

৭৮. **বিলকুল**- বিণ. স্রেফ, একদম।[আ. বি'ল্কুল্]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬০) ।

৭৯. **হাজির**- বিণ. উপস্থিত।[আ. হাযির]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩০) ।

৮০. **আরবি**- বি. আরবদেশীয়; আরবি ভাষা; আরব দেশ সম্বন্ধীয়। [আ. 'আরবি]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪) ।

৮১. **ইহুদি**- বিণ. হিব্রু, প্রাচীন জুডিয়া দেশের লোক।প্রাচীন ধর্মসম্প্রাদায়বিশেষ।[আ. য়হুদী]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪০) ।

৮২. **বোরকা**- বি. মুসলিম মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবরণ বস্ত্র।[আ. বুরক্ব'] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬৮) ।

৮৩. **জবর**- বিণ. বিষম; দারুণ, বেজায়, অত্যন্ত।[আ. জাবর]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৯) ।

৮৪. **জুলুম**- বি. অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুঃশাসন, জবরদস্তি।[আ জুল্ম] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯১) ।

৮৫. **গজব**- বি আল্লাহ্র প্রচন্ড ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, আল্লাহ্র শাস্তি।[আ. গজব] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬২) ।

৮৬. **মাফ**- বি. মার্জনা, ক্ষমা।[আ. মু'আফি] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৮১) ।

৮৭. **তালিম**- বি. শিক্ষা, উপদেশ, জ্ঞানদান।[আ. তা'লিম] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৪) ।

৮৮. **মুশকিল**- বি. বিপদ, সংকট, বাধা, বিঘ্ন।[আ. মুশ্কিল] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৮৯) ।

৮৯. **উকিল**- বি. আইন ব্যবসায়ী।[আ. ওয়াকিল] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫) ।

৯০. **মোকদ্দমা**- বি. মামলা; আদালতে দায়ের করা অভিযোগ ও তার বিচার।[আ. মুক্বদ্দমাহ্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬১) ।

৯১. **জমায়েত**- বি. জনসমাবেশ, সম্মেলন, ভিড়, সমাগম।[আ. জমা'আৎ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১)।

৯২. **তাজমহল**- বি. প্রিয়তমা মমতাজের স্মরণে সম্রাট শাজাহান কর্তৃক নির্মিত মর্মর প্রাসাদ। [আ. তাজমহল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০২)।

৯৩. **তারিফ**- বি. প্রশংসা, বাহবা, সুখ্যাতি ।[আ. তা'রিফ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৪) ।

৯৪. **শেরওয়ানি**- বি. মোটা কাপড়ের আজানুলম্বিত আচকানসদৃশ জামাবিশেষ ।[আ. র্শিওয়ানি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৮) ।

৯৫. **মৌলানা**- বি. মৌলবির চেয়ে উচ্চতর শ্রেণির মুসলমান পণ্ডিতের সম্মানিত উপাধি ।[আ. মাওলানা] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮২)।

৯৬. **নাজির**- বি. আদালতের কর্মচারী বিশেষ ।যিনি পেয়াদাদের তত্ত্বাবধান করেন ।পরিদর্শক ।[আ. নাজির]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৪) ।

৯৭. **কয়েদি**- বন্দী। [আ. ক্বয়েদী]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৬)

৯৮. **ফি**- বিণ. প্রতি। [আ. ফি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪১)

৯৯. **কসুর**- বি. দোষ, ত্রুটি, অপরাধ। [আ. ক্বসুর] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৮) ।

১০০. **বহর**- বি. রণপোতশ্রেণি, নৌকাশ্রেণি, জাহাজসমূহ। [আ. বহ্‌র] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৯) ।

১০১. **জাহির**- বিণ. ব্যক্ত, প্রকাশিত, প্রচারিত ।[আ. জাহির] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৮)।

১০২. **রফা**- বি. আপোষ, মীমাংসা। [আ. রফ'আ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)।

১০৩. **ময়দান**- বি. মাঠ, প্রান্তর। [আ. ময়দান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৫)।

১০৪. **মস্ত**- বিণ অতিবৃহৎ, বিশাল। [আ মস্তু] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৭) ।

১০৫. **শরিক**- বি. অংশী, ভাগীদার, অংশ আছে যার। [আ. শরিক]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৩)।

১০৬. **তসবি**- বি মুসলমানদের ব্যবহৃত আল্লাহর নাম জিকিরের জপমালা। [আ. তসবিহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০০)।

১০৭. **আজব**- বি. অদ্ভুত, অপূর্ব, অবাক। [আ. 'আজব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬) ।

১০৮. **মামলা**- বি. মোকদ্দমা, বিষয় ।[আ মু'আমলাহ্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭০) ।

১০৯. খলিফা- বি. প্রতিনিধি। [আ. খলীফহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৫)।

১১০. **জবাব**- বি. উত্তর। [আ. জওয়াব] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৫)

১১১. **মতলব**- বি. অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, কৌশল, ফিকির ।[আ. মতলব] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৪) ।

১১২. আসামি- বি. অভিযুক্ত, অপরাধী ।[আ. আসামী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১) ।

১১৩. **কাগজ**- বি. লেখার উপকরণ, সংবাদপত্র। [আ. কাগয]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৪)

১১৪. **হাবসি**- বি. আবিসিনিয়ার অধিবাসী, নিগ্রো। [আ. হবশীয়্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩১)

১১৫. **হাওয়া**- বি. বায়ু, বাতাস। [আ. হাওয়া], (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১২)

১১৬. কাফি- বি. রাগিণী বিশেষ। [আ. কাফিয়হ > কাফিয়া > কাফি]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ৬৭)

১১৭. **খাজনা**- বি. রাজস্ব, ভূমি কর। [আ. খযানহ্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী র্ফাসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৬) ।

১১৮. **কায়েমি**- বিণ. মজবুত, দৃঢ়, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। [আ. ক্বা'ইমী] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮) ।

১১৯. বাকি- বিণ. অবশিষ্ট। [আ. বাক্বী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৪)

১২০. গাজি- বি. ইসলাম ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকরী মুসলিম যোদ্ধা যিনি লড়াইয়ের পর বেঁচে থাকেন। [আ. গাজি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৪)

১২১. **শোকর**- বি. ধন্যবাদ। [আ. শুক্র্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৩)

১২২. **দফা**- বি. বার, কিস্তি। [আ. দফ'অহ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)

১২৩. **গজব**- বি. আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি। [আ. গযব]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৭)

১২৪. ফ্যাসাদ- বি ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন, গন্ডগোল। [আ ফসাদ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী র্ফাসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪৬) ।

১২৫. ওরফে- অব্য. বনাম। নামান্তর। [আ. উরফ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩)

১২৬. **মাজেজা**- বি আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণ কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ও পরম বিস্ময়কর দৃশ্য বা কাজ। [আ মুজিজাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৯)।

১২৭. **কোতল**- অভিধানে কতল- বি হত্যা, খুন, তরবারির আঘাতে মানুষকে বধকরণ ।[আ ক্বতল] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৪) ।

১২৮. **জিকির**- বি উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণ ।[আ জিকর] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৮) ।

১২৯. তরফ- বি.ধার, দিক, পক্ষ, প্রান্ত, পার্শ্ব ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৭৮) ।

১৩০. কাফের- বি. ইসলামে অবিশ্বাসী লোক, ধর্মে অবিশ্বাসী ।সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ।পৌত্তলিক, বহু ঈশ্বরবাদী ।নাস্তিক ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ১৭১)।

১৩১. লা-ওয়াকিফ- অব্য.না সূচক উপসর্গ ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯০)।

১৩২. তাজিম- বি. আদব, শ্রদ্ধা, সম্মান ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৮১) ।

১৩৩. মওলানা- বি.মহামান্য আলিম শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রবিশারদ ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৯) ।

১৩৪. ময়দান- বি. মাঠ, প্রান্তর ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৫)

১৩৫. হজ্জ- বি. যুলহজ্জ চান্দ্রমাসে নির্দিষ্ট স্থানে ইহরাম বাঁধা, ৯ই তারিখে মক্কার অদূরবর্তী আরাফাত ময়দানে অবস্থান ও পরে কা'বার তওয়াফ সম্বলিত ইসলামী অনুষ্ঠান ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২৮) ।

১৩৬. কাবা-শরিফ বি. সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত আল-াহর ঘর, মক্কার বিখ্যাত মসজিদ ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ১৭২) ।

১৩৭. রুহ- বি. আত্মা, প্রাণপাখি ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৯৯) ।

১৩৮. মোবারক- বিণ.পবিত্র, বিশুদ্ধ ।শুভ, কল্যানময়, আনন্দদায়ক ।[আ. মুবারক] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৮০) ।

১৩৯. আরাফাত- বি.মক্কা থেকে প্রায় ১.৬ কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা একটি ময়দান ।[আ. আরাফাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫) ।

১৪০. তসলিম- বি.মুসলমানী প্রথার অভিবাদন, সালাম ।[আ.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭০) ।

১৪১. কুচকাওয়াজ- বি. সৈন্যদের শারীরিক শিক্ষা ও রণ শিক্ষা ।[আ. 'কবাঈদ' বা 'কাওয়াইদ'] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ১৮৬) ।

১৪২. মুরিদ- বি. মুসলমান তাপস বা ধর্মপুরুষ; শিষ্য; সাধক ।[আ. মুরিদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮) ।

১৪৩. নিয়ামত- বি. তোহ্ফা; ধন; সম্পদ ।[আ. নি'মাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮) ।

১৪৪. কবুল- বি.সম্মতি ।বিয়ের সম্মতি; বিয়ের চুক্তিতে স্বীকৃতি; বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি ।স্বীকার; অনুমোদন, পালন ।[আ. ক্ববুল] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৫) ।

১৪৫. নিয়মিত- বি. সৌভাগ্য, অনুগ্রহ । [আ. নি'মাহ] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮)

১৪৬. ঈমান- বি. অবিচল ধর্মবিশ্বাস; আল-াহতে, কোরআনে, ফেরেশতায়, রসুলে ও হাশরে বিশ্বাস রাখাই হচ্ছে ঈমান [আ. ইমান] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫) ।

১৪৭. মৌলবি- বি.মুসলমান পন্ডিত । শিক্ষাবিদ বা জ্ঞানী ।ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ, ক্বারি ।আরবি ও ফারসিতে পন্ডিত । [আ. মওলবি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮২) ।

১৪৮. ফতোয়া- বি. ইসলামী শাস্ত্র অনুযায়ী বা শাস্ত্রসম্মত নির্দেশ, শাস্ত্রনির্দেশ ।কাজির রায় ।[আ. ফতওয়া] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫৪৩) ।

১৪৯. কুফরি- বি.বিণ.ধর্ম তথা আল-াহ ও রাসুলে অবিশ্বাস ।[আ. কুফরি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৪) ।

১৫০. ফখর- বি. অহংকার, গৌরব । [আ. ফখর্] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩৫)

১৫১. দরজা- বি.মর্যাদা, সম্মান ।গৌরব ।[আ. দরজাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১০) ।

১৫২. দোয়া- বি. আশীর্বাদ, মঙ্গল কামনা । [আ. দু'আ'] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০১)

১৫৩. মজলুম- বিণ. অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, শোষিত ।[আ.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৩৬) ।

১৫৪. জুলফিকার- বি.হজরত আলি (রা) এর তলোয়ার ।[আ. জুলফিকার] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯১) ।

১৫৫. মুসাফির- বি.পর্যটক, সফরকারী ।পথিক ।বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তি ।[আ. মুসাফির] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮) ।

১৫৬. মরহুম- বি. আল-ার রহমতপ্রাপ্ত ।প্রয়াত, স্বর্গীয়, লোকান্তরিত ।[আ. মরহুম] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৬) ।

১৫৭. তাজমহল- বি. মোগল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল- এর স্মৃতিরক্ষার্থে আগ্রায় নির্মিত স্বনামধন্য মমরপ্রসাদ।[আ. তাজমহল]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৪) ।

১৫৮. সেরেফ- বিণ. কেবল, মাত্র, একদম, শুধু।[আ. সিরফ]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৮) ।

১৫৯. আযান- বি. নামাজ পড়তে আসার জন্য আহ্বান, [আ. আযান] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফাসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১)

১৬০. সালাম- বি. ইসলামি শান্তি কামনা প্রকাশ। [আ. সলাম]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২১)

১৬১. আজিজ- বিণ, সম্মানিত, বন্ধু। [আ. আজিজ], (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭)

১৬২. নাহার- বি. দিবস, দিন। [আ. নাহার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৭)।

১৬৩. খাদেম- বি. ভৃত্য, সেবক, [আ. খাদিম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২)

১৬৪. ফার্সি- বি. পারস্যদেশের ভাষা। [আ. পারসী > ফা. ফারসী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪২)

১৬৫. কসরৎ- বি. অঙ্গচালনার কৌশল, ব্যায়াম। [আ. কস্‌রত্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৩)

১৬৬. হেরেম- বি. অন্দরমহল। [আ.হরম]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩৬)

১৬৭. নওয়াব- বি. মুসলমান সামন্ত রাজা। [আ. নওওযাব]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৮)

১৬৮. খাসি- বি. ছাগল। [আ. খসসী]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৫)

১৬৯. হালুয়া- বি. এক প্রকার মিষ্টি খাদ্য। [আ: হ:লব] (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ৩৯৯।

১৭০. নকিব- বি.বাদশাহ প্রমুখের আগমনবার্তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণাকারী। তূর্যবাদক, সংবাদবাহক, পেয়াদা। [আ. নক্বিব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২০)।

১৭১. জানাজা- বি. মুসলমানদের মৃতদেহ গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কবরস্থ করার পূর্বে মৃতদেহ সামনে রেখে একজন ইমামের পরিচালনায় যে নামাজ বা সমবেত প্রার্থনা করা হয়; মৃতদেহের সদগতির জন্য দাফন বা কবরস্থ করার পূর্বে যে নামাজ পড়া হয়। [আ. জানাযাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৫)।

১৭২. দোওয়া- বি.মঙ্গল কামনা, আশীর্বাদ। [আ. দু'আ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭)।

১৭৩. হদিস- বি. খোঁজ, সন্ধান, তত্ত্ব। উপায়, পথ, দিশা, অনুসন্ধানের সূত্র। কূল-কিনারা। [আ. হদীস]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১০)।

১৭৪. জিয়ারত- বি.মৃতের কবর বা পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন। মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা। ভক্তি সহকারে কবর দর্শন ও প্রার্থনা। [আ. জিয়ারত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯০)।

১৭৫. ওহাবি- বি.ধর্মসংস্কারক আবদুল ওহাবের পুত্র মুহম্মদের অনুসারী। [আ. ওয়াহহাবি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩)।

১৭৬. আমামা- বি.শিরোভূষণ, শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি। [আ. আমামহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩) ।

১৭৭. তহরিমা- বি.নামাজের প্রারম্ভে আল-াহু আকবর বলে বুকে হাত বেঁধে নামাজের নিয়ত করা।[আ. তহীমহ্]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭২)।

১৭৮. রহমত- বি.অনুগ্রহ, করুণা। দয়া, কৃপা।[আ. রহম, রহমত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)।

১৭৯. শান শওকত- বি. গৌরব, জাঁকজমক। প্রতাপ। [আ. শান-শওকত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৪)।

১৮০. মজলুম- বিণ. অত্যাচারিত, উৎপীড়িত। [আ. মজলুম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৩)।

১৮১. এলাজ- বি.চিকিৎসা। [আ. 'ইলাজ]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৯)

১৮২. সিয়া- বি.মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ। যারা বিশ্বনবী (স) এর ইন্তেকালের পর পরবর্তী তিন খলিফার প্রতি আনুগত্যহীন এবং হযরত আলীর (র) অন্ধ অনুসারী। [আ. শিয়াহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৬) ।

১৮৩. সুন্নি- বি.মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। আহলে সুন্নতের মতাবলম্বী। [আ. সুন্নি]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৭)।

১৮৪. শেখ- বি.সম্প্রদায়ের প্রধান, গোত্র প্রধান। প্রবীণ ব্যক্তি।অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। মুসলমানদের বংশীয়পদবি বিশেষ। [আ. শাইখ]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৭)।

১৮৫. সৈয়দ- বি. নবীনন্দিনী হজরত ফাতিমা ও হজরত আলির (র) বংশধরের পদবি।[আ. সয়্যিদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৯)।

১৮৬. হানাফি- বি. ইমাম আবু হানীফার মতাবলম্বী মুসলিম। [আ. হনফী]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩১)।

১৮৭. শাফি- বি. রোগের মুক্তিদাতা, আরোগ্যদাতা। [আ. শাফি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৫)।

১৮৮. মালেকি- বি.মালিকানা, মালিকত্ব।[আ. মালিকি]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭২)

১৮৯. নিয়ত- বি. উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮)

১৯০. মঞ্জুর- বি. গৃহীত, অনুমোদিত। [আ. মানজুর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৪)

১৯১. আলেফ লায়লা- অভিধানে আলিফলায়লা- বি. হাজার রাত্রি নামক বিশ্ববিখ্যাত আরবি উপন্যাস, যা সর্বশ্রেষ্ঠ আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর-রশিদের আমলে বিভিন্ন কথাশিল্পী কর্তৃক রচিত হয়েছিল। [আ. আলফ লাইলাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬)।

১৯২. খেদমত- বি.পরিচর্যা, সেবা। চাকরি। [আ. খিদমত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৮) ।

১৯৩. গরিব- বিণ. দরিদ্র, বিনীত, দীন। [আ. গরিব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৩)।

১৯৪. ঈদ- বি. আনন্দ, আনন্দ্যোৎসব। খুশি, উৎসব। [আ. 'ঈদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫)।

১৯৫. কোরবানি- বি. আল-াহর উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের দশ, এগারো ও বারো তারিখে ইসলামি বিধান অনুযায়ী জালাল পশু জবাই। [আ. কুরবানি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৭)।

১৯৬. কেতাব- অভিধানে কেতাব/কিতাব বি. পুস্তক, গ্রন্থ, বই। পুঁথি।কুরআন। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৩)।

১৯৭. উস্তাদ- বি. গুরু, শিক্ষক। বিশেষজ্ঞ। দক্ষ, কুশলী, পারদর্শী।[আ. উস্তাদি] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩)।

১৯৮. সেজদা- বি. দুই পা, দুই হাত, দুই হাঁটু, কপাল ও নাকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়ে আল-াহর কাছে আত্মনিবেদনের ইসলামী নীতি।[আ. সিজ্‌দাহ]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৮)।

১৯৯. জমজম- বি.মক্কা শরীফের সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র কূপ ও তার পানি, যা মুসলমানগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পান করে থাকেন। [আ. জমজম] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১)।

২০০. নাজেল- বি. অবতরণ, উপস্থিতি। [আ. নুজুল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৪)।

২০১. মোজাদ্দেদ- বিণ. ধর্মের মৌলিকত্ব, সংরক্ষণকারী ।ধর্মে বাতিল বিষয় মুক্তকারী। [আ. মুজাদ্দিদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৬)।

২০২. আতর- বি.পুষ্পনির্যাস, সুগন্ধি ।[আ. আতুর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮)।

২০৩. মশগুল- বিণ. বিভোর, নিমগ্ন, নিবিষ্ট, তন্ময় ।[আ. মশগুল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৭)।

২০৪. রুহ- বি. আত্মা, অন্তর, অন্তরাত্মা। [আ. রুহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৮)।

২০৫. কদর- বি.মর্যাদা, সম্মান, মূল্য। সমাদর। [আ. ক্বদর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৪)।

২০৬. ফরজ- বি. ইসলামি ধর্মমতে, অবশ্যকরণীয় কাজ বা অনুষ্ঠান। জরুরি কাজ। [আ. ফরজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৭)।

২০৭. দাফন- বি. মৃতদেহের কবরস্থকরণ। [আ. দাফন্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১২)

২০৮. রহমত- বি. অনুগ্রহ, দয়া। [আ. রহমত] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)

২০৯. জানাজা- বি. মুসলমানদের মৃতদেহ কবরস্থ করার পূর্বে যে নামাজ পড়া হয়। [আ. জানাযাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৫)

২১০. জয়তুন- বি. জলপাই। [আ. জয়তুন]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১২)

২১১. আস্সালাম আলায়কুম- (অভিধানে আসসালামু) বি. আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক ।[আ. আসসালামু আলাইকুম] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮) ।

২১২. তকবির- বি. আল্লাহু আকবর ধ্বনি ।আল-াহর মহিমা ঘোষণা ।[আ. তাকবির] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৭) ।

২১৩. দুনিয়া- বি.পৃথিবী, জগৎ, বিশ্ব ।[আ. দুন্য়া] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৫) ।

২১৪. আখেরাত- বি.সর্বশেষ, সবকিছুর পরে ।পরকাল, পরজীবন ।[আ. আখিরাত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬) ।

২১৫. সলুক- বি.সদ্ভাব, বন্ধুত্ব ।তপস্যার ধারাবিশেষ ।[আ. সুলুক] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০২) ।

২১৬. খেলকা- বি.ফকির-দরবেশদের জুব্বাবিশেষ ।আলখাল্লা ।[আ. খিরক্বা] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৮)।

২১৭. জইফ- বিণ. দুর্বল, কমজোর। হীনবল, কাহিল। অথর্ব, ক্ষীণ। [আ. জইফ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৮)।

২১৮. মুরিদ- বি. মুসলমান তাপস বা ধর্মপুরুষ, শিষ্য, সাধক। [আ. মুরিদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮)।

২১৯. আয়েত- বি. কুরআনের শে-াক, কুরআনের বাক্য বা বাক্যাংশ। [আ. আয়াত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪)।

২২০. তাবিজ- বি.মাদুলি, মন্ত্রপূত কবচ। [আ. তা'বিজ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৩)।

২২১. আরশ- বি.সর্বব্যপী আল-াহ তায়ালার কুদরতি আসন ।উচ্চতম স্বর্গীয় অবস্থান ।[আ. 'আরশ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪)।

২২২. সদকা- বি. খয়রাত ।দান, সাহায্য ।আল-াহরনামে দান ।বিপদমুক্তি বা পাপ-মুক্তির জন্য দান-খয়রাত। [আ. সদক্বাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৯)।

২২৩. এসম্ আজমর- বি. আল-াহর মহত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ নাম; এই পবিত্র নামের সুবাদে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য বিষয় সম্পন্ন করা যায়। [আ. ইসম-ই-আ'যম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪)। হিস্সা- বি. অংশ ভাগ ।[আ. হিস্সাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৬

২২৪. রাজি- বিণ. সম্মত। [আ. রাজি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৬)।

২২৫. মহফিল- বি. সভা, সমাবেশ। নাচগানের আসর। [আ মহফিল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৮)।

২২৬. নূর- বি. জ্যোতি, আলোক। উজ্জ্বল দীপ্তি। [আ. নুর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৯)।

২২৭. খলিলুল-াহ- বি. আল-াহর বন্ধু। [আ. খলিলুল-াহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫০)।

২২৮. কলম- বি. লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয়। পাখির পালক, খাগড়া ইত্যাদির দ্বারা তৈরি কলম। [আ. ক্বলম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৬)।

২২৯. জবাই- বি. ইসলামী শরিয়তে আল-াহর নাম নিয়ে গলার নালী কেটে প্রাণীবধ। [আ. যব্হ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪)।

২৩০. গরিব- বিণ. নিধর্ণ। [আ. ঘরীব্]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ১০৭)

২৩১. **কসরত**- বি. অঙ্গচালনার কৌশল, ব্যায়াম ।[আ. কস্রত] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৩) ।

২৩২. কফুর- বি. আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সত্য প্রত্যাখান, অবাধ্যতা। [আ. কুফর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৪

২৩৩. মুর্শিদ- বি. পথপ্রদর্শক। [আ. মুরশিদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮।

২৩৪. ঈমান- বি. আল্লাহতে বিশ্বাস। [আ. ইমান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২।

ফারসি :

১. **পর্দা**- বি. কাপড়ের তৈরি আবরণ। [ফা. পরদহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩১)।

২. **গর্দান**- বি. গলা, ঘাড়, স্কন্ধ ।[ফা. গর্দন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৪)।

৩. বাহার- বি. সৌন্দর্য, জৌলুস, শোভা ।বসন্তকাল ।[ফা. বাহার] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫২) ।

৪. **কাগজ**- বি. লেখার উপকরণ। [ফা. কাগজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৮)।

৫. **চাবুক**- বি. বেত, চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্রহারণ বিশেষ। [ফা. চাবুক]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭২)।

৬. **রবাব**- বি. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। [ফা. রুবাব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)।

৭. **সবুজ**- বিণ. রঙ, বর্ণবিশেষ, হরিৎ। [ফা. সব্য্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৬)।

৮. **গোর**- বি. কবর, সমাধি ।[ফা. গোর] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮) ।

৯. **বাদশাহ্**- বি. মহারাজ, রাজাধিরাজ। সম্রাট ।[ফা. বাদশাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫০)। [মূলে অর্থ ছিল পারস্য সম্রাট। সেখান থেকে যখন শব্দটি গৃহীত হয় তখন নৃপতি অর্থে তৎকালীন ভারতবর্ষে বাদশাহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়]।

১০. **দিল্**- বি. মন, হৃদয়। [ফা. দিল্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৪)।

১১. নিশান- বি. পতাকা, ঝাণ্ডা ।[ফা. নিশান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮)।

১২. **কোমর**- বি. মাজা, কাঁকাল। [ফা. কমর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৭)।

১৩. **বেহুদা**- বিণ. অদরকারী, বাজে। [ফা. বেহুদাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬০)।

১৪. **সাবাস**- অব্য. প্রশংসাসূচক উক্তি, [ফা.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১০)।

১৫. **শরম**- বি.লজ্জা ।[ফা.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০৭)।

১৬. **গোর্দা**- বি. তেজ, সাহস, স্পর্ধা ।[ফা. গুর্দহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৬)।

১৭. **খুব**- বিণ.অত্যন্ত, অতিশয় ।[ফা. খুব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৭)

১৮. **দুশমন**- বি.শত্রু। [ফা.দুশ্মন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৬)।

১৯. বদনাম- বিণ. দুর্নামগ্রস্ত, নিন্দিত। [ফা. বদ্নাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৫)।

২০. **আজাদ**- বিণ. মুক্ত, স্বাধীন। [ফা. আজাদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭)।

২১. **সাদা**– বিণ. সরল, শ্বেতবর্ণ। [ফা. সাদহ]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী*, ফারসী শব্দ, পৃ: ৩৭০)

২২. **মেথর**– বি. পায়খানা পরিষ্কার করে যে, ঝাড়ুদার। [ফা. মিহতর্] (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী, ফারসী শব্দ*, পৃ: ৩১৭)

২৩. **পিরান**- বি. জামা, কোর্তা, একপ্রকার ঢিলা জামা, [ফা.পিরাহান]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২২১)।

২৪. **মজুরি**- বি. পারিশ্রমিক, মজুরের কাজ। [ফা. ময্দূরী] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৩)।

২৫. **ফর্জন্দ**- বি. সন্তান, বংশধর। [ফা. ফরজন্দ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৮)।

২৬. **গুমরিয়া**- ক্রি. চাপা শোকে দুঃখ ক্রোধ ক্লেশ পাওয়া ।[ফা. গুমরান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৬)।

২৭. **ব্যামো**- বি.ব্যাধি, রোগ ।[ফা.বে + ফা. আরাম শব্দজ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬১)। বে-আরাম > ব্যারাম > ব্যামো ।

২৮. **জোর**- বি.ক্ষমতা, বল, শক্তি ।[ফা. যোর্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৫) ।

২৯. **মুসলমান**– বি. মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বা ব্যক্তি, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। [ফা. মুসলমান] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮)।

৩০. **গর্দান**– বি. গলা, ঘাড়। [ফা. গর্দন] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৪)

৩১. **আইন**- বি.রাষ্ট্রীয় বিধি, বিধান, কানুন ।[ফা. আইন] ।(বাংলা *ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩) ।

৩২. **জবান**- বি.বুলি, ভাষা ।[ফা. যুবান] ।(*বাংলা* ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৩৪)

৩৩. **খামখা**- ক্রি.বিণ. অনর্থক, অযথা ।[ফা. খওয়াহ মখোয়াহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯) ।

৩৪. **নেস্তনাবুদ**- বিণ. ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত ।[ফা. নীস্ত্- ও-নাবূদ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৬) ।

৩৫. **খরচা**- বি.ব্যয় ।[ফা. খরচ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৪) ।

৩৬. **পেশ**- বি.উপস্থাপন, সম্মুখে দাখিল ।[ফা. পেশ্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৫) ।

৩৭. **বেশ**- বিণ.ভালো, উততম, চমৎকার ।[ফা. বেশ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৯) ।

৩৮. **নাম**– বি. অভিধা, সংজ্ঞা, পরিচয়। [ফা. নাম]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৫) ।

৩৯. **দোকান**– বি. কেনাবেচার স্থান বা ঘর। [ফা. দুকান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৯)

৪০. **সওদা**– বি. ক্রয়, পণ্য বেচাকেনা। [ফা. সওদা]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৪)

৪১. **পেশা**- বি.বৃত্তি, জীবিকার উপায় ।[ফা. পেশাহ্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৫) । হ লুপ্ত হয়েছে।

৪২. **চাকরি**– বি. পেশা [চাকরী]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ১১৯)

৪৩. **খোদ**- বি. আসল, স্বয়ং ।[ফা. খুদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯) ।

৪৪. **চাবুক**- বি. বেত, চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্রহারণ বিশেষ ।[ফা. চাবুক] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭২) ।নবযুগে আছে ।

৪৫. **আরজি**- বি.প্রার্থনা, অনুরোধ ।[ফা. অরয + ই] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪) ।

৪৬. **বাস্**- অব্য. ব্যস, অনেক, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয় ।[ফা.] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫২) ।

৪৭. **দেহাতি**– বিণ. গেঁয়ো [ফা. দেহাতী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৯)

৪৮. **দরকার**– বিণ. প্রয়োজন। [ফা. দরকার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)

৪৯. **দোরস্ত**- বিণ. ঠিক, যথাযথ, নির্ভুল, যথার্থ ।[ফা. দুরস্ত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৬) ।

৫০. **বাহাদুর**– বিণ. সাহসী, বীর ।[ফা. বাদূর] ।(*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ২৬২)।

৫১. **বন্দোবস্ত**- বি. ব্যবস্থা, আয়োজন ।[ফা. বন্দ-ও-বস্ত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৬) ।

৫২. **খোশ**- বিণ.আনন্দিত, সন্তুষ্ট ।[ফা. খূশ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৪) ।

৫৩. **সওদা**- বি. ক্রয়, খরিদ, পণ্য বেচাকেনা ।[ফা. সওদা] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৪) ।

৫৪. **বাহবা**- অব্য.প্রশংসাসূচক উক্তি, বিস্ময় ।[ফা. বাহাবাহ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৯) ।মতান্তরে, দেশজ (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৫৮০)।

৫৫. **মোর্দা**- বি.শব, লাশ, মৃতদেহ ।[ফা. মুর্দাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮) ।মোর্দা বলতে এখানে নজরুল প্রাণহীণতা ও নির্জীবতাকে বুঝিয়েছেন। শাব্দিক অর্থে 'লাশ' নয়।

৫৬. **'জান'**– বি. জীবন। [ফা. জান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪২

৫৭. **পায়জোর**- জুতা, পাদুকা ।[ফা. পয়যার্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২২) ।

৫৮. **জবানবন্দী**- বি. আদালতে হাকিমের সামনে হলফপূর্বক যা বলা হয়। [ফা. জবান্‌বন্দি] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮০)

৫৯. **চাবুক**- বি. কশা, বেত, বেত্র। [ফা.]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭২)।

৬০. **বারেবারে**- ক্রি. বিণ. পুনঃপুনঃ ।[ফা.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৮)।

৬১. **শম্‌শের**- বি.অসি, তলোয়ার, তরবারি ।[ফা.'শম্‌শীর'] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৭১১) ।

৬২. **আফসাস**- বি. পরিতাপ, মনস্তাপ, খেদ, দুঃখ, অনুতাপ ।[ফা. আফসোস] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০) ।

৬৩. **পায়া**- বি. চরণ, পা, পদ ।টেবিল-চেয়ারাদির পা ।[ফা. পায়হ] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫০৭) ।

৬৪. **পিরান**- বি. জামা; কোর্তা; এক প্রকার ঢিলা জামা ।[ফা. পিরাহান] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪) ।

৬৫. **ফরিয়াদ**- বি. অভিযোগ, নালিশ ।বিচারপ্রার্থনা ।মামলা মোকদ্দমা ।[ফা. 'ফরয়াদ'] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫৪৪) ।

৬৬. **জিঞ্জির**– বি. শিকল। [ফা. যন্‌জীর]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৯)।

৬৭. **বাস**- অব্য, ব্যস, অনেক, যথেষ্ট হয়েছে। [ফা. বাস]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫২)

৬৮. **সেপাই**- সৈনিক। [ফা. সিপাহী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২২)।

৬৯. **গম্বুজ**- বি. মসজিদ মিনার, মাজার প্রভৃতির গোলাকার শীর্ষদেশ। [ফা. গুন্‌বদ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৫)।

৭০. **যাদু**- বি. ইন্দ্রজাল, মায়া। [ফা. জাদূ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪২)।

৭১. **পার্শি**- বি. পারসী, ফারসী ।পারস্যবাসী ।পারস্যজাতি ।[ফা. পারেসী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩০) ।

৭২. **আস্তানা**- বি. খানকা, আশ্রম, বাসস্থান ।[ফা. আস্তানেহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮) ।

৭৩. **জলদি**- ক্রি. বিণ. শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি, দ্রুত ।[ফা. জলদি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৩) ।

৭৪. **কুস্তাকুস্তি**- বি. ধ্বস্তাধস্তি। [ফা. কুশ্‌তঃ কুশ্‌তী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১) ।

৭৫. **চশমখোর**- বিণ. চক্ষু লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া, চোখের চামড়া নেই এমন ।[ফা চশম্‌খোর] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২১) ।

৭৬. **জমি**- বি. ভূমি, মাটি ।ভূসম্পত্তি, কৃষিক্ষেত্র ।[ফা. জমি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১) ।

৭৭. **রুমাল-** বি. মুখের ঘাম ও হাতমুখ মোছার বস্ত্রখণ্ড ।[ফা. রূমাল] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০১) ।

৭৮. **বরদার**- বি. বাহক, তামিলকারী ।[ফা.] ।(*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪৭৫) ।

৭৯. **খুন**- বি. রক্ত, রুধির ।[ফা. খুন] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৬)

৮০. **চেরাগ**- বি. দীপ, প্রদীপ, বাতি ।[ফা. চিরাগ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৪)।

৮১. **খঞ্জর**- বি. উভয়দিকে ধারফক্ত অস্ত্র বিশেষ ।[ফা. খন্র্জ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১) ।

৮২. **গোশত**- বি. মাংস ।[ফা. গোশ্ত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭০)

৮৩. হর্দম- অব্য সর্বদা, অনবরত ।[ফা.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২৮)।

৮৪. **নামজাদা**- বিণ. প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, স্বনামধন্য, খ্যাতনামা ।[ফা. নাম্জাদাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৬) ।

৮৫. **খুশি**- বি. আনন্দ, সন্তোষ, হর্ষ। [ফা. খুশি]। *(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৭) ।

৮৬. **হেস্তনেস্ত**- অব্য. চরম বোঝাপড়া। [ফা. হাস্ত + নিস্ত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৮)

৮৭. **শাহানশাহ**- বি. বিণ. সম্রাট, রাজাধিরাজ ।[ফা. শাহান্শাহ্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৬) ।

৮৮. **চাপকান**- বি. কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ। [ফা. চপ্কন্]

৮৯. **জেওর**- বি. গয়না। অলংকার। [ফা. যেওর]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৩)

৯০. **ইরানি**- বিণ. ইরান- দেশীর। [ফা. ইরানি] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩)

৯১. **চাপকান**- বি. বাঁধ- থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ। [ফা. চপ্কন্] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭২)

৯২. **বুলবুল**- বি. প্রসিদ্ধ পাখি বিশেষ। [ফা. বুলবুল]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬২)

৯৩. **পেয়ালা**- বি. বাটি, ছোট পানপাত্র, সুরাপাত্র ।[ফা. পিয়ালহ্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩১)।

৯৪. **আসর**- বি. সভা, বৈঠক। [ফা. 'আশ্র]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭)।

৯৫. **পরোয়া**- বি. গ্রাহ্য। [ফা পরওয়া] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২৪)

৯৬. **খঞ্জর**- বি. উভয়দিকে ধারযুক্ত অস্ত্র। [ফা. খন্জর্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১)

৯৭. **জিগর**- বি. হৃৎপিন্ড, কলিজা, বুকের পাটা। [ফা. জিগর]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৮)

৯৮. **বেকার**- বিণ. কর্মহীন, জীবিকাবিহীন। [ফা. বেকার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬৩)।

৯৯. **গুজব**- বি লোকমুখে শোনা খবর, রটনা, জনশ্রুতি ।[ফা. গুযাফ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৪) ।

১০০. **জায়গা**- বি. স্থান, জমি। [ফা. জায়িগাহ্], (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৬)

১০১. **ইয়ার্কি**- বি. ঠাট্টা, রসিকতা। [ফা. ইয়ারগি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩)

১০২. **সাদা**- বিণ, মফেদ, শুভ্র। শ্বেতবর্ণ। [ফা. লাদ্হ]।

১০৩. **দরগা**- বি. পীরের সমাধি ও তৎসংলগ্ন পবিত্রস্থান, মাজার। [ফা. দরগাহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৫)। হ- ধ্বনি লুপ্ত।

১০৪. **মিয়া**- বি. জনাব, সাহেব। [ফা. মিয়া]।

১০৫. **গুনাহ**- বি. পাপকর্ম, পাপ। [ফা. গুনাহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৬) ।

১০৬. **গ্রেপ্তার**- বি. জিজ্ঞাসাবাদের জয় আটক, ধৃত। [ফা. গিরিফ্তার] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৯) ।

১০৭. বন্দোবস্ত- বি. ব্যবস্থা। [ফা. বন্দ্-ও-বস্ত্] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫২)।

১০৮. **মশক**- বি. জল নিয়ে যাওয়ার চামড়ার থলি। [ফা. মশক] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৭) ।

১০৯. **হেস্তনেস্ত**- অব্য. চরম বোঝাপড়া, এস্পার-ওস্পার। [ফা. হাস্ত ও নিস্ত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৮) ।

১১০. **ভিস্তি**- বি. পানি বহনের জন্য চামড়ার থলি বিশেষ। [ফা. বিহিশ্তী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭০)

১১১. **বিস্তারা**- বি. বিছানা, শয্যা। [ফা. বিস্তরা]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬৮)

১১২. **বেহেশতি**- বিণ. স্বর্গীয়। [ফা. বিহিশ্তী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬৮)

১১৩. **রাস্তা**- বি. পথ, সড়ক। [ফা. রাস্তাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৬)

১১৪. **সর্দার**- বি. দলপতি। [ফা. সরদার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৮)

১১৫. **জোয়ান**- বি. যুবক। [ফা. জওয়ান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৫)

১১৬. **নারাজ**- বিণ. অসন্তুষ্ট। [ফা. নারাজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান* পৃ: ১২৬)।

১১৭. **সুপারিশ**- বি. কারো অনুকূলে কিছু অনুরোধ। [ফা. সিফারিস] (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ:২০৭।

১১৮. **আফিম**- বি পোস্ত ফুলের রস হ'তে তৈরী মাদক দ্রব্য। [ফা. আফ্য়ূন ইং. opium]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮) ।

১১৯. **পির**- বি মুসলিম দীক্ষাগুরু, পুণ্যাত্মা। [ফা পির]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪) ।

১২০. **চাদর**- বি. উত্তরীয়, আবরণ। [ফা. চাদর]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১২)।

১২১. **খামাখা**- ক্রি.বিণ.অনর্থক, অকারণে, অযথা ।[ফা.খাহ্মখাহ্] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২২৬) ।

১২২. **চিজ**- বি.সামগ্রী, দ্রব্য, উপকরণ ।মন্দ বা অদ্ভুত লোক বুঝালে ।[ফা. চীয্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৫) ।

১২৩. **বেহেশতি**- বিণ. স্বর্গীয় ।[ফা. বিহিশ্তী হরফ]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭০) ।

১২৪. **বিবি**- বি.পত্মী, বধূ, স্ত্রী, সহধর্মিনী ।মুসলিম মহিলাদের সাধারণ পদবি ।[ফা. বিবি] ।

১২৫. **আজদাহা**- বি.অজগর সাপ, বিশাল আকৃতির সাপ বিশেষ ।[ফা. আয্দাহা] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫৯) ।

১২৬. **পায়জামা**- বি. ইজার, ট্রাউজার জাতীয় ঢিলা পরিধেয় ।[ফা. পাজামাহ্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪) ।

১২৭. **বরবাদ**- বিণ. ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত ।সম্পূর্ণ বিনষ্ট ।বিকল ।[ফা. বরবাদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮) ।

১২৮. **জাম্বিল**- বি. থলে, ঝুলি। [ফা] । *নজরুল- শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৩২ ।

১২৯. **খুশি**- বি. আনন্দ, মর্জি। [ফা. খূশী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৮)

১৩০. **জবরদস্ত**- বিণ. অতিশয় বলবান, শক্তিশালী, দুর্দমনীয় ।[ফা.জবরদস্ত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮০) ।

১৩১. **আসমানি**- বিণ.নীলাভ, ঈষৎ নীল ।স্বর্গীয়, ঐশী ।[ফা. আসমানি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭) ।

১৩২. **শিরনি**- বি.মিষ্টান্ন, পায়েস, ক্ষীর ।মুসলমান বা হিন্দু কর্তৃক সত্যপীর বা অন্য পীরের উদ্দেশ্যে আটা , ময়দা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ভোগবিশেষ ।[ফা. শিরনি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৭) ।

১৩৩. **পাক**- বিণ.পূত, শুচি ।নির্মল, বিশুদ্ধ ।নিষ্কলঙ্ক ।পবিত্র, শুদ্ধ ।[ফা. পাক] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩২) ।

১৩৪. **দাওত**- বি.আহ্বান, নিমন্ত্রণ, জেয়াফত ।[ফা. দা'ওয়াত] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১১) ।

১৩৫. **শিরিন**- বি. মিষ্ট, মধুর, [ফা. শীরীন]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১২)

১৩৬. **দেওয়াল**- বি. প্রাচীর। [ফা. দীওয়ার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৭)

১৩৭. **রওশনি**- ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, দ্যুতি, প্রভা ।[ফা রোশ্নি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৩)।

১৩৮. **বাজু**- বি. কনুই বা হাতের উপরের অংশ। বাহু। [ফা. বাজু] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫০)।

১৩৯. **চাক**- বি. ছেদন, কর্তন, বিদারণ। [ফা. চাক]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭২)।

১৪০. **ফরিয়াদ**- বি. বিচারপ্রার্থনা, নালিশ, অভিযোগ। মামলা, মোকদ্দমা। আদালতে অভিযোগ। সাহায্য প্রার্থনা। [ফা. ফরইয়াদ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৮)।

১৪১. **চেরাগ**- বি. দীপ, প্রদীপ, বাতি। [ফা. চিরাগ]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৪)।

১৪২. **পাক**- বিণ.শুদ্ধ, পবিত্র।[ফা. পাক্]।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২৬)।

১৪৩. **মোগল**- বি.মঙ্গোলিয়া নামক দেশের অধিবাসী।পাক-ভারতীয় মুসলমানদের শ্রেণি বিশেষ। [ফা. মোগোল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮০) ।

১৪৪. **দরদ**- বি. ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা। [ফা. দর্দ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৯)।

১৪৫. **নামাজ**- বি. মুসলমানদের সর্বপ্রধান ইবাদত। [ফা. নমাজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৬)

১৪৬. **সাগরেদ**- বি. শিষ্য, সহকারী। [ফা. শাগিরদ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০৯)।

১৪৭. **দরবেশ**- বি.সংসারত্যাগী মুসলমান ফকির, মুসলিম সন্ন্যাসী।[ফা. দর্‌বেশ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৯)।

১৪৮. **খোশবু**- বি.সুগন্ধ, সুঘ্রাণ, সুবাস। [ফা. খুশবু]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬১)।

১৪৯. **খান্দানি**- অভিধানে খানদানি বিণ.বংশমর্যাদাযুক্ত। অভিজাত, উচ্চবংশীয়। বনেদি। [ফা. খানদান + বা. ই]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২)।

১৫০. **জোয়ান**- বি.যুবক, নবীন। প্রাপ্তবয়স্ক লোক। তরুণ। বলশালী পুরুষ। [ফা. জওয়ান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯২)।

১৫১. **নাজাত**- বি. মুক্তি, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি। [ফা. নজাত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২১)।

১৫২. **পয়মাল**- বিণ.নষ্ট। পদদলিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত। বরবাদ। [ফা. পয়মাল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩১)।

১৫৩. **পাঞ্জা**- বি. দস্তখত বা সিলমোহরের পরিবর্তে হাতের ছাপ। বাদশাহর হাতের ছাপ দেওয়া ফরমান। করতল, থাবা। [ফা. পন্‌জহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৩)।

১৫৪. **নারাজ**- বিণ. অসন্তুষ্ট, গররাজি। অসম্মত, অপ্রসন্ন। অস্বীকৃত। [ফা. নারাজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৬)।

১৫৫. **মিসমার**- বিণ.সম্পূর্ণ ধ্বংস, বিধ্বস্ত, চুরমার, চূর্ণবিচূর্ণ। [ফা. মিসমার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৪)।

১৫৬. **বুজর্গ**- বি. সম্মানিত। মুরুব্বি। [ফা. বুজুর্গ]। *(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৪)।

১৫৭. **বরবাদ**- বিণ. ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত। [ফা. বরবাদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮)।

১৫৮. **রওশন**- বিণ. উজ্জ্বল, দীপ্ত। [ফা. রওশন্] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৩)

১৫৯. **সেতারা**- বি. তারকা. নক্ষত্র। [ফা. সিতারাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৫)

১৬০. **খোদাই**- বি. খোদার। [ফা. খুদাই]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯)

উর্দু / হিন্দি :

১. **উর্দু**- বি. আরবি লিপিতে লেখা আরবি ফারসি তুর্কি শব্দ সম্বলিত ভাষাবিশেষ। [উ. উর্দু]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭)

২. **কাঙাল**- বি. ভিক্ষুক, ভিখারি, নিঃস্ব ।[উ.] ।(*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ৪৪) ।
বি.- দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব ।[হি. কংগাল, kangal] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১৩৮) ।

৩. **টুঁটি**- বি. কণ্ঠনালী বা কণ্ঠ, বা গলদেশ ।[হি. টোঁটী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৮) ।

৪. **ইয়ে**- সর্ব এরা, এই সকল, এসব। [ই. ye]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৭৯৩।

৫. **টুটা**- বিণ.ভাঙা ।[উ. হি.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৩) ।
বিণ. ভাঙ্গা, ভগ্ন। [হি. টূটা, tuta]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩৮৯) ।

৬. **ঝাপটা**- বি.হঠাৎ আঘাত, আচমকা ধাক্কা ।[হি.] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৪৮) ।

৭. **গোলেমালে**- বি. কোলাহল, অনেক লোকের মিলিত চিৎকার, গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা। [হি. উ.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৯)।

৮. **নাঙ্গা**- বিণ. উলঙ্গ, নগ্ন ।[হি. নংগা]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১১)।

৯. **বিণ.**- উলঙ্গ। [হি. নংগা, nanga] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৪৮৯)।

১০. **এয়সা**- বিণ. এইরূপ, এমন। [হি. অ্যায়সা, aisa] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১৩০)।

১১. **দিন**- বি. দিবস ।[হি. দিন, din] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৪৬১)।

১২. **নেহি**- অব্য.না, নয় ।[হি. নহীঁ, nahin] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৪৯৮) ।

১৩. **রহেগা**-রহ্না এর ভবিষ্যৎ কাল এর রূপ।
রহ্না- ক্রি. থাকা ।[হি.রহ্না, rahna] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৮০৮)।

১৪. চাপ্রাশ- বি.পদ পরিচায়ক চিহ্ন, তকমা। ভৃত্যগণ কর্তৃক ধারণীয় পরিচয় অঙ্কিত ধাতুফলক, ব্যাজ। [হি. চপ্রাশ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৩)।

১৫. ঝুটা– বি. মিথ্যাবাদী। [হি. ঝূটা] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৭)

১৬. **কলিজা**- বি. যকৃত ।বুকের পাটা ।[উ. কলীজহ্] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬১)।
কলিজা- বি.বুক, সাহস। [হি. কলেজা, kaleja] ।*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১৬৯) ।

১৭. **জুতি**– বি. পাদুকা [হি. জূতী] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫১)।

১৮. **মেরি**- সর্ব. আমার। [হি.]। *(নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৭৭)।
মেরি- বি.- আমার, মম। [হি. মেরি, meri]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৭৭৮)।

১৯. **বেটা**- বি.পুত্র, ছেলে ।[হি.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬৬)।
বেটা- বি.- পুত্র, ছেলে। [হি. বেটা, beta]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৬৭৩)।

২০. **চুরমার**- বিণ. চূর্ণবিচূর্ণ, টুকরো টুকরো ।[উ. / হি.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯) ।

২১. **টুপি**- বি.মস্তকাবরণ ।[হি. টোপী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৮) ।[মতান্তরে, পো. Topo শব্দজ] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৫৬) ।
টুপি- বি.- টুপি, মুকুট। [হি. টোপী] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩৯১)

২২. **পাগড়ি**- বি.মাথায় জড়াবার কাপড় ।[হি. পগ্ড়ী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২৭) ।
পাগড়ি- বি.- পাগড়ি ।[হি. পাগ্ড়ি] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৫৫৮)।

২৩. **চুপ-রও**-- অব্য. চুপ থাকো, চুপ করো ।[উ. চুপ্ রহো] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮) ।

২৪. **চাল**- বি. জীবনযাত্রার ধরন, আচার-ব্যবহার, প্রথা ।[উ. হি.] ।(*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ৮৯) ।
চাল- বি.- গতি, গতিভঙ্গি । [হি. চাল্, chal] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩০১) ।

২৫. **ঠোক্কর**- বি. হোঁচট । [হি. ঠোকর] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৯)

২৬. **মুদি**- বি. চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি বিক্রেতা । [হি. মোদীর] । (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৮৩) ।

২৭. **গুলি**- বি. বন্দুকের ছর্রা বা বুলেট ।[উ. হি. গুলী] । (*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ৭৮) ।

২৮. গুলি- বি.- গুলি । [হি. গোলী, goli] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ২৬৬) ।

২৯. **ওঃ** - অব্য. বিস্ময়, খেদ, অবজ্ঞা প্রভৃতি সূচক অব্যয় । (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১১৯)

৩০. **হাম**- সর্ব. আমরা । [হি. হম্, ham] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১০৪১) ।

৩১. **সম্‌ঝা** –ক্রি. বোঝা, উপলব্ধি করা । (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৯৫৯)

৩২. অসমা. ক্রি. ছিল । [হি.থা, tha] ।(ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃ: ৪৪৩

৩৩. **কোই** - সর্ব. কেউ, কোনও । [হি. কোঈ, koi] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ২০৪) ।

৩৪. **আড্‌মি**- বি.মানুষ । [হি. আদমী, admi] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৬৯) ।

৩৫. **কৌন্** - সর্ব. কে, কোনও । [হি. কোঈ, koun] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ২০৯) ।

৩৬. **মারা**– বিণ. মৃত, নিহত । [হি. mara] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৭৪৮) ।

৩৭. **গিয়া**– ক্রি. গেছে [হি. gaya] । *ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ২৫০) ।

৩৮. **বিগড়াইয়া**- উ. / হি.বিগড়ানো থেকে বিগড়াইয়া ।
বিগড়ানো- ক্রি. বিকৃত বা খারাপ হওয়া বা করা ।[উ. হি. বিগড়ুনা] ।(*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ২০০) ।
বিগাড়না- বিণ.- খারাপ হওয়া, পণ্ড হওয়া । [হি. বিগাড়না, bigarna] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৬৫৭) ।

৩৯. **গোলমাল**- বি. কোলাহল, অনেক লোকের মিলিত চিৎকার, গোলযোগ ।[উ. হি. গোলমাল] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৯) ।
গোলমাল- বি.- গোলমাল, গন্ডগোল । [হি. গোলমাল, golmal] । (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩৮৯) ।

৪০. **ঝুটা**- বিণ.মিথ্যা ।[হি. ঝূঠ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৭) ।

৪১. **ঝুটা**- বিণ.মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক ।[হি. ঝূটা] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৭) ।

৪২. ঝুটা- বিণ.মিথ্যা । [হি. ঝূঠা, jhutha] ।ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃ: ৩৮০) ।

৪৩. **আচ্ছা**- বিণ.বেশ, খাসা, চমৎকার ।[হি. আচ্ছা] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১০) ।

৪৪. **ভি**- অব্য. ও, অবশ্য । [হি. ভী, নযর] ।(ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃ: ৬৯৯) ।

৪৫. **খোশ**- বিণ.খুশি, প্রসন্ন । [হি. খুশ্, khush] ।(*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ২৩১) ।

৪৬. **বুরা**- বিণ. মন্দ, খারাপ । [হি. বুরা] । (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৬৬৪) ।

৪৭. **খবর**- বি.সমাচার, সংবাদ । [হি. খব্‌র khabar] ।*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ২১৮) ।

৪৮. **কা**–হিন্দি প্রত্যয়

৪৯. **না**– অব্য. না, নয় [হি. না] (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৪৯৮) ।

৫০. **চা**– ক্রি. ইচ্ছা, চাওয়া । [হি. চাহ্] । (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩০২) ।

৫১. হামারা- সর্ব.সমাচার, সংবাদ । [হি. খর্ব,hamara] । (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১০৪১) ।

৫২. **আবদার**- বি. অনুরোধ, কোন কিছু পাওয়ার জন্য নিবিড় আগ্রহ, অত্যন্ত জেদ, বায়না ।[হি. আব্দা] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৭৪) ।

৫৩. **ঠোক্কর-** বি.হোঁচট, হুমড়ি ।[হি.] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৯)
ঠোক্কর- বি.- ধাক্কা, আঘাত, হোঁচট। [হি. ঠোকর, thokar]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩৯৮)।

৫৪. টুটে- হিন্দি টুটা থেকে টুটে এসেছে ।
টুটা- বিণ.ভাঙা ।[উ. হি.] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৩)।
টুটা-বিণ.ভাঙা, ভগ্ন। [হি. টূটা, tuta]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩৮৯)।

৫৫. **ম্যায়**- সর্ব.আমি [উ. হি.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৮২)।
ম্যায়- সর্ব. আমি। [হি. ম্যায়, main]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৭৭৯)।

৫৬. **হুঁ-** অব্য. হ্যাঁ, স্বীকৃতিসূচকশব্দ। [হি. হুঁ, hun]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১০৬০)।

৫৭. বেটি- বি. মহিলা, কন্যা, মেয়ে। [হি.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬০৪)।

৫৮. **ভুখা**- বিণ. ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত। [হি. ম্যায়, bhukha]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৭০২)।

৫৯. **ছপ্পর-** বি.ওপরের আচ্ছাদন বা চাল ।[উ. / হি. ছপ্পর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৭)।

৬০. **টুপি**- বি. শিরস্ত্রাণ বিশেষ। [হি. টোপী, মতান্তরে প. topo]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৮১) ।

৬১. মাতোয়ারা- বিণ. মাতাল, পানোন্মত্ত, আত্মহারা, বিভোর ।[হি. মতওয়ালা] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৮১) ।

৬২. **ফটক**- বি. সিংহদ্বার, সদর দরজা, বহিন্দ্বার। [হি. ফাটক] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩৬)

৬৩. **দুলাল-** বি. স্নেহের পাত্র, অতি স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত সন্তান ।[উ. হি. দুলাল > দুলার] ।(*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ১৪২) ।

৬৪. **উতারো**- ক্রি. অনুজ্ঞা. নামাত্ত। [হি. উতার্না অর্থ নামানো। এই ক্রিয়ার অনুজ্ঞা প্রকাশে 'উতারো' রূপটি ব্যবহৃত হয়। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, খ-১০০)

৬৫. **চুরমার**- বিণ. চূর্ণ- বিচূর্ণ, টুকরো টুকরো। [উ. হি. চূরমার] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৪) ।

৬৬. **কুছ-** সর্ব. কিছু। [হি. কুছ্]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১৯২) ।

৬৭. **চমক**- বি. দীপ্তি, উজ্জ্বলতা ।[হি. চমক] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২১) ।

৬৮. খোশ খবর- বি. সুসংবাদ, আনন্দ সংবাদ। ((বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৬০) ।

৬৯. **ঝুটা**- বি. মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক ।[হি. ঝূটা] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৭) ।

৭০. **আচ্ছা**- অব্য. বেশ, খাসা, চমৎকার ।[হি. আচ্ছা] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০) ।

৭১. **বুরা**- বিণ. খারাপ, মন্দ ।[হি. হিন্দি] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬১) ।

৭২. **সাচ্চা**- বি. সত্য, অকৃত্রিম ।[হি. সাচ্চা] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৯) ।

৭৩. **পঞ্চায়েৎ**- বি. পল্লীর প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বিচার-সভা, গ্রামের পাঁচজনের বৈঠক ।[হি. পঞ্চায়েত]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২২)।

৭৪. **বখেরা**- অভিধানে বখরা- বি ভাগ, অংশ। [হি. বখ্‌রহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪৮)।

৭৫. **সেলাই**- বি সুঁই-সুতা দিয়ে বন্ধকরণ বা জোড়া দেয়া। [হি সিলা'ঈ] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২৬) ।

৭৬. **ফিরি**- বি. পথে পথে ঘুরে ফিরে পন্য বিক্রয়। [হি. ফেরি]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪৬৬)

৭৭. **পাঠান**- বি. পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যোদ্ধারূপে বিখ্যাত মুসলমান জাতিবিশেষ। [হি. পঠান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২৮)।

৭৮. **তামাসা**- বি. খেলা, ক্রীড়া। প্রদর্শনী, কৌতুক, মজা। [উ. তামাশা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৩)।

৭৯. **চোগা**- বি.চাপকান। [হি. চোগা, choga]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩১৮)।

৮০. **ইয়ে**- সর্ব.এরা, এসকল ।[হি.]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৭৯৩)।

৮১. **উয়ো**- সর্ব.সে, তাহা, ঐ, উহা। [হি.]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৮৭৬)।

৮২. **পিয়াসা**- বি. তৃষ্ণার্ত। [হি.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩১)

৮৩. **ডর**- বি. শঙ্কা, ভয়, ত্রাস ।[উ. ডর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৪)।

হিন্দি প্রত্যয় 'জী':

১. তিলকজী– বি. তিলক (নাম বাচক বিশেষ্য) + হি. জী (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, ভূমিকা)

২. গান্ধী জি– বি. গান্ধী (নাম বাচক বিশেষ্য) + হি. জি (হিন্দি প্রত্যয়)

তুর্কি :

১. **ফেজ**- বি. মরক্কোতে তৈরী পশমের টুপিবিশেষ, বিখ্যাত লাল তুর্কি টুপি ।[তু.]।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫৫১)

২. **দারোগা**- বি.থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।[তু.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৩২) ।

৩. **বেগম**– বি. বিবাহিত মুসলিম মহিলা, মুসলিম রানী। [তু. বেগম] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬৬) ।

৪. **কুর্নিশ**- বি. সেলাম, মুসলমানি রীতিতে অভিবাদন ।সম্রাট, বাদশাহ বা সুলতানকে পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সম্মান প্রদর্শন। [তু. কোর্নিশ] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৭৫)।

৫. **বাহাদুরি**- বি. পৌরুষ, কৃতিত্বের গৌরব ।[তু. বহাদুরী] ।(*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৯) ।

৬. **সওগাত**- বি. উপহার, ভেট, উপঢৌকন ।[তু. সউগাত] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৭২১) ।

পর্তুগিজ:

১. **ইংরেজ**– বি. ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। [প. engrez) (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৮৭) ।

২. **ইংরাজ**– বি. ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। [প. engrez]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৮৭) ।

৩. **মার্কা**- বি.চিহ্ন, ছাপ, নিশানা ।[ইং. সধৎশ, পো. marca] ।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৬২) ।

ফরাশি

১. আঁতাত- বি. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ও সহযোগিতা। [ফ. entente]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৯)

ইংরেজি :

১. **জেনারেল-** বি.সিপাহসালার, সেনাবাহিনীতে ফিল্ড মার্শালের পূর্ববর্তী পদ। [ইং. general]।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৪০)।
২. **বুট**– বি. হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যায় এমন জুতা ।[ইং. boot]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬০২) ।
৩. **কোম্পানি**- বি.ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান, বণিকসমিতি। [ইং. company]।(*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২০৫)।
৪. **ডিমোক্রাসি**- বি. গণতন্ত্র। [ইং. democracy]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 201) ।
৫. **বুরোক্রাসি**- বি. আমলাতন্ত্র। [ইং. Bureaucracy]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 107) ।
৬. **sentiment**- বি.হৃদয়ানুভূতি ।[ইং.] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 695) ।
৭. **আর্ট**- বি. শিল্প ।[ইং. art] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 42) |
৮. **morbid**- বিণ.রুগ্‌ণ, পীড়িত, ব্যধিগ্রস্ত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 485)|
৯. **rich-** বিণ.ধনী, সম্পদশালী। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 654)
১০. **execution-** বি.সম্পন্ন করা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 256)
১১. **man-** বি.পুরুষ, পুরুষজাতি। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 456)
১২. **Plus-** বি. যোগ ।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 577)|
১৩. **nuture-** বি.প্রকৃতি, নিসর্গ ।[ইং.] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 497)
১৪. **truth-** বি. সত্যতা ।[ইং.] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 836)|
১৫. **আর্টিস্ট**- বি.শিল্পী ।[ইং. artist] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 42)|
১৬. **স্টেথিস্কোপ**- বি.হৃদবীক্ষণ যন্ত্র ।[ইং. stethoscope] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 763) |
১৭. **চ্যালেঞ্জ**- বি. শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [ইং. challenge] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 129) |
১৮. **নন-কো-অপারেশন**- বি. অসহযোগিতা ।[ইং. Non cooperation] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 505) ।
১৯. **ক্যাপ্টেন**- বি.মুখ্য আদেষ্টা বা নেতা, অধিনায়ক ।[ইং. captain]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 119) ।
২০. **ফুট**- বি.মাপবিশেষ ।[ইং. foot] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৪৬৪) ।

২১. **প্রফেসর**- বি. উচ্চতম পদমর্যাদার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ।[ইং. professor] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 603) ।

২২. **কার্বনিক**- বিণ. একটি মৌলিক পদার্থ সমৃদ্ধ বস্তু ।[ইং. পধৎনড়হরপ] ।(*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১৭৪) ।

২৩. **মিলিয়ন**- বিণ দশ লক্ষ ।[ইং. million] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 472)

২৪. **টন**- বি. ইংরেজি ওজন বিশেষ ।[ইং. ton] ।(*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৭৭) ।

২৫. **ইলেক্ট্রিক**- বিণ. বৈদ্যুতিক ।[ইং. electric] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৯০) ।

২৬. **সেকেন্ড**- বি.মিনিটের ১/৬০ ভাগ ।[ইং. second]|(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 472) ।

২৭. **গ্যাস**- বি.মিনিটের ১/৬০ ভাগ ।[ইং. gas]|(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 308)|

২৮. **অক্সিজেন**- বি.অম্লজান। [ইং. oxygen]|(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 536) ।

২৯. **ইলেকট্রিসিটি**- বি. বিদ্যুৎ। [ইং. electricity]|(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 243) ।

৩০. **লিমিটেড**- বি.সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ।[আ. limited] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 440) ।

৩১. **ম্যানেজিং**- বি. ব্যবস্থাপনা ।[ইং. managing] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 456) ।

৩২. **পালিশ**- ক্রি. ঘষামাজা করা, মসৃণ করা বা হওয়া ।[ইং. polish] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580) ।

৩৩. **পুলিশ**- বি. আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত সরকারি বাহিনী ।[ইং. police] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580)

৩৪. **সুপারিন্টেন্ডেন্ট**- ক্রি. কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা ।[ইং. superintend] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 788)।

৩৫. **ম্যাজিস্ট্রেট**- বি.নিম্ন আদালতের বিচারক ।[ইং. magistrate] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 452) ।

৩৬. **মি:**- বি.জনাব (mister) এর সংক্ষিপ্ত রূপ- Mr.। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 478) ।

৩৭. **ইয়ং**- বিণ. কমবয়সী, স্বল্প বয়স্ক ।[ইং. young] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 913) ।

৩৮. **ডেপুটি**- বি. প্রতিপুরুষ, প্রতিনিধি ।[ইং. young] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 205) ।

৩৯. **কমিশনার**- বি.বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ তথা কমিশনের সদস্য ।[ইং. commissioner] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 205)|

৪০. **লর্ড**- বি. নৃপতি ।[ইং. lord] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 447)।

৪১. **নেটিভ**- বি. কোনো স্থান বা দেশে জাত এবং জন্মসূত্রে সেখানকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ।[ইং. native] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 496) ।

৪২. **গবর্নর**- বি.প্রদেশের বা উপনিবেশের বা রাজ্যের প্রশাসক, রাজ্যপাল ।[ইং. governor] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 327) ।

৪৩. **ডিমিনিউটিভ**- বিণ.হ্রাসপ্রাপ্ত আকারসম্পন্ন, অতি ক্ষুদ্র ।[ইং. diminutive] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 213) ।

৪৪. **আপিস- তাপিস** ইং. অফিস > আপিস + তাপিস ।
অফিস- বি. দফতর, কার্যালয় ।[ইং. office] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 516) ।

৪৫. **নিগার**– বি. (অবজ্ঞার্থে) । কৃষ্ণা বা অশ্বেতাঙ্গ মানবজাতি [ইং. nigger] ।(*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৭৫)

৪৬. **মার্চ**– বি. ইংরেজি বছরের তৃতীয় মাস। [ইং. march] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 458) ।

৪৭. **লেডি**– বি. মহিলা, স্ত্রীলোক। [ইং. lady] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 423)।

৪৮. **সার**– বি. পুরুষের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে ব্যবহৃত ভদ্র সম্বোধন রীতি, মহোদয়, জনাব। [ইং. sir] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 720)।

৪৯. **স্টেজ**- বি.মঞ্চ ।[ইং. stage] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 754)।

৫০. **কারিকুলাম**- বি. পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ।[ইং. curriculum]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 183)।

৫১. **প্রোগ্রাম**- বি.সংগীতানুষ্ঠান; ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতির বিষয়সূচী। [ইং. programme] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 604) ।

৫২. **ন্যাশনাল**- বিণ. জাতীয়, জাতীগত, রাষ্ট্রীয় ।[ইং. national] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 496) ।

৫৩. **প্রফেসর**- বি. অধ্যাপক। [ইং. professor] ।(*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৬০৩)

৫৪. **সাইক্লোন**- বি. ঘূর্ণিঝড়। [ইং cyclone]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 185)

৫৫. **How**- বিণ. কীভাবে, কেমন করে, কী করে। [ইং.] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 368)।

৫৬. **a-** বিণ. একটি, অনির্দিষ্ট একটি, জনৈক। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 1)।

৫৭. **traitor**- বি. বিশ্বাসঘাতক। [ইং.] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 829)

৫৮. **should**- ক্রি. দায়দায়িত্ব বা বাধ্যবাধতকা প্রকাশক ক্রিয়াপদ। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 703)।

৫৯. **be**- ক্রি. এশটি সাহায্যকারী ক্রিয়া ।[ইং.]।

৬০. **treated-** ক্রি. ব্যবহার করা ,আচরণ করা- ক্রিয়ার অতীত ও পুরাঘটিত অতীত কালের রূপ ।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 831)।

৬১. **আইরিশ**– বিণ. আয়ারল্যাণ্ড সম্বন্ধীয়। [ইং. Irish]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 408)।

৬২. **মিনিট**- বি.সময়ের এক প্রকার ভাগ বা পরিমাপ ।[ইং. minute] ।(*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৭৮) ।

৬৩. **প্রেস্টিজ**- বি. (ব্যক্তিজাতিপ্রভৃতির) সুখ্যাতিজনিত সম্মান; মর্যাদা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 596)।

৬৪. **প্রাইভেট**- বিণ. এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সম্বন্ধীয় কিংবা তাদের ব্যবহারে জন্য, সাধারণভাবে সকলের জন্য নয়, একান্ত, ব্যক্তিগত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 600)।

৬৫. **হ্যাট**- বি.কিনারাওয়ালা বাইরে পরার টুপি। [ইং.]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page-* 345)।

৬৬. **এল্‌কোহল**- বি.বিয়ার, মদ, ব্র্যান্ডি, হুইস্কি প্রভৃতি পানীয়; সুরা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 21)।

৬৭. টিন- বি. টিনের প্রলেপ দেওয়া লোহার পাতে নির্মিত আধার। [ইং. tin]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-821)।

৬৮. ট্রাম- বি. লৌহ লাইনের উপর দিয়া চালিত ও বিদ্যুৎ বাহিত শকট বিশেষ। [ইং. tram-caৎ]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৮৩)

৬৯. **ডাস্টবিন**- বি. আর্বজনা জমা করার পাত্র। [ইং. dustbin]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 80)।

৭০. **ক্লিন**- বিণ. নির্মল, পরিষ্কার। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-141)।

৭১. **জাস্টিস**- বি. বিচারক, বিচারপতি।[ইং. justice]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৩৩)।

৭২. **সার**- বি. পুরুষের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে ব্যবহৃত ভদ্র সম্বোধনরীতি, মহোদয় জনাব। [ইং. sir]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 720)।

৭৩. **পালিশ-** পলিশ- ক্রি. ঘষামাজা করা, মসৃণ করা। [ইং. polish] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580)।

৭৪. **ফ্রেঞ্চ**- বিণ. ফরাসি। [ইং. French] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 298) ।

৭৫. **স্কান্ডিনেভিয়ান**- বিণ. স্ক্যান্ডিনেভিয়ার (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন) সম্বন্ধী, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অধিবাসী। [ইং. scandinavian] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 678) ।

৭৬. **স্লো**- বিণ. ধীর, মন্থর। [ইং. slow] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 727) ।

৭৭. **স্ট্যান্ড**- ক্রি. দাঁড়ানো, শক্ত বা লম্বা অবস্থায় স্থির থাকা। [ইং. stand] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 756) ।

৭৮. **কাউন্সিল**- বি. আইন প্রণয়ন, পরামর্শদান, ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত অথবা নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ। [ইং. council] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 172) ।

৭৯. **বুরোক্রেসি**- বি. আমলাতন্ত্র, আমলাদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। [ইং. bureaucracy] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 107) ।

৮০. **ভোট**- বি. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত বা ইচ্ছার অভিব্যক্তি। [ইং. vote] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 871) ।

৮১. **রেল**- বি. ট্রাম, রেলগাড়ি চলাচলের জন্য পাতা লাইন। [ইং. rail] ।Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 625) ।

৮২. **স্টিমার**- বি. বাষ্পচালিত জাহাজ। [ইং. steamer] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৭০১) ।

৮৩. **Extreme**- বি. যে কোনোকিছুর শেষ সীমা, চরম সীমা । [ইং.] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 260) ।

৮৪. **রিফর্ম**- ক্রি. সংশোধন করা, সংস্কার করা। [ইং. reform] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 639) ।

৮৫. **ইভোলিউশন**- বি. বিকাশের প্রক্রিয়া, বিবর্তন প্রক্রিয়া। [ইং. evolution] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 254) ।

৮৬. **রিভোলিউশন**- বি. বিপ্লব ।[ইং.]। [ইং. revolution] । (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 653) ।

৮৭. **Great war**- বি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 330) ।

৮৮. **Idea**- বি. ভাব, চিন্তা, ধারণা । [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 374)

৮৯. **Capitalist**- বি. পুঁজিপতি, পুঁজিবাদী, পুঁজিতান্ত্রিক । [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 118) ।

৯০. **God**- বি. দেবতা, উপাস্য । [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 324)

৯১. **Religion**- বি. ধর্মবিশ্বাস । [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 643) ।

৯২. **Realistic**-- বি. বাস্তববাদী, বাস্তবসম্মত ।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 631) ।

৯৩. **Great**- - বি. আকার, পরিমাণ, বা মাত্রায় সাধারণের ঊর্ধ্বে, বড়। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 330) ।

৯৪. **Hunger**- বি. ক্ষুধা, বুভুক্ষা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 370) ।

৯৫. **Instinct**-- বি. সহজাত প্রবর্তনা বা সহজ বুদ্ধি। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 399) ।

৯৬. **Sex** - বি. লিঙ্গ। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 701)

৯৭. **সেন্ট্রাল**- বিণ. কেন্দ্রীয়। [ইং central] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 127) ।

৯৮. **লীড**- বি. পথ প্রদর্শন। [ইং lead] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 428) ।

৯৯. **রেকর্ড**- বি তথ্য, ঘটনা ইত্যাদির লিখিত বিবরণ ।[ইং] ।record] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 635) ।

১০০. **পলিটিক্যাল**- বিণ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক। [ইং political] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580) ।

১০১. **'ওরিয়েন্টাল'**- বিণ. প্রাচ্য সম্বন্ধীয়। [ইং oriental] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 525) ।

১০২. **বলশেভিকি**- বলশেভিক এর বিশেষণ করা হয়েছে। যেমন পোশাক > পোশাকি ।

১০৩. **ফোর্স**- ১ বি বল, শক্তি, জোর। ২ ক্রি. বাধ্য করা, জবরদস্তি করা ।[ইং force] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 290) ।

১০৪. **ন্যাশনাল**- বিণ. জাতীয়, রাষ্ট্রীয়। [ইং]। [ইং. national] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 496) ।

১০৫. **প্রোপাগান্ডা**- বি. মতবাদ, প্রচারণা, রটনা। [ইং. propaganda] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 607) ।

১০৬. **লীড**- বি. নেতৃত্ব। [ইং lead] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 428) ।

১০৭. **Realistic**- বিণ. বাস্তবসম্মত। [ইং.] । (*English to Bangla Dictionary* Page- 631) ।

১০৮. **Dreamer**- বি. স্বপ্নদর্শী । [ইং.] । (*English to Bangla Dictionary* Page- 230) ।

১০৯. **A** - নির্দেশক/সংখ্যাবাচক বিণ. একটি । [ইং] (*English to Bangla Dictionary* Page- 1) ।

১১০. **thing**- বি. বস্তু [ইং] । (*English to Bangla Dictionary* Page- 813) ।

১১১. **Beauty**- বি. সৌন্দর্য [ইং] । (*English to Bangla Dictionary* Page- 71) ।
১১২. **Joy**- বি. আনন্দ [ইং] । *English to Bangla Dictionary* Page- 415 ।
১১৩. **Satan**- বি. শয়তান [ইং] । (*English to Bangla Dictionary* Page- 674) ।
১১৪. Forever- ক্রি. বিণ. সর্বদা [ইং] (English to Bangla Dictionary Page- 291) ।
১১৫. Truth- বি. সত্যতা [ইং] (English to Bangla Dictionary Page- 836) ।
১১৬. Physiognomy- বি. মুখাবয়ব দেখে চারিত্রেক গুণাবলি নির্দেশ পদ্ধতি, কোন দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 563)
১১৭. Alone- বিণ. শুধু, একা । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 23)
১১৮. Physiology- বি. শারীরবৃত্ত । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 563)
১১৯. From- অব্য. থেকে । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 300)
১২০. Top- বি. শীর্ষবিন্দু । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 825)
১২১. Toe- বি. পায়ের আঙুল । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 823)
১২২. Sing- ক্রি. গান করা । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 718)
১২৩. Modern- বিণ. আধুনিক । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 480)
১২৪. Man- বি. পুরুষাতি । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 456)
১২৫. Suffering- বি. দুঃখকষ্ট । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 784)
১২৬. Humanity- বি. মানবজাতি । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 369)
১২৭. You- সর্ব. তুমি । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 913)
১২৮. born- জন্মগ্রহণ করা
১২৯. Death- বি. মৃত্যু । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 192)
১৩০. Immortal- বিণ. অমর । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 377)
১৩১. Bird- বি. পাখি । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 81)
১৩২. French- বিণ. ফরাসি । [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 298)
১৩৩. German- বিণ. জার্মান দেশ ও তার অধিবাসী বিষয়ক [ইং] । (English to Bangla Dictionary Page- 312) ।
১৩৪. **চেক**- বি. চেকজাতি [ইং Czech] (English to Bangla Dictionary Page- 186) ।
১৩৫. **গ্রিণউইচ**- বি. লন্ডনের শহরতলি [ইং Greenwich] (English to Bangla Dictionary Page- 330) ।
১৩৬. **ল্যাটিন**- বি. প্রাচীন রোমান জাতির ভাষা [ইং Latin] (English to Bangla Dictionary Page- 426) ।
১৩৭. সায়েন্স- বি. বিজ্ঞান। [ইং. science]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 680)
১৩৮. মিডিয়াম- বি. মাধ্যম ।[ইং. medium]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 465)।
১৩৯. **প্রিকনশ্যাস্‌নেস**- বি. অকালপক্কতা। [ইং. precociousness]।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 591)।
১৪০. **পিরামিড**- বি. প্রাচীন মিশরে নির্মিত তিন কিংবা চার পার্শ্ব বিশিষ্ট ইমারত যার একটি সূক্ষ্ম শীর্ষ রয়েছে। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 619)।

১৪১. **ফেয়ার**- বি. ন্যায্যভাবে, পক্ষপাতহীনভাবে। [ইং. fair]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 262)।

১৪২. **কম্বিনেশন**- বি. মিলন, সংযুক্তি। [ইং. combination]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 149)।

১৪৩. **এটর্নি**- বি. ব্যবসায় বা আইনগত ব্যাপারে অন্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আইনসম্মত অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। [ইং. attorney]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 49)।

১৪৪. **Producer**- বি. উৎপাদক, উৎপাদনকারী। [ইং.]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 603)।

১৪৫. **Distributor** - বি. বিতরণ, বিতরণপদ্ধতি। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 221)।

১৪৬. **মোটর**- বি. যে যন্ত্রশক্তি দিয়ে গতি উৎপাদন করে। [ইং. motor]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 487)।

১৪৭. **All**- বিণ. সকল, সমস্ত, যাবতীয়। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 21) ।

১৪৮. **India**- বি. ভারত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 388)।

১৪৯. **Political**- বিণ. রাজনৈতিক। [ইং. political]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580) ।

১৫০. **Competition**- বি. প্রতিযোগিতা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 153) ।

১৫১. **গবর্মেন্ট**- বি. সরকার, শাসকবর্গ। [ইং. government]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 326)।

১৫২. **ট্যাক্স**- বি. কর, খাজনা। [ইং. tax]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 805) ।

১৫৩. **ডিসওবিডিয়েন্স**- বি. অবাধ্যতা। [ইং. disobedience]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 218) ।

১৫৪. **Direct**- - বি. সোজা, সরাসরি।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 214)

১৫৫. **Action**- বি. ক্রিয়া, কর্মোদ্যোগ, কর্ম। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 9)

১৫৬. **Constitutionalism**—বি. নিয়মতান্ত্রিকতা, শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য বা বিশ্বাস।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 162)

১৫৭. **ইলেক্শনে**- বি. নির্বাচন। [ইং. election]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 243)।

১৫৮. **রেজোলিউশন**- বি. দৃঢ়তা, সংকল্পে অটলতা অথবা সাহসিকতা। [ইং. resolution]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 648)।

১৫৯. **Speech**—বি. বাকশক্তি, বাচন, বাচনভঙ্গই। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 745)।

১৬০. **Session**- বি. আদালত বিধানসভা ইত্যাদির অধিবেশন। [ইং]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 698)) ।

১৬১. সিভিল- বি. বেসামরিক। [ইং civil]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 139)*

১৬২. **পিস্তল**- বি. এক হাতে চালনো যায় এমন আগ্নেয়াস্ত্র। [ইং pistol]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 569)।

১৬৩. **Incorporated**- বিণ. একত্রীভূত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 386)।

১৬৪. **ফরেন**- বিণ. বিদেশি, বৈদেশিক ।[ইং. foreign]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 290)।

১৬৫. **পলিসি**- বি. নীতি, কর্মপন্থা। [ইং. policy]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580)।

১৬৬. **বক্সিং**- বি. মুষ্টিযুদ্ধ খেলা বা প্রতিযোগিতা। [ইং. boxing]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 96) ।

১৬৭. **প্রাইভেট**- বিণ. ব্যক্তিগত। [ইং. private]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 600)

১৬৮. **ফরওয়ার্ড**- বিণ. অগ্রবর্তী, অগ্রগামী। [ইং. forward]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 294) ।

১৬৯. **চেয়ার**- বি. কেদারা ।[ইং. chair] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 129) ।

১৭০. **টেবিল**- বি. টেবিল [ইং table] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 498)

১৭১. **লিডার**- বি. নায়ক, নেতা, দলপতি। [ইং. leader]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 429) ।

১৭২. **স্টেট প্রিজনার**- বি. রাজবন্দী। [ইং. State prisoner]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 759) ।

১৭৩. **পাউন্ড**- বি. ওজনের একক, ১৬ আউন্স। [ইং. pound]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 588) ।

১৭৪. **অযআপেন্ডিসাইটিস**- বি. বৃহদন্ত্রের কীটসদৃশ উপাঙ্গ। [ইং. Appendicitis] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 35)।

১৭৫. **ক্যানসার**- বি. কর্কট ।[ইং. cancer]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 116)

১৭৬. **ড্রয়ার**- বি. দেরাজ ।[ইং. drawer] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictiona*ry, page- 230) ।

১৭৭. **ডেস্ক**- বি. লেখাপড়া বা দাফতরিক কাজের জন্য সমতল বা ঢালু উপরিভাগ এবং দেরাজযুক্ত আসবাববিশেষ ।[ইং. drawer]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 207) ।

১৭৮. **ট্রেন**- বি. রেলগাড়ি ।[ইং. train] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dict*ionary, page- 828) ।

১৭৯. **ইন্‌জিন**- বি. যন্ত্রপাতি। [ইং. engine]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 247) ।

১৮০. **ড্রাইভার**- বি. মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি ইত্যাদির চালক। [ইং. driver]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 232) ।

১৮১. **oxen**- ইং বি. ষাঁড় এর বহুবচন। [ইং] (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 535।

১৮২. **আলসার**- বি. দুষ্টক্ষত। [ইং ulcer] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 843।

১৮৩. **লাইট**- বি আলো, উজ্জ্বল। [ইং light] (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 438।

১৮৪. **লিফট**- বি. বহুতল দালানে লোকজন ও মালপত্র একতলা থেকে অন্যতলায় নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত বাক্সসদৃশ যন্ত্রিক প্রকোষ্ঠ, লিফ্‌ট। [ইং lift] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 438।

১৮৫. **ক্যাপিটাল**- বি. পুঁজি, মূলধন। [ইং capital] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 118)

১৮৬. **B. A.**- Bachelor of Arts

১৮৭. **মডার্ণ**- বি. আধুনিক, অধুনা। [ইং. modern]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 480) ।

১৮৮. **মিউজিক্যাল**- বি. সংগীতধর্মী। [ইং. musical]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 492) ।

১৮৯. **টেকনিক**- বি. কৌশল। [ইং. technique]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 806) ।

১৯০. **ক্লাসিক্যাল**- বি. চিরায়ত। [ইং. classical]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 141)।

১৯১. **লীগ**- বি. পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের জন্য বিভন্ন ব্যক্তি, গোত্র বা জাতির সমণ্বয়ে গড়ে ওঠা সংঘ বা সংগঠন। [ইং. league]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 429) ।

১৯২. **মেম্বার**- বি. সমিতি, দল, প্রভৃতির সভ্য বা সদস্য। [ইং. member]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 466) ।

১৯৩. **'মার্টায়ার'**- বি. শহীদ; ধর্মযুদ্ধ বা কোনো মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গকারী। [ইং. martyr]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 460) ।

১৯৪. **ভাইসরয়**- বি. কোনো সার্বভৌম শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি রাজ্য শাসন করেন। [ইং. viceroy]। (Bangla *Academy English-Bangla Dictionary*, page- 866) ।

১৯৫. **গ্রামোফোন**- বি. কলের গান। [ইং. gramophone]। (*নজরুল শব্দপঞ্জি*- পৃ: ২৭১) ।

১৯৬. **ভোট**- বি. কোন বস্তু বা ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত বা ইচ্ছার অভিব্যক্তি। [ইং. vote]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 871) ।

১৯৭. **কাস্টিং**- বি. নির্বাচনের প্রক্রিয়া। [ইং casting]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 123) ।

১৯৮. **ইউনিয়ন**- বি. শ্রমিক সংঘের সদস্য বা সমর্থক। [ইং union]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-852) ।

১৯৯. **রেলওয়ে**- বি. রেললাইন। [ইং railway]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 625)।

২০০. **টেলিগ্রাফ**- বি. তারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠিয়ে অথবা বিনা তারে খবরাখবর পাঠানোর ব্যবস্থা বা যন্ত্র ।[ইং. telegraph]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 807) ।

২০১. **স্টিমার**- বি. স্টিমার। [ইং steamer]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 761)।

২০২. **ইম্পিরিয়াল**- বি. সাম্রাজ্যিক। [ইং. imperial]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 379) ।

২০৩. ট্র্যামওয়ে- বি. ট্র্যাম চলার রাস্তা। [ইং. tramway]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 379) ।

২০৪. কো-অপারেটিভ- বিণ. সহযোগিতামূলক। [ইং. cooperative]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 168)।

২০৫. **Speed**- বি. দ্রুততা ।[ইং. speed]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 745)।

২০৬. **Departure**- বি. প্রস্থান, বহির্গমন। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 203)।

২০৭. **Issue**- বি. বিচার্য বিষয়। [ইং. issue]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictio*nary, page- 410) ।

২০৮. **ডিপ্লোমেসি**- বি. কূটনীতি। [ইং. diplomacy*]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 214) ।

২০৯. **President**- বি. রাস্ট্রপ্রধান, কোন সরকারি বিভাগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, সমিতি ইত্যাদির প্রধান। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 595)।

২১০. **স্টেটাস**- বি. সামাজিক বা পেশাগত অবস্থান ।[ইং. status]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 760) ।

২১১. **Dominion**- বি. কর্তৃত্ব, আধিপত্য। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 225) ।

২১২. **হোল্ডল**- বি. বৃহৎথলে। [ইং hold-all]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 360) ।

২১৩. **বিল**- বি. লিখিত বা মুদ্রিত কাগজাস্ত যারা দ্বারা বিশেষ বিষয় জ্ঞাপন করা হয়। [ইং bill]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 80।

২১৪. **পাস**- ক্রি. অনুমোদন করা। [ইং pass]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictio*nary, page- 545) ।

২১৫. **ফল**- বি পতন ।[ইং fall] ।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 263) ।

২১৬. **অন**- প্রিপোজিশন ওপর। [ইং. on]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 519) ।

২১৭. **লভ**- বি প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা । [ইং. love]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-449) ।

২১৮. **ওয়ার**- বি যুদ্ধ। [ইং. war]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictio*nary, page- 875)।

২১৯. **জেনারেল**- বি. ফিল্ড মার্শালের পরে সর্বোচ্চ সেনা অফিসার। [ইং. general]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 310) ।

২২০. **অফিসার**- বি. কর্মকর্তা। [ইং officer]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 516) ।

২২১. **কমান্ডিং**- বি. নিয়ন্ত্রণকারী, আদেশদানকারী। [ইং. officer]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 151) ।

২২২. **'মারশিয়াল'**- বি. সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদপর্যাদাসম্পন্ন অফিসার । [ইং. marshal]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 460)।

২২৩. **রেজিমেন্টাল**- বি. রেজিমেন্টসংক্রান্ত। [ইং. regimental]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 640) ।

২২৪. **রিজার্ভ**- বি. ভবিষ্যৎ সঞ্চয়। [ইং. reserve]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 648) ।

২২৫. **অর্ডার**- ক্রি. আদেশ দেওয়া। [ইং order]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 525) ।

২২৬. **বোনাফাইড**- বিণ. প্রকৃত, খাঁটি, আন্তরিক। [ইং bonafide]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 91) ।

২২৭. **কেয়ার**- বি. যত্ন। [ইং care]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 120)।

২২৮. **সিগারেট**- বি. সিগারেট। [ইং. cigarrette]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-138)।

২২৯. **ফল-ইন-ওয়ার**-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া।

২৩০. **'অনারেবল'**- বিণ সম্মান্য, সম্মানাস্পদ। [ইং. honourable]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 363)।

২৩১. **স্যার**- বি. নাইট বা অধস্তন ব্যারন এর নামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক পদবি। [ইং Sir]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 720)।

২৩২. **চার্জ**- বি. অভিযোগ, বিশেষত কারো বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগ। [ইং. charge]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 131)।

২৩৩. **হ্যান্ডশেক**- বি. করমর্দন করা। [ইং. Handshake]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 170) ।

২৩৪. **Beauty**- বি. সৌন্দর্য, শ্রী, রূপ, লাবণ্য। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 71) ।

২৩৫. **Is**- ক্রি. সাহায্যকারী ক্রিয়া। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 68) ।

২৩৬. **Truth**- বি. সত্যতা, যথার্থতা। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 836) ।

২৩৭. **pigmy**- বি. বিষুবীয় আফ্রিকার খর্বাকৃতি জনগোষ্ঠীর একজন। বামন, বেঁটে। খুব ছোট আকারের। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 619) ।

২৩৮. ট্রেন- বি. রেলগাড়ি । [ইং. train]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 828) ।

২৩৯. **মোটর**- বি. যে যন্ত্রশক্তি সঞ্চারিত বা ব্যবহার করে গতি উৎপাদন করে, চালকযন্ত্র। [ইং. motor]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 487) ।

২৪০. **জজ**- বি.বিচারক। [ইং. judge]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 415) ।

২৪১. **ব্যারিস্টার**- বি. উচ্চ আদালতে ওকালতি করার সনদপ্রাপ্ত আইনজীবী। [ইং. barrister]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 65) ।

২৪২. **প্রফেসর**- বি. উচ্চতম পদমর্যাদার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। অধ্যাপক। [ইং. professor]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 603) ।

২৪৩. **ফিউচার**- বি. ভবিষ্যৎ, ভবিতব্য, ভাবীকাল। [ইং. future]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 304) ।

২৪৪. **এমএ**- Master of Arts

২৪৫. **টাই**- বি. বাঁধন, বন্ধন। [ইং. tie]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 818) ।

২৪৬. **হ্যাম**- বি.লবণ মাখিয়ে শুকানো বা আগুনে ঝলসানো শূকরের রান, শূকরের মাংস। [ইং. ham]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 339) ।

২৪৭. **হুইস্কি**- বি. কড়া মদবিশেষ। [ইং. Whiskey, whisky]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page-891) ।

২৪৮. **Passive**- বিণ. অক্রিয়, অপ্রতিরোধী। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 546) ।

২৪৯. **Resistance**- বি. প্রতিরোধক্ষমতা। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 648) ।

২৫০. **এয়াভারেজ**- বি. গড়পড়তা মান, মধ্যমান। [ইং. average]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 52) ।

২৫১. **State**- বি. সংগঠিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা শাসকদল, যাদের সরকার গঠনের ক্ষমতা আছে; সরকার; রাষ্ট্র; যুক্তরাষ্ট্রিয় শাসন ব্যবস্থায় একটি অঙ্গরাজ্য। [ইং. state]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 759) ।

২৫২. **Language**- বি. ভাষা, মানুষের মনোভাব, অনুভূতি প্রকাশের ধ্বনিনিভর মাধ্যম। [ইং. language]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 424) ।

২৫৩. **Person**- বি. পুরুষ / মহিলা ব্যক্তি।[ইং. person]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 559) ।

২৫৪. **Against**- অব্য. বিরুদ্ধে, বিপক্ষে, প্রতিকূলে। [ইং. against]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 17) ।

২৫৫. **Penny**- বি. ব্রিটিশ মুদ্রামানের এক পয়সা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 554) ।

২৫৬. **Wise**- বিণ.জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 898) ।

২৫৭. **Pound**- বি. ওজনের একক। পুরুষ / মহিলা ব্যক্তি।[ইং.]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 588) ।

২৫৮. **Foolish**- বিণ. বোকামিপূর্ণ, মূর্খতাপূর্ণ, হাস্যকর, নির্বোধ, হাবা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 288) ।

২৫৯. **Next door**- বিণ.পাশের বাড়ির। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 502)।

২৬০. **Neighbour**- বি. প্রতিবেশি, পড়শী। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 500) ।

২৬১. **Competition**- বি. প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 153) ।

২৬২. **Cultured**- বিণ. সংস্কৃতিবান। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 182) ।

২৬৩. **Chivalrous**- বিণ. মর্যাদাবান, সৌজন্যময়, শালীন, মধ্যযুগীয় বীরব্রতী নাইটকুল সম্পর্কিত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 136) ।

২৬৪. **Sportsman**- বি. ক্রীড়াবিদ, খেলোয়াড়। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 749) ।

২৬৫. **Like**- বিণ. সদৃশ, অনুরূপ। [ইং.] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 439)।

২৬৬. **ওরিয়েন্টাল**- বিণ. প্রাচ্য সম্বন্ধীয়। [ইং.oriental]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 525) ।

২৬৭. **Beautiful** –বিণ. সুন্দর, চমৎকার। [ইং]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-71) ।

২৬৮. **Sublime** – বিণ. মহিমান্বিত ভীষণ সুন্দর। [ইং]। (Bangla *Academy English-Bangla Dictionary*, page-780) ।

২৬৯. **Greek** – বি. প্রাচীন বা আধুনিক গ্রিসের লোক। গ্রিক ভাষা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-330)

২৭০. **হিব্রু**- বি. ইসরাইলি। হিব্রু ভাষা। [ইং. Hebrew]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-350)

২৭১. **স্প্যানিশ**- বিণ. স্পেন দেশীয়, স্পেনের ভাষা। [ইং. spanish]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-742)

২৭২. **হিজ**- সর্ব .তার, তাঁর। [ইং. his]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 357)।

২৭৩. **মাস্টার্স**- বিণ. নিয়ন্ত্রণকারীর, হুকুমকারীর, মালিকের,প্রভুর। [ইং. Master's]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 461)। adjective er classification dekhte hobe

২৭৪. **হাম্বলি**- বিণ. সবিনয়ে, বিনীতভাবে। [ইং. humbly]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 370)।

২৭৫. **ইজম**- বি.বিশিষ্ট মতবাদ বা আচার। [ইং. ism]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 409)।

২৭৬. **টর্চলাইট** - বি. টিপবাতি। [ইং. Torch light]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 825)।

২৭৭. **ইনটলেকচুয়াল**- বি.ধীশক্তি সম্বন্ধী বৌদ্ধিক, বুদ্ধিবৃত্তিক। [ইং. intellectual]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 400)।

২৭৮. **গ্রামোফোন**- বি. কলের গান। [ইং. gramophone]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 328)।

২৭৯. **চেয়ার**- বি. কেদারা। [ইং. chair]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 129)।

২৮০. **কমিটি**- বি.বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ, সমিতি। [ইং. committee]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 152)।

২৮১. **Adopt**- ক্রি. পোষ্যগ্রহণ করা, দত্তক নেওয়া। [ইং. company]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 12)।

২৮২. **Classical**- বিণ.প্রাচীন গ্রিক ও রোমান শিল্প ও সাহিত্যসম্পর্কিত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 141)।

২৮৩. **music**- বি. সংগীত, গীতবাদ্য। [ইং.music]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 492)।

২৮৪. **মেডেল**- বি. পদক। [ইং. medal]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 465)

২৮৫. **পল্টন**- বি. একজন লেফটেন্যান্টের অধীনে সেনাবাহিনীর এককরূপে সক্রিয় সেনাদল, কোম্পানির উপবিভাগ। [ইং. Head master]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 347)।

২৮৬. **পুলিশ**- বি. আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত সরকারি বাহিনী। [ইং. police]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580)।

২৮৭. **পিস্তল**- বি. এক হাতে চালানো যায় এমন আগ্নেয়াস্ত্র। [ইং. pistol]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 569)।

২৮৮. **Fair**- বিণ পক্ষপাতহীন, ন্যায্য। [ইং. fair]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 262)।

২৮৯. **And**- অব্য শব্দ, উপবাক্য বাক্যকে যোগ করে। [ইং. fair]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 262)।

২৯০. **faul**- বিণ. বিশ্রী, জঘন্য। [ইং]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 294।

২৯১. **প্রোপাগান্ডা**- বি.মতবাদ,প্রচারণা, রটন। [ইং. propaganda]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 607) ।

২৯২. **ডেমন**- বি. দুষ্ট, অশুভ কিংবা নিষ্ঠুর অতিপ্রাকৃত সত্তা বা শক্তি, অপদেবতা। [ইং. demon]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 201)।

২৯৩. **রিট্রিট**- ক্রি.পশ্চাদপসরণ করা, প্রত্যাহার করা, ফিরে যাওয়া। [ইং. retreat]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 651)।

২৯৪. **লিডার**- বি.নায়ক, নেতা, দলপতি, সর্দার। [ইং. leader]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 429)।

২৯৫. **কভার**- ক) ক্রি. ঢেকে দেওয়া, ঢেকে ফেলা, আড়াল করা, লুকিয়ে ফেলা।
খ) বি. ঢাকনা, ঢাকনি, প্রচ্ছদ, মলাট।[ইং. cover]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 174)।

২৯৬. **Journey**- বি.ভ্রমণ। [ইং. journey]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 415) ।

২৯৭. **Path**- বি.পায়ে চলা পথ। [ইং. path]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 548) ।

২৯৮. **Murdered**- বি. খুন হওয়া। [ইং.]।

২৯৯. **Sixty**- বিণ.ষাট, ৬০। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 721)।

৩০০. **percent**- বি.শতাংশ, শতকরা হার। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 556) ।

৩০১. **Mystic**- বিণ. গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন, ভয় ও বিস্ময় উদ্রেককর। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 494)।

৩০২. **মিস্টিসিজম**- বি.মন ও ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে ধ্যান বা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরজ্ঞান ও প্রকৃত সত্য লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস এবং এতদ্বিষয়ক শিক্ষা, মরমিবাদ। [ইং. mysticism]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 494)।

৩০৩. **Eternal**- বিণ.চিরন্তন, আদি-অন্তহীন। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 252) ।

৩০৪. **জুবিলি**- বি. জয়ন্তী। [ইং. jubilee]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 415) ।

৩০৫. **Divine**- বিণ. ঐশ্বরিক, দেবসুলভ, দৈব, দিব্য। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 222)।

৩০৬. **টনসিল**- বি. টনসিল। [ইং. tonsil]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 824)।

৩০৭. **আয়ারিস্টোক্রাট**- বি. অভিজাত শ্রেণির লোক, উঁচু বংশোদ্ভূত। [ইং. aristocrat]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 39)।

৩০৮. **Brain**- বি. মাথার ঘিলু বা মগজ, স্নায়ুকেন্দ্র। [ইং. brain]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 97)।

৩০৯. **Function**- বি. কোন বস্তুবা ব্যক্তির বিশেষ কার্য; বৃত্তি, কর্ম। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 302)।

৩১০. **Escapist**- বি. পলায়নীপ্রবৃত্তিসম্পন্ন। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 251)।

৩১১. **Escap**e- বি. পলায়ন [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictio*nary, page- 251)।

৩১২. Intuition- বি. সচেতন যুক্তিতর্ক বা বিচারবিশে-ষণ ছাড়া কোনকিছুর অব্যবহিত জ্ঞান, ঐরূপ জানার শক্তি, অন্তর্জ্ঞান। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 405)।

৩১৩. **Surrender**- ক্রি. (শত্রু, পুলিশ ইত্যাদির কাছে) সমর্পণ করা, আত্মসমর্পণ করা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 791)।

৩১৪. **radium**- বি. তেজস্ক্রিয় মৌলিক ধাতব পদার্থবিশেষ। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 624)।

৩১৫. **ratio**- বি. অনুপাত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 629)।

৩১৬. **পাশ**- বি. পরীক্ষায় পাস, অতিক্রম করে যাওয়া। [ইং. pass]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 545)।

৩১৭. **গবর্নমেন্ট**- বি. সরকার। [ইং government] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 326) ।

৩১৮. **টেকনিক্যাল**- বিণ. প্রযুক্তিগত, প্রায়োগিক কৌশলসংক্রান্ত। [ইং technical] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 806) ।

৩১৯. **স্কুল**- বি. বিদ্যালয়, শিক্ষালয়। [ইং school] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 679) ।

৩২০. **ব্রেন**-বি. মাথা, মস্তিষ্ক ।[ইং. brain]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 97) ।

৩২১. **সেন্টার**- বি. কেন্দ্র, কেন্দ্রবিন্দু। [ইং. centre]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 128) ।

৩২২. **হার্ট**- বি. হৃৎপিণ্ড, হৃদ্‌যন্ত্র। [ইং. heart]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 348) ।

দেশের নাম / স্থানের নাম

আয়ারল্যান্ড , কাবুল, আরব, ইটালি / ইতালি, রুশ / রুশিয়া / রাশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, হ্যারিসন রোড, এলবার্ট হল, ক্রাইড স্ট্রিট, টাউন হল, হ্যারিসন রোড, সাইবেরিয়া, স্ক্যান্ডিনোভিয়া, নরওয়ে, ফ্রান্স, জার্মানি, পোলিশ, ইতালিয়ান, তুরস্ক।

আরবি, ফারসি নামবাচক বিশেষ্যঃ নমরুদ, ইব্রাহিম, আলী ইমাম, কামাল, ওস্মান, নাদির খাঁ, বাচ্চু মিয়া, হক, হোসেন আলি, খালেদ-মুসা-তারেক, বেলাল, হাসান-হোসেন, ওমর, আবদুল আজিজ, শাহজাহান, মমতাজ, ইরান, শলিমুদ্দি মিয়া, সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমী, জামি, শিরাজবাগ, হনলুলু, আওরঙ্গজেব, জমিরউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, আব্বাসউদ্দীন, হজরত ইসমরাইল, হাফিজ, মহজুদ্দীন খান, শিরাজী, মুজফফর আহমেদ, কাছাছুল আম্বিয়া, আমির হামজা, আলেফ লায়লা, হজরত ওমর, হজরত আলি, হযরত ইব্রাহিম, সুরাহ নূর, রুহুল আজম, খলিলুল্লাহ, সুরা ইয়াছিন, মুসলিম লীগ।

ইংরেজি নামবাচক বিশেষ্যঃ

New York Herald- (পত্রিকার নাম), Indian Daily News, Forward (পত্রিকা) ।

ব্যক্তির নামঃ জনসন, রিডিং, মন্টেগু, রবার্ট এমেট, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, শেলি, মিল্টন, নেগুচি, এয়টস, গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ডশ', বেনাভাঁতে, লিওনিদ আদ্রিভ, ক্লুট হামসুন, ওয়াদিশল, রেঁমদ, আনাতোল ফ্রাঁস, নিকোলাই, পুশকিন, দস্তয়ভস্কি, রাস্কুল নিকত, সোনিয়া, টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, চেকভ, কার্ল মার্কস, জার, ইবসেন, লেগারলফের, ফ্রয়েড, বালজাক- জোলা, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, কার্ল ম্যাক্স, দুৎ-অননৎসিও, কিপলিং, মুসোলিনি, লুইস, লর্ড রিডিং, লর্ড হার্ডিঞ্জ,লয়েড জজ, Keats, Whitman, Merezhkovsky Leonardo.

চরিত্রের ও সাহিত্যের নামঃ

ইকনমিকস, Skylark, Birds of Paradise, Crime and Punishment, Great Hunger, Swan (চরিত্র), The Prisoner who sang, Growth of the soil, Pan (কবিতা), মমতাজ, শাহজাহান।

গ্রহের নামঃ প্লুটো।

মাসের নাম : ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারি

রোগের নামঃ ম্যালেরিয়া, আলসার

নজরুল কর্তৃক ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ সমূহের গঠন প্রক্রিয়াঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। শব্দ গঠনের সংগে ভাষার সাংগঠনিক গঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শব্দ গঠনের মধ্যে একটি সর্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়। সংযোজন প্রক্রিয়া (Additive Process) শব্দ গঠনের একটি অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া।

সংযোজন প্রক্রিয়া (Additive Process): যে প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠনে একের অধিক উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাকে বলা হয় সংযোজন প্রক্রিয়া। সংযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া (Compounding) ।

যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া: যৌগিকীকরণ হচ্ছে শব্দ গঠনের একটি উৎপাদন শীল প্রক্রিয়া কারণ এখানে নতুন শব্দ গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দুই বা ততাধিক শব্দ একত্রিত হয়ে যদি একটি শব্দের মতো কাজ করে তাকে বলা হয় যৌগিক শব্দ। নজরুল মুক্ত রূপমূল ব্যবহারের পাশাপাশি অনেক যৌগিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। নিজে যৌগিক শব্দ তৈরিও করেছেন। এখানে নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যৌগিক শব্দের গঠন তুলে ধরা হলো:

দুইটি মুক্ত রূপমূলের সাহায্যে গঠিত যৌগিক শব্দ গুলো উপস্থাপন করা হলো:

আরবি + আরবি :

১. **ফেরেশতার-** ফা. ফেরেশতা + বাং. র

২. আল্লাহু আকবর- আ. আল্লাহু + আ. আকবর

আল্লাহু- বি. খোদা, কোরানোক্ত সৃষ্টিকর্তা। [আ. আল্লাহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৯)।

আকবর- বিণ.মহান, মহোত্তম। [আ. আকবর]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭)।

৩. **দাবি-দাওয়া-** আ. দাবি + আ. দাওয়া

দাবি- বি. স্বত্ব, অধিকার।[আ. দা'বি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১২) ।

দাওয়া- বি. অধিকার, স্বত্ব।[আ. দা'ওয়া]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১১)

৪. **'হাজির' 'হাজির'**- বিণ. উপস্থিত। [আ.] হাযির। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩০)।

৫. **হাওয়ায় হাওয়ায়**– আধিক্য অর্থে দ্বিরুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. **কেল্লাফতে**- বি. দুর্গবিজয়, সাফল্য অর্জন, জয়লাভ। [আ. ক্বিল'অহ, আ. ফতহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৮) ।

৭. **জল্লাদ-** কশাই আ. জল্লাদ + আ. কশাই

জল্লাদ- বি. বিচারক কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের ফাঁসি দেয় বা শিরচ্ছেদ করে এমন লোক। নির্মম বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি। [আ. জল্লাদ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৩)।

কশাই- বি. পশুবধকারী, অতিশয় নির্দয় ব্যক্তি। [আ. ক্বস্সাব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭)।

৮. **শহীদায়েন**- আ. শহীদ + আ. আয়েন

৯. **আইন আদালত**- আ. আইন + আ. আদালত

আদালত- বি. বিচারালয়। [আ. আদালত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯)

১০. **নফসি নফসি**- অব্য. ত্রাহি ত্রাহি। [আ. নফসি নফসি] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২২) ।

১১. **কায়দা-কানুন**- আ. কায়দা + আ. কানুন

কায়দা- বি. কৌশল ।পটুতা, দক্ষতা। আচার-ব্যবহারের রীতি বা পদ্ধতি। [আ. ক্বায়দাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪১) ।

কানুন- বি. আইন, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা। নিয়ম, বিধিব্যবস্থা। [আ. ক্বানুন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৯)।

১২. **মক্তব- মাদ্রাসা**- আ. মক্তব + আ. মাদ্রাসা

মক্তব- বি. মুসলমান বালক- বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়। [আ. মকতব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬২)

মাদ্রাসা- বি. আরবি শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ। [আ. মাদরাসাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭০)

১৩. 'কওম' 'কওম'- আ. কওম + আ. কওম

১৪. 'সেরাতুল মুস্তাকিম'- বি.সরল ও সহজ পথ।সঠিক রাস্তা। [আ. সিরাতুল মুস্তাক্বিম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৬) ।

১৫. মোল্লা- মৌলবি- আ. মোল্লা + আ. মৌলবি
মোল্লা- বি. আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [আ. মুল্লা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮১।
মৌলবি- বি. ইসলাম জ্ঞানে অভিজ্ঞ, ক্বারি। [আ. মওলবি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮২।

১৬. আল-গনি- আ. আল + আ. গনি
আল- অব্য. একটি নির্দেশসূচক শব্দ। ইংরেজি প্রতিশব্দ The। [আ. আল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫।
গনি- বি. আল্লাহর গুণবাচক নাম। [আ. গনি]।

আরবি + ফারসি :

১. কারবালা-মাতম-- আ. কারবালা + ফা. মাতম
কারবালা- বি. ইরাক দেশের অন্তর্গত ইতিহাসখ্যাত প্রান্তর। [আ. কারবালা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪১) ।
মাতম- বি. বেদনা, শোক, বিলাপ। [ফা. মাতম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭০) ।

২. জবরদস্তি- আ. জবর + ফা. দস্তি।
জবরদস্তি- বি. বলপ্রয়োগ, জোর। [আ. জবর + ফা. দস্তী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪) ।

৩. **হুবহু**- অব্য. যথাযথ, একইরূপ, অবিকল। [আ. হু + ফা. বহু]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৭) ।

৪. **গোলামখানা**- বি. চাকর-বাকরদের বাসস্থান, গোলাম বা দাস তৈরির কারখানা। [আ. গুলাম + ফা. খানাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭০)

৫. জবাবদিহি- বি. কৈফিয়ত, কারণ প্রদর্শণ। [আ. জবাব + ফা. দিহি]

৬. আল্লাহ মিয়া- আ. আল্লাহ্ + ফা. মিয়া

৭. **কসাইখানা**- আ. কসাই + ফা. খানা
কসাই- বি. যারা গবাদি পশু জবাই করে মাংস বিক্রি করে, অতিশয় নির্মম ব্যক্তি ।[আ. ক্বস্সাব] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭) ।
খানা- বি. গৃহ, ভবন, ঘর, বাসগৃহ, কক্ষ ।[ফা. খানহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২)।

৮. **আরবি- ফারসি**- আ. আরবি + ফা. ফারসি
আরবি- বি. আরবদেশীয়, আরবি ভাষা। [আ. 'আরবি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪) ।
ফারসি- বি. ফারসি ভাষা। [ফা. ফারসি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪১)

৯. **ফকির-দরবেশ**- আ. ফকির + ফা. দরবেশ
ফকির- বি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষ। [আ. ফক্বীর]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩৫) ।
দরবেশ- বি মুসলমান তাপস। [ফা. দরবীশ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৬)।

১০. **সাহেবান**- বি.সুধীবৃন্দ, সমভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। [সাহিবান আ. + ফা.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২২) ।

১১. **নজরানা**- বি. দর্শনী, উপঢৌকন, ভেট ।রাজা বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎকালে প্রজা বা অধীনস্ত কর্মচারী প্রদত্ত সালামী বা দর্শনী। [আ. নজর + ফা. আনাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২১) ।

উর্দু / হিন্দি + সংস্কৃত

১. কলিজা- মথিত- উ. কলিজা + সং. মথিত

কলিজা- বি. যকৃত ।বুকের পাটা। [উ. কলীজহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬১)।

কলিজা- বি.বুক, সাহস। [হি. কলেজা, kaleja]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ১৬৯) ।

মথিত- বিণ. মথন বা বিনাস করা হয়েছে এমন। [সং] দরবেশ। (*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৫৫)।

আরবি + সংস্কৃত:

১. **কশাই**-শক্তি--- আ. কশাই + সং. শক্তি

কশাই- বি.পশুবধকারী, অতিশয় নির্দয় ব্যক্তি। [আ. ক্বস্সাব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭)।

শক্তি- বি. ক্ষমতা, সামর্থ, বল ।[সং. √শক্ + তি]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা* অভিধান, পৃ: ৬৩১

২. মোল্লা-পুরুত- আ. মোল্লা + সং. পুরুত

মোল্লা- বি. আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বংশীয় উপাধী। [আ. মুল্লা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮১)।

পুরুত- বি. পুরোহিত্যের কথ্য রূপ। বি. গৃহস্থের মঙ্গলার্থে যিনি দেবার্চনা করেন। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪৩২) ।

৩. আমলাতন্ত্র- আ. আমলা + সং. তন্ত্র

আমলা- বি. কেরানী, কর্মচারী। [আ.] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১)।

তন্ত্র- বি. শাস্ত্র বিশেষ। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৯৭) ।

৪. আইনসঙ্গত- আ. আইন. + সং. সঙ্গত

৫. **খিলাফৎ-আন্দোলন–** আ. খিলাফত + সং. আন্দোলন

খিলাফত– বি. খলিফার পদ বা মর্যাদা। [আ. খিলাফত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৭)।

আন্দোলন– বি. আলোড়ন, বিক্ষোভ [সং.] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ. ৭২) ।

৬. মুসলিম-অঙ্গন- আ. মুসলিম + সং. অঙ্গন

মুসলিম- পূর্বে উল্লেখিত।

অঙ্গন- বি. উঠান চত্তর। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৯)

সংস্কৃত + আরবি:

১. নিখিল-মুসলিম– সং. নিখিল + আ. মুসলিম

নিখিল- বি. সমস্ত [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৭৫)

২. মন্দির-মসজিদ- সং. মন্দির + আ. মসজিদ

মন্দির- বি. দেবালয়। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৬০)

মসজিদ- বি. নামাজ পড়ার গৃহ। [আ. মসজিদ] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৭)

৩. **নিয়ম-কানুন**-- সং. নিয়ম + আ. কানুন

নিয়ম- বি. বিধান, নির্দেশ ।[সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৭৯)।
কানুন- আইন, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা। [আ.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৫)।

ফারসি + ফারসি:

১. **খুন খারাবি-** ফা. খুন + ফা. খারাবি
বি. মারামারি, খুনাখুনি, হত্যাকাণ্ড। [ফা. খুন + ফা. খারাবি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৬)।

২. **দারাজ-দস্ত** ফা. দারাজ + ফা. দস্ত
দারাজ- দস্ত- বি. প্রবল ও শক্তিশালী হাত। প্রশস্ত ও উদার হাত। [ফা. দরায্ + ফা. দস্ত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩)।

৩. **আসমান**- ফা. আসমান + ফা. জমিন
আসমান-জমিন- বি. আকাশ ও পৃথিবী। [ফা. যমীন, ফা. আসমান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০) ।

৪. খোশ-আমদেদ- - ফা. খোশ + ফা. আমদেদ
খোশ- বি. আনন্দ, খুশি, মজা। [ফা. কুশ]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৩৬)।
আমদেদ- বি. সুস্বাগতম, সাদও অভ্যর্থনা। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৩৬)।

৫. ইরানি- বিণ. ইরান বা পারস্যদেশীয়, ইরানে জাত। ইরান বা পারস্য দেশ সম্বন্ধীয়। [ফা ইরান + ফা ঈ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৮) ।

৬. নামাজ-রোজা- ফা. নামাজ + ফা. রোজা
নামাজ- বি. ইসলাম ধর্মমতে ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ইশা দৈনিক এ ৫ বার অবশ্যকরণীয় ফরজ এবাদত বা সালাত। [ফা. নমাজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৬)।
রোজা- বি. ইসলাম ধর্মীয় বিধি অনুসারে উপবাস। [ফা. রোজাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৯) ।

৭. খিলাফৎ- বি রাজত্ব, খলিফার শাসনকাল ।[আ] (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৩৪) ।

৮. পেশকার- বি. বিচারকের সামনে আদালতের কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারী। [ফা. পেশ্ + কার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৫)।

৯. **বাজেয়াপ্ত**- -বিণ. সরকার বা জমিদার কর্তৃক অধিকৃত। [ফা বাজ্ + ফা. ইয়াফ্ত]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৬) ।

১০. দারাজ দিল- ফা. দারাজ + ফা. দিল
দারাজ দিল- বিণ. উদার হৃদয়। [ফা. দারাজ দিল] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩, ১১৪)।

১১. নিশানবর্দার- ফা. নিশান + ফা. বর্দার
নিশান- বি. পতাকা। [ফা. নিশান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮)
বর্দার- বি. বহনকারী, বাহক। [ফা বরদার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮)।

১২. **জমিদার-** ফা. জমি + ফা. দার
জমিদার- বি. জমির মালিক। [ফা. জমি + ফা. দার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৮)

১৩. শাহজাদা- ফা. শাহ + ফা. জাদা

শাহজাদা- বি. রাজকুমার। [ফা. শাহ্ + ফা. জাদা]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১১)

১৪. নিশান-বরদার--ফা.নিশান + ফা. বরদার
নিশান- বি. পতাকা, ঝাণ্ডা, কেতন। [ফা.] (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৪৭৪) ।
বরদার- বি. বহনকারী; বাহক । পালনকারী, তামিলকারী। ভৃত্য, চাকর। [ফা. বরদার] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮) ।

১৫. গুলবাগিচা- ফা.গুল + ফা.বাগিচা
গুল- ফা.ফুল ।গোলাপ ফুল। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৫৮) ।
বাগিচা- বি. ছোট বাগান, ক্ষুদ বাগান। [ফা. বাগ্‌চহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৫) ।

১৬. কম-বখত-- ফা.কম + ফা.বখত।
কম-বখত বিণ. হতভাগ্য, দুর্ভাগা, বদনসীব। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯)।

ফারসি + সংস্কৃত:

১. **খুন- মাখানো**--- ফা. খুন + সং. মাখানো
খুন- বি.রক্ত, রুধির, লহু। [ফা. খুন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৬)।
মাখানো- ক্রি. লেপন করা। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৬৮) ।

২. খুন-মাখা-- ফা.খুন + সং.মাখা
খুন- বি.রক্ত, রুধির, লোহ। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৩০) ।

৩. **গোরস্থান-** ফা. গোর + সং. স্থান
স্থান- বি. জায়গা। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৭০২)।

৪. **নামকরণ**– ফা. নাম + সং. করণ
করণ- বি. সম্পাদন [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১৩১)।

৫. **দামামা- দুন্দুভি** - ফা. দামামা + সং. দুন্দুভি
দামামা– বি. ঢাক জাতীয় রণবাদ্য বিশেষ। [ফা. দমামহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯২)।
দুন্দুভি– বি. দামামা জাতীয় প্রাচীন ভারতীয় রণবাদ্য বিশেষ। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৩৭)।

৬. **দোতলা**- ফা. দো + সং. তলা
দো- বিণ. দুই, দুই সংখ্যক। [ফা. দো]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭)
তলা- বি. অট্টালিকার উচ্চতার বিভাগ। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩০১)

৭. **চাবুক– জ্বালা**– ফা. চাবুক + সং. জ্বালা
জ্বালা- বি. যন্ত্রণা। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৭০)

বাংলা + ফারসি:

১. **সাধ-আরমান**- বাং.সাধ + ফা. আরমান
সাধ- বি. কামনা, অভিলাষ, শখ ।ইচ্ছা, বাসনা।
আরমান- বি.আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ। [ফা. আরমান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪)।

২. **তেলামখানা**– বি. তদ্বির বা তোষামোদের জায়গা। [ফারসি গোলামখানার সাদৃশ্যজাত শব্দ নজরুল এখানে তৈরি করেছেন তেলামখানা]।

৩. মুটে- মজুর– বাং. মুটে + ফা. মজুর
মুটে- বি. মোট বহনকারী। [বাং.] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫৮২)।
মজুর- বি. শ্রমিক। [ফা.মযদূর] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৩)

৪. মশালবর্দার- বা. মশাল + ফা. বর্দার
মশাল- বি. দীপ, দেউটি, বৃহদাকার আলোকবর্তিকা। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৪৯) ।
বরদার- বি. বহনকারী; বাহক। পালনকারী, তামিলকারী।ভৃত্য, চাকর। [ফা. বর্দার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮)।

৫. নিত্য-আজাদ-- বাং. নিত্য + ফা. আজাদ
নিত্য- ক্রি.বিণ. সতত, সর্বদা, প্রত্যহ। [সং.]।

বাংলা+ আরবি :

১. কলকব্জা- বাং. কল + আ. কব্জা
কলকব্জা- বি. কপাটসন্ধি। চৌকাঠের সঙ্গে পাল্লা যুক্ত করার ধাতুপাত বিশেষ। [আ. ক্বব্যহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৯) ।

ইংরেজি + ইংরেজি

১. **'ফল-ইন'**- বি কারো প্রেমে পড়া।[ইং. Fall in]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 263) ।

২. **কেস ডিসমিস**- ক্রি মামলা খারিজ করা।[ইং. case dismiss]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 218) ।

৩. **Larger Humanity** - ইং. Larger + ইং. Humanity
Larger- বিণ. বড় আকারের, বিরাট। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 424) ।
Humanity- বি. মানবজাতি, মানবতা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 369) ।

৪. **'ডোন্ট কেয়ার'**- [ইং.]।
ডোন্ট- do not এর সংক্ষিপ্ত রূপ, নেতিবাচক ভাবপ্রকাশক। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 223)
কেয়ার- বি. যত্ন । [ইং care] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 120)

৫. অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার-
অ্যাসিস্ট্যান্ট- বি. সাহায্যকারী, সহকারী। [ইং]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-45)
জেলার- বি. কারাগার, কয়েদখানা। [ইং]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-411)

৬. নোবেল প্রাইজ - নোবেল + প্রাইজ
নোবেল- বিণ. মহান, মহানুভব। [ইং]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-504)

৭. প্রাইজ- বি. পুরস্কার। [ইং]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-504)

৮. **ব্রেন-সেন্টার-** জ্ঞানশক্তি

৯. **মনি-অর্ডার**- বি. মানিঅর্ডার।[ইং. money order]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 482) ।

১০. **কাউন্সিল-এসেম্ব্লি**- ইং. কাউন্সিল + ইং. এসেম্ব্লি

১১. **ফার্স্ট বয়**- ইং. ফার্স্ট + ইং. বয়

ফার্স্ট- বিণ. প্রথম, পয়লা, আদি, আদ্য। [ইং. first]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 276)।

বয়- বি. কবি শ্রেণি, পদমর্যাদার মান।[ইং. class]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 141)।

১২. **Cold blooded- ইং. cold + বাং. blooded**

১৩. **বিণ. অনুভূতিহীন**, নিষ্ঠুর।[ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-147) ।

14. **Hard Soil**: ইং. Hard + ইং. Soil

Hard- বি. শক্ত। [ইং.] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 343)।

Soil- বি. মাটি। [ইং.] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 736)।

সংস্কৃত + ফারসিঃ

১. **হিন্দু- মুসলমান-** বি.মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বা ব্যক্তি, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। [ফা. মুসলমান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮)।

২. **বড়বাজার**– সং. বড় + ফা. বাজার

বড়– বিণ. বৃহৎ। [সং] । (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪৭০)

বাজার– বি. হাট। [ফা. বাজার্] । (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২৫৪)

৩. **রক্তনিশান**- রক্ত + নিশান

রক্ত- বি. রুধির, লোহু। [সং.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬৯০) ।

নিশান- পতাকা, ধ্বজা। [ফা. নিশান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৯) ।

৪. **চির-গোলাম**- সং.চির + ফা. গুলাম

চির- বি. অনন্তকাল, অনাদিকাল। [সং.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৯৯) ।

গোলাম- বি. ক্রীতদাস, চাকর, ভৃত্য। [ফা. গুলাম]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৬৮)।

৫. **দুর্নাম–** সং. দুঃ + ফা. নাম

৬. **অবতার- পয়গম্বর-** সং. অবতার + ফা. পয়গম্বর

অবতার- বি. জীবদেহ ধারী দেবতা। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৫)।

পয়গম্বর- বি. আল্লাহ্ তায়ালার বাণী বাহক। [ফা. পয়গাম্বর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩১)।

৭. **নরক গুলজার**- সং. নরক + ফা. গুলজার

নরক- বি. জাহান্নাম [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৬৬)।

গুলজার- বিণ. জাঁকজমকপূর্ণ। [ফা. গুল্যার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৫) ।

ফারসি + বাংলাঃ

১. **দস্তুরমতো** ফা.দস্তুর + বাং. মতো
দস্তুর- বি.নিয়ম, নীতি, প্রথা [ফা.দস্তুর]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ১৮৮) ।
মতো- বিণ. সদৃশ, ন্যায়, তুল্য ।[সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৫৫৫) ।

২. **কম-দামি**– ফা. কম. + বাং. দামি
কম– বিণ. অল্প। [ফা. কম্]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃঃ ৫৯)

৩. **দাগা- বুলানো**- ফা. দাগা + বাং. বুলানো
দাগা- ক্রি. দাগ দেওয়া, চিহ্নিত করা। [ফা. দাগ + বা. আ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ১১১) ।
বুলানো- ক্রি. আলতোভাবে ছুঁইয়ে চালনা করা। [বাং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৫১৯) ।

৪. **মেদা- মারা**- ফা. মেদা + বাং.মারা
মেদা - বিণ.মাদির মতো নিস্তেজ, অকর্মণ্য, তেজহীন, নির্জীব, বলবীর্যশূন্য। [ফা. মাদাহ] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ১৭৯) ।

৫. **শরম- রাঙা** ফা.শরম + বাং. রাঙা
শরম- বি. লজ্জা, সংকোচ। [ফা. শর্‌ম] । (*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃঃ ২৬৮) ।
রাঙা- বিণ. রঙিন, রঞ্জিত, রক্তিম, লাল রঙের। [রঙগা + আঃ > বা রঙগা >রাঙগা] (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃঃ ২৫২)।

৬. **গুল- ভরা** -- ফা.গুল + বাং.ভরা
গুল- বি.ফুল। [ফা. গুল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ৬৬) ।
ভরা- ক্রি. পূর্ণ করা ।[সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৫৩৮) ।

৭. **জহরমাখা**- ফা.জহর + বাং. মাখা
জহর- বি. বিষ, গরল। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃঃ ৩২৮)।

৮. **খুনধারা**- ফা. খুন + বাং. ধারা
খুন- বি. রক্ত, রুধির, লোহ ।[ফা.] (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃঃ ২৩০) ।
ধারা- বি. প্রবাহ [বা.] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৩৫৬) ।

৯. **খাঞ্চা-ভরা** -- ফা.খাঞ্চা + বাং.ভরা
বি. কাঠের বড় থালা, খঞ্চা, বারকোশ। [ফা. খ্বানচহ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ৮৬) ।
ভরা- ক্রি. পূর্ণ করা। [সং.√ভৃ + বা আ]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৫৩৮) ।

১০. **রেকাবি-ভরা**-- ফা.রেকাবি + বাং.ভরা
রেকাবি- বি. থালা, ডিস। [ফা. রিকাবি]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ৩০২) ।
ভরা- ভরা- ক্রি পূর্ণ করা। [সং.√ভৃ + বা আ]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ১৬৫) ।

ইংরেজি + আরবিঃ

১. **মিঃ আলী**- ইং. মিঃ + আ. আলী
মিঃ- বি. ইংরেজিতে সম্বোধন, জনাব। [ইং. Mister লেখ্য রূপ সর্বদা Mr.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 478) ।

২. আলী- বি.ব্যাক্তি বিশেষের নাম।

সংস্কৃত + ইংরেজিঃ

১. বড়লাট– সং. বড় + ইং লাট
বড়– বিণ প্রকাণ্ড। [সং] (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৪৭০)
লাট– বি. দেশের প্রধান শাসক। [ইং lord]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৬২৪) ।

ইংরেজি + ফারসিঃ

১. **সিলমোহর**– ইং. সিল + ফা. মোহর
সিল- বি. মোহর ।[ইং. seal]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 686)
মোহর- বি.নামের ছাপ ।[ফা.]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮১)।

ফারসি + আরবিঃ

১. রোজ-কেয়ামত- ফা. রোজ + আ. কেয়ামত
রোজ-কেয়ামত- বিণ. শেষ অবস্থা, মৃত্যু। [ফা. রোয্, আ. ক্বিয়ামত]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৭) ।
২. বহাল- বিণ. নিযুক্ত, স্থায়ী। [ফা. বহ + আ. হাল] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৯)
৩. **আবে-জমজম**--- আব-ই-জমজম
আব- জল, নীর, পানি। [ফা. আব]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৭৩) ।
জমজম- জমজম কূপের পানি, মক্কা শরীফের জমজম কূপের পবিত্র পানি। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৭৩)।
আবে-জমজম- ফা.আবে + আ. জমজম
৪. বহাল- বিণ. নিযুক্ত, স্থায়ী। [ফা. বহ + আ. হাল*]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৯) ।
৫. **হাঙ্গামা- হুজ্জত**-ফা. হাঙ্গামা + আ. হুজ্জত
হাঙ্গামা- বি. গণ্ডগোল, ফ্যাসাদ। [ফা. হাঙ্গামাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১২) ।
হুজ্জত- বি. গোলমাল, কলহ। [আ]। *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩৫) ।
৬. **মিয়া সাহেব**- ফা. মিয়া + আ. সাহিব
মিয়া- বি জনাব, সাহেব, মহাশয়, বাবু প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ ।মুসলমান ভদ্রলোকের নামের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়। [ফা মিয়া]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩০)।
সাহেব- বি. অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহোদয়। ইউরোপীয়দের মতো আচরণ বা চালচলন। [আ. সাহিব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৫) ।
৭. **বদখত**- বি বিশ্রী। [ফা বদ + আ খত্ব]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪৯) ।
৮. **কুচকাওয়াজ**- বি. সৈন্যদের রণকৌশল শিক্ষা ও মহড়া। [ফা. কুচ + আ. ক্বাওয়া'দ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৪)
৯. **খোশ-খবরি**- বি.সুসংবাদ ।আনন্দ সংবাদ ।[ফা. খুশ্ + আ. খবর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬০) ।
১০. **পুলসেরাত**- বি. পরলোকের সাঁকোবিশেষ। মুসলমানদের বিশ্বাসমতে দোজখের ওপরে অবস্থিত বিরাজমান পুল যা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। ধার্মিক পুণ্যবান ব্যক্তিগণ বিদ্যুদ্বেগে উক্ত পুল অতিক্রম করে বেহেশতে প্রবেশ করবেন, আর পাপীরা খন্ড বিখন্ড হয়ে অগ্নিময় দোজখে পড়ে যাবে।

[ফা. পুল + আ. সিরাত্ব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪)।

১১. **দাসখত**- বি.হাতের স্বাক্ষর। [ফা. দস্ত + আ. খত্ব]।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১০)।

১২. **বিরান- মুলুক**- ফা. বিরান + আ. মুলুক

বিরান- বিণ. জনমানবহীন, ধ্বংসপ্রাপ্ত। [ফা. বিরান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৩)

মুলুক- বি. দেশ, রাজ্য। [আ. মুলক]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮)

১৩. **দালান-ইমারত** ফা. দালান + আ. ইমারত

দালান- বি. ইটের তৈরি গৃহ, পাকা বাড়ি। মন্ডপের মতো ঘর বা গৃহ, ছাদযুক্ত পথ। [ফা. দালান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩)।

ইমারত- বি. অট্টালিকা, পাকা বাড়ি। দালান। [আ. 'ইমারত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২)।

১৪. **নিমক হালাল**– ফা. নিমক + আ. হালাল

নিমক হালালঅভিধানে নেই । অভিধানে আছে নিমকহালালি। এর অর্থ কৃতজ্ঞতা। এর থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, নিমকহালাল হচ্ছে কৃতজ্ঞ। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮) ।

ইংরেজি + ইংরেজি

১. কার্বনিক এসিড– ইং. কার্বনিক + ইং. এসিড

কার্বনিক এসিড- বি. পানিতে দ্রবীভূত কার্বনডাই অক্সাইড [ইং. carbonic acid]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 119)।

২. মেডিক্যাল কলেজ- ইং. মেডিক্যাল + ইং. কলেজ।

৩. মেডিক্যাল- বিণ.চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত, চিকিৎসা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 465)।

কলেজ- বি. মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিকশিক্ষারঅব্যবহিতপরবর্তীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। [ইং.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ১৫৮)।

৪. এলবার্ট হল-

৫. **ইলেকট্রিক ফ্যান**- বি. বৈদ্যুতিক পাখা। [ইং. Electric fan]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 243, 264) ।

৬. **বদখত**- বি বিশ্রী। [ফা বদ + আ খত্ব]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪৯) ।

পর্তুগিজ + সংস্কৃত:

১. পাদরি- ভিক্ষু- প. পাদরি + সং. ভিক্ষুক।

পাদরি- বি. খ্রিস্টান পুরোহিত বা ধর্ম প্রচারক। [ক. padre] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪২০)।

ভিক্ষু- বি. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। [সং.] (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৫৪৪)।

দেশী + আরবি :

১. তেল-মসলা- দে. তেল + আ. মসলা

তেল- বি. তৈল; তিল, সরিষা, নারিকেল ইত্যাদির নির্যাস। [সং. তৈল]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩১৪)

দেশী + ফারসি :

১. কলকারখানা- দেশি. কল + ফা. কারখানা
কল- বি. যন্ত্র। [দেশী]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১৩৪) ।
কারখানা- বি. যে স্থানে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, কর্মশালা, কর্মাগার। বিপুল ব্যাপার, বিরাট কাণ্ড। [ফা. কারখানহ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮) ।

হিন্দি+ ফারসি:

১. **টুপি পায়জামা**- হি. টুপি + ফা. পায়জামা
টুপি- বি. মস্তকাবরণ। [হি. টোপী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৮)
পায়জামা- বি. ইজার, ট্রাউজার জাতীয় ঢিলা পরিধেয়। [ফা. পাজামাহ্] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৪)

২. **গদ্দিনশিন**- বি. আসন বা পদে অভিষেক। [হি. গদ্দি + ফা নশিন] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ:৬২)।

ফারসি + হিন্দি :

১. **মিয়া কা**- ফা. মিয়া + হি. কা (হিন্দি প্রত্যয়)
২. **মিয়া কি**- ফা. মিয়া + হি. কি (হিন্দি প্রত্যয়)

আরবি + বাংলা :

১. **শাফায়াত দাতা**- আ. শাফায়াত + আ. দাতা
শাফায়াত- বি. সুপারিশ। [আ. শাফা'য়াত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৪)
দাতা- বিণ. দানকারী [বাং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৩০)।

২. **হুকুমবরদাররূপে**- আ. হুকুমবরদার + বাং. রূপে
হুকুমবরদার- বি আজ্ঞাবাহক। [আ হুক্‌ম + ফা র্বদার]।(*বাংলা ভাষায় আরবী র্ফাসী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩৪) ।
রূপে-

৩. **লীগ-কর্মী**– ইং. লীগ+ বাং. কর্মী
লীগ- বি পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের জন্য বিভন্ন ব্যক্তি, গোত্র বা জাতির সমণ্বয়ে গড়ে ওঠা সংঘ বা সংগঠন। [ইং. league]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 429) ।
কর্মী- বাং

তুর্কি + তুর্কি

১. **খানবাহাদুর**- তু. খান + তু. বাহাদুর
খানবাহাদুর- বি. ইংরেজ আমলের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধি। [তু. খান্ + তু. বহাদু]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৮) ।

এখানে তিনটি রূপ মূলের সাহায্যে গঠিত যৌগিক শব্দ গুলো উপস্থাপন করা হলো:

ফারসি + উর্দু + বাংলা :

১. **খোদকারি**- ফা. খোদ + উ. কার + বাং. ই

খোদকার- বিণ. স্বয়ংক্রিয়। ফা. খুদ্ + উ. কার]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৫৯)।

ফারসি + আরবি+ বাংলা :

১. **বেহায়ার-** ফা. বে. + আ. হায়া. + বাং. র
বেহায়া- বিণ. লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। [ফা. বে+ আ. হায়া]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬০)।

২. **নিমকহারামের-** ফা.নমক + আ. হারাম + বাং. এর
নিমকহারাম- ক্রি. অন্যের কাছে কোনোভাবে উপকৃত হওয়ার পর তা অস্বীকার করা। [ফা. নমক > নিমক + আ. হারাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৮) ।

৩. **খোশ-তবিয়তে**– ফা. খোশ + আ. তবিয়ত + বাং. এ ।
খোশ- বিণ. আনন্দিত, সন্তুষ্ট। [ফা. খূশ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৪)
তবিয়ত- বি.শারীরিক অবস্থা। [আ. তববীঅ'ত]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৬) ।

৪. **খামখেয়ালি**- বি. অস্থিরমতিত্ব; অস্থিরমতি; অপরিণত খেয়াল।[ফা. খাম + আ. খেয়াল + বাং. ই]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৩)

৫. **রোজ কিয়ামতের**- ফা. রোজ + আ. কিয়ামত + বাং. এর
রোজ কিয়ামত- বি. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার দিন।শেষ বিচারের দিন, অতি কষ্টকর অবস্থা। [ফা. রোজ+ আ. কিয়ামত]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০২)

৬. **খুবসুরতি**- ফা. খুব + আ. সুরত + বাং. ই
খুবসুরতি- বি. সৌন্দর্য। [খুবসুরতি]। *(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৮)

ফারসি + ফারসি + বাংলা:

১. হিন্দু- মুসলমানে– সং. হিন্দু + ফা.মুসলমান + বাং. এ.
হিন্দু- বি. ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন ধর্মের অনুসারী। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৭২১)।
মুসলমান- বি. মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বা ব্যক্তি, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। [ফা. মুসলমান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮) ।

২. **খরিদ্দারও**– ফা. খরিদ + ফা. দার + বাং. ও

৩. **বে-নামিতে**-- ফা. বে + ফা. নামি + বাং. তে
বেনামি - বিণ. লেখকের নাম গোপন করা হয় এমন, নামহীন। [ফা. বে + ফা. নামি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৭) ।

৪. **বেচারার**– ফা. বে + ফা. চারা + বাং. র
বেচারা- বিণ. নিরিহ, অবসহায়। [ফা. বে. + ফা. চারহ্ + বাং. র]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫৬)।

৫. **বে-বন্দোবস্তিই** ফা. বে + ফা.বন্দোবস্ত + বাং. ই
বে-বন্দোবস্তি বি. বিশৃঙ্খলা।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৫২) ।
বন্দ- ও- বস্ত > বন্দোবস্ত + ই

৬. **মোনাফেকিই**- ফা.মোনাফেক + ফা.ই + বাং. ই

মোনাফেক- বি.প্রতারণা, শঠতা, কপটাচার। [আ.] মুনাফিক্ব। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৭)।

৭. **গুলবাহার- পরা**-- ফা.গুল + ফা.বাহার + বাং. পরা
গুল- বি.ফুল ।[ফা. গুল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৬) ।
বাহার- বি. সৌন্দর্য, জৌলুস, শোভা। [ফা. বাহার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫২) ।
পরা- ক্রি. পরিধান করা, (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪০৪) ।

৮. খুন-খারাবির-- ফা. খুন + ফা.খারাবি + বাং.র
খুন- বি. হত্যাকাণ্ড। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৩০)।
খারাবি- বি. সর্বনাশ, ক্ষতি। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২২৬)।

৯. বদনামটুকু- ফা.বদ + ফা. নাম + বাং. টুকু
বদ- বিণ. খারাপ, মন্দ অসৎ। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫৫৭)।
নাম- বি. অভিধা, আখ্যা, সংজ্ঞা, পরিচয়। [ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৪৫৭)।

১০. বুলবুলিস্তানের- ফা. বুলবুলি + ফা. স্তান + বাং. এর

১১. খোদকারি- ফা. খোদ + ফা. কার + বাং. ই
খোদকার- বি. খোদাইয়ের কাজ। [ফা. খূদ + ফা. কার] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০২)

১২. **বাহার-গুলিস্তানের**- ফা.বাহার + ফা. গুলিস্তান + বাং. এর
বাহার- বি. সৌন্দর্য, জৌলুস, শোভা।। [ফা. বাহার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫২) ।
গুলিস্তান- বি.পুষ্পবন, ফুলবাগান ।[ফা. গুলিস্তাঁ] ।{গুলিস্তাঁ > গুলিস্তান}। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮) ।

১৩. পরিস্থান- অভিধানে আছে পরীস্তান- পরীদের দেশ, পরীদের বাসস্থান, পরীরাজ্য ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩১) ।

১৪. খোরাক-পোশাকের ফা. খোরাক + ফা. পোশাক + বাং. এর
খোরাক- বি. খাদ্য, খাবার, আহার্য। রসদ, একবেলা আহারের পরিমাণ। [ফা. খুরাক]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬০)।

১৫. পোশাক- বি.পরিচ্ছদ, মানুষের পরিধেয় জামাকাপড়। [ফা. পোশাক্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৫)।

ফারসি + সংস্কৃত + সংস্কৃত:

১. তুর্কিছাঁট- দাড়ি
তুর্কি- বি. তুরস্কের অধিবাসী। [ফা. তুর্কী]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ১৭০)।
ছাঁট- বি. কেটে বাদ দেওয়া। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৪৪)।

ফারসি + ফারসি + সংস্কৃত

১. **দোকানদারগণ**– ফা. দোকান + ফা. দার + সং. গণ

২. জমিদার- প্রজা- ফা. জমি + ফা. দার + সং. প্রজা
জমি- পূর্বে উল্লেখিত।
দার- পূর্বে উল্লেখিত।
প্রজা- রাষ্ট্রের বা জমিদারির শাসনাধীন লোকসমূহ। [সং.]। (*সংসদ বাঙালা অভিধান*, পৃ: ৪৪২)

ফারসি + হিন্দি + বাংলা

১. বাবাজিরা– ফা. বাবা + হি. জি. + বাং. রা
বাবা– বি. পিতা। [ফা. বাবা]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২৫৯) ।

ফারসি + বাংলা + বাংলা:

১. **বরফ-পর্বতের**– ফা.বরফ + বাং. পর্বত + বাং. এর
বরফ- বি. তুষার, জমাটবাঁধা হিমশীতল পানি। [ফা. বরফ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮) ।
পর্বত- বি. পাহাড়, গিরি, শৈল, অচল। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪১১) ।

২. **জোরেই–** ফা. জোর + বাং. এ. + বাং. ই.

৩. **সাদাকেই**- ফা. সাদা + বাং. কে + বাং. ই

৪. **দুশ্‌মনির**- ফা. দুশমন + বাং. ই + বাং.র
দুশমন- বি. শত্রু ।[ফা. দুশ্‌মন] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৬) ।

৫. **গোলামির**- ফা. গোলাম + বাং. ই + বাং. র
গোলামি- বি. দাসত্ব, চাকরের কাজ ।[ফা. গোলামি]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২৬৮) ।

৬. **বেহেস্তেও**- ফা. বেহেস্ত + বাং. এ + বাং. ও
বেহেস্ত- বি. মৃত্যুর পর পুন্যবানদের বাসস্থান, স্বর্গ। [ফা. বিহিশ্‌ত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬০)

৭. **খোশামোদিতে**- ফা. খোশামোদ + বাং. ই + বাং. তে
খোশামুদ- বি. চাটুবাক্য, স্তুতি ।অসঙ্গত ও অশোভন প্রশংসা। [ফা. খুশামদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬১) ।

গুলবদনি- বি. ফুলের ন্যায় অতি কোমল অনু বিশিষ্ট্য। [ফা. গুলবদন + বাং. ই.] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৭) ।

ফারসি + সংস্কৃত + বাংলা:

১. **গোরস্থানের–** ফা. গোর + সং. স্থান + বাং. এর

২. **গুল-বনে**- ফা. গুল + সং. বন + বাং. এ
গুলবন- বি ফুলবাগান। [ফা গুল + সং বন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৭)।

৩. **ওস্তাদগণের**- ফা. ওস্তাদ + সং. গণ + বাং. এর
ওস্তাদ- বি. গুরু, শিক্ষক। [ফা. উস্‌তাদ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের* অভিধান, পৃ: ৫৫)

৪. **আযাদ-চিত্তের**-- ফা. আযাদ+ সং. চিত্ত + বাং. এর
আযাদ- বিণ. মুক্ত, স্বাধীন। [ফা. আজাদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭)
চিত্ত- বি. হৃদয়। অন্তঃকরণ। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ২৩১)

৫. **দরবেশ- রূপে**- ফা. দরবেশ + রূপ + বাং. এ

দরবেশ- বি. মুসলিম মন্ন্যাসী। [ফা. দর্‌বেশ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৯)

রূপ- বি. প্রকার, ধরন, রকম। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৬১৫)।

ফারসি + পর্তুগিজ + বাংলা

১. **আরাম-** কেদারায়– ফা. আরাম + প. কেদারা + বাং. য়.

আরাম- বি. আয়েশ, আনন্দ, সুখ। [ফা. আরাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫)।

কেদারা- বি. বসার আসন। [প. cathedra] । (*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১৬৪) ।

আরবি + ফারসি + বাংলা:

১. কশাইখানার- আ. কশাই + ফা. খানা + বাং. র

কশাই- বি.পশুবধকারী, অতিশয় নির্দয় ব্যক্তি। [আ. ক্বস্‌সাব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭) ।

খানা- বি. গৃহ, ভবন, ঘর, কক্ষ। [ফা. খানহ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২) ।

২. **কারবালা-মাতম** আ. কার্‌বালা + ফা. মাতম + বাং. এর

কারবালা- বি. ইরাক দেশের অন্তর্গত ইতিহাসখ্যাত প্রান্তর। [আ. কারবালা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪১) ।

মাতম- বি. বেদনা, শোক, বিলাপ। [ফা. মাতম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭০)।

৩. **হুজুগে–** বি. উত্তেজনাপ্রিয়। [আ. হুজব + ফা. গুঈ + বাং. এ] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৭)

৪. হুরপরির- আ. হুর + ফা. পরি + বাং. র

হুর- বি. অতিশয় সুন্দরী ।বেহেশ্‌তের সুন্দরী। [আ. হূর]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৩৫) ।

পরি- বি. পক্ষবিশিষ্ট কল্পিত সুন্দরী। অতিশয় সুশ্রী নারী। [ফা. পরী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২৪) ।

৫. সাহেবি খানায়- আ. সাহেবি + ফা. খানা + বাং. য়

সাহেবি- বি. সাহেবি ধরণ বা চালচলন, ইউরোপিয়দের মতো আচরণ, সাহেবদের মতো আচরণ। [আ. সাহিব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৫) ।

খানা- বি. গৃহ, ভবন, ঘর, বাসগৃহ, কক্ষ ।[ফা. খানহ] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২) ।

৬. **দেনাদারের**- আ. দেনা + ফা. দার + বাং. এর

দেনাদার- বি. ঋণগ্রস্ত, ঋণী। [আ. দয়ন + ফা. দার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭) ।

৭. **নায়েব-গোমস্তার**- আ. নায়েব + ফা. গোমস্তা + বাং. র

নায়েব- বি. অফিসের প্রধান কর্মচারী ।জমিদারের কাছারির ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী। [আ. নাইব্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৬) ।

গোমস্তা- বি. খাজনা আদায়কারী। তহসিলদার। [ফা. গুমাশ্‌তাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮) ।

৮. **সালামিতে**- আ. সালাম + ফা. ঈ + বাং. কে
সালামি- বি. প্রদত্ত সম্মানি, নজরানা। [আ. সেলামি]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২১)।

৯. **ফতোয়াবাজদের**- আ. ফতোয়া + ফা.বাজ + বাং. দের
ফতোয়াবাজ- বি. ফতোয়াসর্বস্ব, কথায় কথায় যারা ফতোয়া জারি করে থাকে, ফতোয়া প্রদান করার যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকে এমন ব্যক্তি। [আ. ফতওয়া + ফা. বাজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৪) ।

১০. **শামাদানে**- আ. শামা + ফা. দান + বাং. এ
বি. দীপাধার, বাতিদান। [আ. শামা + ফা. দান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৫)।

১১. **খিদমতগারি**- বি. সেবকত্ব, দাসত্ব, গোলামি। [আ. খিদমত + ফা. গার + বাং. ই]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৯)।

১২. **গোলামখানায়**- আ. গুলাম + ফা.খানা + বাং.য়
খানা- বি. গৃহ, ভবন, ঘর, বাসগৃহ, কক্ষ। [ফা. খানহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২)।

১৩. **কশাইখানায়**- আ. কশাই + ফা.খানা + বাং.য়
কশাই- বি.পশুবধকারী, অতিশয় নির্দয় ব্যক্তি। [আ. ক্বস্সাব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৭)।
খানা- খানা- বি. গৃহ, ভবন, ঘর, বাসগৃহ, কক্ষ। [ফা. খানহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫২)।

১৪. **কতলগাহে**- আ. কতল + ফা.গাহ + বাং. এ
বি. বধ্যভূমি, হত্যার মাঠ। [আ. ক্বতল + ফা. গাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৪)।

১৫. **শাহিদানদের** - আ. শহিদ + ফা. আন + বাং. দের
শহিদান- বি. শহিদগণ। [আ. শহিদ + ফা. আন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৪)

আরবি + ফারসি + ফারসি

১. **সাহেব খরিদ্দার**– আ. সাহেব + ফা. খরিদ + ফা. দার

আরবি + বাংলা + বাংলা:

১. **উকিলদিগকে**- আ. উকিল + বা. দিগ + বা. কে

২. উকিল- বি. আইন ব্যবসায়ী। [আ. ওয়াকিল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫) ।

৩. **সাহেবার**– আ. সাহেব + বাং. আ. + বাং. র.

৪. **গোলামিই**- আ. গোলাম + বাং. ই + বাং. ই

৫. **মোল-াকেও**- আ. মোল-া + বাং. কে + বাং. ও
মোল-া- বি.পরিপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট মহাপন্ডিত ব্যক্তি।আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বংশীয় উপাধিবিশেষ। [আ. মুল-া]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮১) ।

৬. **ঈদ-সম্মেলনে** আ. ঈদ + বাং. সম্মেলন + বাং. এ

ঈদ- বি. আনন্দ, আনন্দ্যোৎসব। খুশি, উৎস। [আ. 'ঈদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫)।

৭. **তরিকতেই**- আ. তরিকত + বাং.এ + বাং. ই
তরিকত- বি. আধ্যাত্মিক পন্থা। আত্মিক উৎকর্ষ লাভের পথ। [আ. ত্বরিক্বাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৯)।

৮. **শহীদদেরই**- আ. শহীদ + বাং. দের + বাং. ই
শহীদ- বি. ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। [আ. শহিদ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৪)

আরবি + আরবি + বাংলা :

১. **কায়দা- কানুনকে** আ. কায়দা + আ. কানুন + বাং. কে
কায়দা- বি. কৌশল, দক্ষতা। [আ. ক্বা'ইদহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮) ।
কানুন- বি. আইন, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা। [আ. ক্বানূন]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৫) ।

২. **ওলি-গাজির**- আ. ওলি + আ. গাজি + বাং. র
ওলি- বি. দরবেশ। [আ. ওয়ালী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী র্ফাসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩)।
গাজি- বি. আল্লাহর নিন্দেশে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে যে যোদ্ধা। [আ. গাযী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১১) ।

৩. আ. মক্কা + আ. মদিনা + বাহ. ফেরত
মক্কা- বি. মুসলিমদের কিবল, হজ্বের স্থান। [আ. মক্কঃ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭১)

৪. মদিনা- বি. মুসলিমদের তীর্থস্থান, আরবের অন্যতম প্রধান নগর। [আ. মদীনঃ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৭৫)

৫. ফেরত- বি. প্রত্যাবর্ত। [বাং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪৬৩)

৬. সুবহ- সাদিকের- আ. সুবহ + আ. সাদিক + বাং এর
সুবহ - সাদিক- বি. ঊষাকাল। [আ. সুবহ + আ. সাদিক্ব]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৭)

৭. ছুরে বকরায়- আ. ছুরে + আ. বকরা + বাং.য়
বকরা- বি. ছাগ, ছাগল। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৩)।

৮. ঈদ মোবারক হো- আ. ঈদ মোবারক + হো
ঈদ মোবারক- পবিত্র ও কল্যাণময় ঈদ। শুভ ঈদ্যোৎসব। [আ. 'ঈদ মুবারক]। বি. আনন্দ, আনন্দ্যোৎসব। খুশি, উৎসব। [আ. 'ঈদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫)।

৯. কোরান-মজিদের- আ. কোরান + আ. মজিদ + বাং. এর
কোরান- বি. মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। [আ. কুরআন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৭)
মজিদ- বিণ. পরম শ্রদ্ধেয়। [আ. মজীদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৬৯)

১০. কোরান শরিফে- আ. কোরান + আ. শরিফ + বাং. এ
শরিফ- বি. সম্ভ্রান্ত, মহানুভব। [আ. শরিফ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৩)

আরবি + বাংলা+ আরবি:

১. লালে লাল- আ. লাল + বাং. এ + আ. লাল

সংস্কৃত + আরবি + বাংলা:

১. **অস্ত্র-আইনের**--সং. অস্ত্র + আ. আইন + বাং. এর
অস্ত্র- বি. হাতিয়ার [সং.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫২৫) ।
আইন- বি. নিয়ম, বিধান ।[আ.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪) ।

২. **নিখিল-মুসলিমের–** সং. নিখিল + আ. মুসলিম + বাং. এর
নিখিল- পূর্বে উল্লেখিত।

৩. **অগ্নি-জাহান্নামের–** সং. অগ্নি + আ. জাহান্নাম + বাং. এর।

৪. **মন্দির-মসজিদের**- সং. মন্দির + আ. মসজিদ + বাং. এর

আরবি + সংস্কৃত + বাংলা:

১. গোরস্থানে– আ. গোর + সং. স্থান + বাং. এ

২. **ফিরোজা-নীলে** - আ. ফিরোজা + সং. নীল + বাং. এ
ফিরোজা- বি. আকাশি রঙ। [ফা. ফিরুজাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪২)
নীল- বি. বর্ণবিশেষ। [বাং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৮৯) ।

৩. **আমলাতন্ত্রের**- আ. আমলা + সং তন্ত্র + বাং এর

৪. **মালিকগণকে**- আ. মালিক + সং গণ + বাং. কে
মালিক- বি. অধিকারী। [আ. মালিক] (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৮৩)

৫. **মালিকগণের**- আ. মালিক + সং. গণ + বাং. এর

সংস্কৃত + আরবি + বাংলা:

১. **পণ্ডিত-মোল্লায়**- সং. পণ্ডিত + আ. মোল্লা + বাং. য়.
পণ্ডিত- বি. শাস্ত্রজ্ঞ, নিপুণ। [সং.] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৯৮)।

সংস্কৃত + আরবি + আরবি

১. দাসত্ব-গোলামি
সং. দাসত্ব + আ. গোলাম + আ. ই
দাসত্ব– বি. পরাধীনতা। [সং] (*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩৩২)

সংস্কৃত + আরবি + ফারসি:

১. **বিনা জবাবদিহির**- সং. বিনা. + আ. জবাব. + ফা. দিহি
বিনা– অব্য. ছাড়া, ব্যতীত। [সং.] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৫০৪)
জবাবদিহি– বি. কৈফিয়ত, কারণ প্রদর্শন। [আ. জওয়াব+ ফা. দিহি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭২)

সংস্কৃত + আরবি + পর্তুগিজঃ

১. মন্দির-মসজিদ- গির্জা- সং. মন্দির + আ. মসজিদ + প. গির্জা
গির্জা- বি. খ্রিস্টানদের ভজনালয়। [প. igreja]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ১৯৯)

সংস্কৃত + আরবি + ইংরেজিঃ

১. কৃষ্ণ- মুহম্মদ-খ্রিস্ট- সং. কৃষ্ণ + আ. মুহম্মদ + ইং. খ্রিস্ট।
কৃষ্ণ- বি. বিষ্ণুর অবতার, কানাই। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ১৬৩)।

সংস্কৃত + ফারসি + বাংলাঃ

১. **গদাই-লশকরি** স. গদাই + ফা. লশকর + বাং. ই
গদাই লশকরি- বিণ. গাদা বোটের মতো অতি মন্থরগতি, কুঁড়ে।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ৫৯)।

২. **রাজবাগানের**- সং. রাজ + ফা.বাগান + বাং. এর
রাজ- সং. (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃঃ ৬৯৫) ।
বাগান- বি. উদ্যান, উপবন, মালঞ্চ।[ফা.] ।(*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ১৪৯)

৩. **হিন্দু-মুসলমানেরঃ** সং. হিন্দু + ফা. মুসলমান + বাং. এর
হিন্দু- বি. ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন ধর্মের ব্যক্তি। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৭২১)।
মুসলমান- বি. ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। [ফা. মুসলিমান > মুসলমান]। *(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ২৮৯)

৪. **নিন্দা-বদনামের** – সং. নিন্দা + ফা. বদনাম + বাং. এর।

৫. **হিন্দু-মুসলমানদের**- সং. হিন্দু + ফা. মুসলমান + বাং. দের

সংস্কৃত + ফারসি + সংস্কৃতঃ

১. **নিন্দা-বদনাম-অপবাদ**– সং. নিন্দা + ফা. বদনাম + ফা. অপবাদ।
নিন্দা- বি. কুৎসা। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৩৭৭)।
অপবাদ- বি. বদনাম- [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ২৯)।

সংস্কৃত + ইংরেজি + বাংলা

১. **প্রলয়- সাইক্লোনের–** সং. প্রলয় + ইং. সাইক্লোন + বাং. এর
প্রলয়– বি. সৃষ্টিনাশ, ব্যাপক ধ্বংস। [সং.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৪৫১)
সাইক্লোন- পূর্বে উল্লেখিত।

সংস্কৃত + সংস্কৃত + আরবি

১. **শ্রদ্ধা- প্রীতি - সালাম** - সং শ্রদ্ধা + সং. প্রীতি + আ. সালাম
শ্রদ্ধা- বি. সম্মান, ভক্তি। [সং] (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৪৫৭)
সালাম- বি. অভিবাদন। [আ. সালাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ২০৯)

বাংলা + উর্দু / হিন্দি + বাংলাঃ

১. **পল্লী-দুলালদের** বা.পল্লী + উ. / হি. দুলাল + বাং. এর

পল্লী- বি. বসতি, গ্রাম ।[বা.]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৪১২) ।

দুলাল- বি. স্নেহের পাত্র, অতি স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত সন্তান। [উ. হি. দুলাল < দুলার]। (*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ১৪২) ।

দুলাল- বি. (অভিধানে দুলারা) আদুরে ছেলে। [হি. দুলারা, dulara]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৪৬৯) ।

বাংলা + ফারসি + বাংলা

১. **কল-কারখানায়–** বাং. কল + ফা. কারখানা + বাং. য়

কল- বি. যন্ত্র। [দেশি]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ১৩৪) ।

কারখানা- বি.যে স্থানে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় ।[ফা. কারখনহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৮)।

২. **কল- কারখানার–** বাং. কল + ফা. কারখানা + বাং. র

৩. **সুনামে**– বাং. সু. + ফা. নাম. + বাং. এ

৪. রক্তখারাবিও- বাং. রক্ত + ফা. খারাবি + বাং. ও

রক্ত- বি. শোণিত। [বাং.]। (*সংসদ বাঙালা অভিধান*, পৃ: ৬০১)।

৫. খারাবি- বি. সর্বনাশ, ক্ষতি। [ফা.] । (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ২২৬) ।

বাংলা + আরবি + ফারসি

১. **রাজ-কয়েদি-** বাং. রাজ + আ. কয়েদ + ফা. ই

কয়েদি- বি. বিণ. বন্দী। [আ. ক্বয়দ + ফা. ই]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬০) ।

ইংরেজি + ইংরেজি + বাংলা

১. **আমেরিকা–** ইউরোপেই– ইং. আমেরিকা + ইং. ইউরোপ + বাং. ই

২. **টাউনহলের-** ইং. টাউন + ইং. হল + বাং. এর

টাউনহল- বি. টাউনহল। ইং. Town hall]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 827) ।

৩. **সোডা-ওয়াটারের**-- ইং. সোডা + ইং. ওয়াটার + বাং. এর

সোডা ওয়াটার- বি.পানীয় সোডার জল ।[ইং. Soda water] । (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 735) ।

৪. **স্কুল-কলেজের**- ইং. স্কুল + ইং. কলেজ + বাং. এর

স্কুল- বি.বিদ্যালয়, শিক্ষালয়। [ইং. school]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 679) ।

কলেজ- বি.মহাবিদ্যালয়। [ইং. college]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 148) ।

৫. **কালচারাল সেন্টারের**- ইং. কালচারাল + ইং. সেন্টার + বাং. এর

কালচারাল সেন্টার- বি. সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। [ইং, cultural centre]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page-182, 127)

৬. **পাবলিক ফান্ডের--** বি. জনসাধারণ বা সর্বসাধারণ সম্বন্ধীয় অর্থ তহবিল। [ইং. *Public Fund]*। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 613, 302)।

৭. **'ফল-ইন'টা**- ইং ফল-ইন + বাং টা
ফল-ইন বি পতন। [ইং Fall in]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 263)।

ইংরেজি + ইংরেজি + ইংরেজি

১. **'ফল-ইন-লভ'**- বি কারো প্রেমে পড়া। [ইং Fall in love]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 263) ।

2. Classical Music Chair
Classical Music- বি. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।
Chair- বি. অধ্যাপকের পদ। [ইং Chair]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 129) ।

ইংরেজি + বাংলা + বাংলাঃ

১. ১। বেঞ্চেরই- ইং. বেঞ্চ + বাং.এর + বাং. ই
বেঞ্চ- বি.লম্বা কাঠের আসন। [ইং. bench]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 75) ।

২. **কোম্পানিগণও**- ইং. কোম্পানী + বাং.গণ + বাং. ও
কোম্পানী- বি. বণিক-সমিতি, যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্থাপনকারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। [ইং. company]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ১৬৮)।

৩. **স্পিরিটটাকে**-ইং. স্পিরিট + বাং. টা + বাং. কে

৪. **স্ট্যান্ডার্ডেরই**- ইং. স্ট্যান্ডার্ড + বাং.এর + বাং. ই
স্ট্যান্ডার্ড- বি. মান, মানদণ্ড। [ইং. standard]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 757)

৫. **জেল-ওয়ার্ডের**- ইং জেল + ইং. ওয়ার্ড + বাং.এর
জেল-বি. কারাগার [ইং.]
ওয়ার্ড- বি. প্রকষ্ঠ

ইংরেজি + ফারসি + বাংলাঃ

১. **লাট-দরবারে**- ইং. লাট + ফা. দরবার + বাং. এ
লাট- বি. দেশের প্রধান শাসক, রাজ্যপাল। [ইং. lord]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৬২৪)।
দরবার- সভা, রাজসভা, আদালত। [ফা. দরবার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ১০৯)।

ইংরেজি + আরবি + বাংলাঃ

১. **লাট-মসনদে**– ইং. লাট + আ. মসনদ + বাং. এ.
লাট– পূর্বে উল্লেখিত।
মসনদ– বি. রাজ সিংহাসন। [আ. মাসনাদ] (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ১৬৭)

২. মেমসাহেবদের- ইং. মেম + আ. সাহেব + বাং. দের

ইংরেজি + পর্তুগিজ+ বাংলাঃ

১. ট্রেডমার্কার- ইং. ট্রেড + পো. মার্কা + বাং. র
ট্রেড- বি. কেনাবেচা, ব্যবসাবাণিজ্য। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 828)।
মার্কা- বি. চিহ্ন, ছাপ, নিশানা। [পো.]। (*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃঃ ৬৬২)।

হিন্দি + হিন্দি + বাংলাঃ

১. **ফেরিওয়ালা**- হি. ফেরি + হি. ওয়ালা + বাং. র
ফেরি– বি. পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া পন্য বিক্রয়। [হি. ফেরী]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ৪৬৬)।
ওয়ালা– হিন্দি প্রত্যয়।

হিন্দি + হিন্দি + বাংলাঃ

১. চিঠি'ওয়ালাদের- হি. চিঠি + হি. ওয়ালা + বাং. দের
চিঠি- বি. পত্র। [ছি. চিট্‌টি]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ২৩১) ।

হিন্দি/উর্দু + বাংলা + বাংলাঃ

১. দুলালদেরে- উ./হি. দুলাল + বাং. দের + বাং. এ
দুলাল- বি. স্নেহেরপাত্র, অতি স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত সন্তান। [উ. হি. দুলাল< দুলার]। (*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃঃ ১৪২)।

দেশী + হিন্দি + বাংলাঃ

১. টিকি- টুপিগুলো।
টিকি- বি. বর্ণহিন্দুগণ কর্তৃক মস্তকের পশ্চাদভাগে সংরক্ষিত কেশ গুচ্ছ। [দেশী]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃঃ ২৮০)।

উর্দু + ফারসি + বাংলা

১. **চিড়িয়াখানায়**- উ. চিড়িয়া + ফা. খানা + বাং.য়
চিড়িয়াখানা- বি. পশুপাখি- সরীসৃপ প্রভৃতির দর্শনীয়ভাবে রাখার স্থান। [উ. চিড়িয়া + খা. খানাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ৭৩) ।

এখানে চারটি বা তার বেশি রূপ মূল সহযোগে গঠিত যৌগিক শব্দ গুলো উপস্থাপন করা হলো:

ফারসি + আরবি + বাংলা + বাংলাঃ

১. **নিমক-হালালেরও**-- ফা. নিমক + আ. হালাল + বাং. এর + বাং. ও

২. আবে-কওসরেও-- ফা.আবে + আ. কওসর + বাং.এ + বাং. ও
আবে- [ফা.আবে] আব + ফা.এ (?)
আব- জল, নীর, পানি। [ফা. আব]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃঃ ৭৩) ।
কওসর- বি. অমৃত, সুধা।উৎস; বেহেশতের প্রধান নহরের নাম- যার পানি অফুরান, অতি সুস্বাদু ও সুগন্ধময়। [আ. কওসার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃঃ ৩৩) ।

আরবি + বাংলা + আরবি + বাংলাঃ

১. **জেলায় জেলায়**- আ. জেলা + বা. য় + আ. জেলা + বা. য়
জেলা- বি. একজন ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন স্থান। [আ. জ্বিলআ]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ১৪৪)। (দ্বিরুক্তি)।

২. **মহকুমায় মহকুমায়**- আ. মহকুমা + বা. য় + আ. মহকুমা + বা. য়
মহকুমা- (দ্বিরুক্তি)।

৩. **কাগজে কাগজে**- আ. কাগজ + বাং. এ + আ. কাগজ + বাং. এ
কাগজ- বি. সংবাদপত্র।

আরবি + বাংলা + বাংলা + বাংলা :

১. **জিনিসটাকেও**- আ. জিনিস + বাং. টা + বাং. কে + বাং. ও
জিনিস- বি. বস্তু, দ্রব্য, পদার্থ। [আ. জিন্‌স]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৯) ।

ফারসি + বাংলা + বাংলা + বাংলাঃ

১. **দারোয়ানেরাই**- ফা. দানোয়ান + বাং এ + বাং রা + বাং ই।
দারোয়ান- বি. দ্বাররক্ষী। [ফা. দারওয়ান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩)

ফারসি + ফারসি + সংস্কৃতি + বাংলাঃ

১. **খরিদ্দাররূপে**- ফা. খরিদ + ফা. দার + সং রূপ + বাং এ
খরিদ্দার- বি. ক্রেতা। [ফা. খরীদ + ফা. দার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৪)

আরবি + ফারসি + বাংলা + বাংলা

১. **সালামি-ফুলও**- আ. সালাম + ফা. ই + বাং. ফুল + বাং. ও
সালামি- বি. নজরানা, প্রদত্ত সম্মানী। [আ. সলাম + ফা. ই]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩২১)

আরবি + ফারসি + আরবি + ফারসি + বাংলা :

১. **হালালজাদা-হারামজাদার**- আ. হালাল + ফা. জাদা + আ. হারাম + ফা. জাদা + বাং. র
হালাল- বিণ. ইসলাম ধর্মানুসারে বৈধ ও পবিত্র। [আ. হালাল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৫) ।
জাদা- বি. পুত্র, ছেলে ।জাত, জনিত ।[ফা. জাদাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৪) ।
হারামজাদা- বি. বিণ. এক ধরণের গালি ।অবৈধ সন্তান। [আ হারাম + ফা জাদাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৫) ।

হিন্দি+ ফারসি + ফারসি + সংস্কৃত + বাংলা:

১. **টুপি- পায়জামা**- শেরওয়ানি- দাড়িকে

টুপি + ফা. পায়জামা + ফা. শেরওয়ানি + সঙ দাড়ি + বাং কে

শেওরয়ানি- বি আকানসদৃশ জামা বিশেষ। [ফা. শিরওয়ানি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৮) ।

দাড়ি- বি. চিবুকের লোক। [সং]। (*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃ: ৩২৯)

আরবি + ফারসি + ফারসি + আরবি + ফারসি + বাংলা:

১. **নাজির-পেশ-কার-উকিল-মোক্তার-কে**

আ. নাজির + ফা. পেশ + ফা. কার + আ. উকিল + আ. মোক্তার + বাং. কে

নাজির- বি. আদালতের কর্মচারী, পরিদর্শক। [আ. নাজির]। *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৪)

বি. বিচারকের সামনে আদালতের কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারী। [ফা. পেশ + ফা. কার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৫)

উকিল- বি. আইনজীবি। [আ. ওয়াকিল]। *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫)

মোক্তার- বি. মোকাদ্দমা চালানোর জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। [আ. মখতার]। *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮০)

এখানে বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে গঠিত বিদেশী শব্দ গুলো উপস্থাপন করা হলো:

ফারসি + বাংলা :

১. **গর্দানে**- ফা. গর্দান + বাং. এ

২. **খোদার-ফা. খোদা + বাং. র**

৩. খোদা– বি.আল্লাহ, স্রষ্টা। [ফা. খূদা]। *(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০২)।

৪. **গর্দানের–** ফা. গর্দান + বাং. এর

৫. **শরমে**- ফা. শরম + বাং. এ

৬. **শরম**- বি.লজ্জা ।[ফা.]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০৭)।

৭. **জোরে**- ফা. জোর + বাং. এ

৮. **মুসলমানকে**– ফা. মুসলমান + বাং. কে.

৯. **খোদার**– ফা. খোদা + বাং. র.

খোদা– বি. শ্রষ্টা, ভগবান। [ফা. খুদা] । (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ১০২) ।

১০. **দেওয়ালে**- ফা. দীওয়ার > দেওয়াল + বাং. এ

১১. বি. প্রাচীর। [ফা. দীওয়ার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৭) ।

১২. **জোরালো**- ফা. জোর + বাং. আলো

১৩. **আইনের**- ফা. আইন + বাং. এর

১৪. আইন– বি. রাষ্ট্রীয় বিধি, বিধান, কানুন। [ফা. আইন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩)।

১৫. **শেরওয়ানিকে**– ফা. শেরওয়ানি + বাং. কে

শেরওয়ানি– বি. মোটা কাপড়ের আজানুলম্বিত আচকানসদৃশ জামা বিশেষ।

১৬. **বেশি**– ফা. বেশ + বাং. ই.

বেশি– বিণ. অনেক। [ফা. বীশ্]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ*, পৃ: ২৭৬) ।

১৭. **দরুনই**- ফা. দরুন + বাং. ই

দরুন- অব্য. নিমিত্ত, জন্য, হেতু। [ফা. দরুন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১০) ।

১৮. **দরকারি**- ফা. দরকার + বাং. ই

দরকার- বিণ. প্রয়োজন, আবশ্যক। [ফা. দরকার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৮) ।

১৯. **বরফের**- ফা.বরফ + বাং. এর

বরফ- বি. তুষার, জমাটবাঁধা হিমশীতল পানি। [ফা. বরফ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৪৮) ।

২০. **জোরের**– ফা. জোর + বাং. এর

২১. **সাদার**- ফা.সাদা + বাং. র

সাদা- বিণ. সফেদ, শুভ্র, শ্বেতবর্ণ। [ফা. সাদ্হ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৩) ।

২২. **হাঙ্গামের**- ফা.হাঙ্গামা + বাং. এর

হাঙ্গামা- বি গন্ডগোল, উৎপাত। [ফা. হাঙ্গামাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৮) ।

২৩. **দোকানের**– ফা. দোকান + বাং. এর

২৪. **নামের**– ফা. নাম + বাং. এর

নামে– ফা. নাম + বাং. এ

২৫. **দরবারে**- ফা. দরবার + বাং. এ

দরবার- সভা, রাজসভা, আদালত। [ফা. দরবার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৯)।

২৬. **সাদাদের–** ফা. সাদা + বাং. দের

২৭. **সরকারের**- ফা. সরকার + বাং. এর

সরকার- বি. প্রভু, মালিক, শাসনকর্তা, শাসনতন্ত্র পরিচালক। [ফা. সরকার]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৭) ।

২৮. সরকারি- ফা. সরকার + বাং. ই

২৯. **নামের**– ফা. নাম + বাং. এর

নাম - ফা. [ফা. নাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭)।

৩০. বদনামের– ফা. বদনাম + বাং. এর

৩১. **দেওয়ালের–** ফা. দেওয়াল + বাং. এর

দেওয়াল– বি. প্রচীর। [ফা. দিওয়ার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭)।

৩২. **কারচুপিতে**- কারচুপি + বাং. তে

কারচুপি- বি.চালাকি, কৌশল। [ফা. কারচোব]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৯) ।

৩৩. **'আজাদি'র**- ফা.আজাদি + বাং.র
আজাদ- বি. মুক্তি, স্বাধীনতা। [ফা. আজাদি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭)

৩৪. **সবুজের**– ফা. সবুজ + বাং. এর
সবুজ– বিণ. বর্ণ বিশেষ, হরিৎ। [ফা. সব্য্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩১৬)

৩৫. **দাগে**- ফা. দাগ + বাং. এ
দাগ- বি. চিহ্ন, ছাপ, রেখা। [ফা. দাগ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১১) ।

৩৬. **খুনের**- ফা.খুন + বাং. এর
খুন- বি.রক্ত, রুধির, লহু। [ফা. খুন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৬) ।ডায়ারের আছে খুন মাখানো ।

৩৭. **বাগিচায়**- ফা.বাগিচা + বাং. য়
বাগিচা- বি. ক্ষুদ্র বাগান, ছোট বাগান, [ফা.বাগ্চহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৫) ।

৩৮. **তাকিয়াটা**- ফা.তাকিয়া + বাং. টা
তাকিয়া- বি. ঠেস দিয়ে বসার জন্য বালিশ বিশেষ; বড়ো আকারের বালিশ যাতে আরামের জন্য হেলান দেওয়া হয়। [ফা.তকিয়াহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দেরঅভিধান*, পৃ: ১০২)।

৩৯. **তেজের**- ফা. তেজ + বাং. এর
তেজ- বি. উত্তাপ, তাপ, আলোক, জ্যোতি, দর্প। [ফা. তেয্, সং. তেজঃ]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৩৯০)।

৪০. **দুশমনের**- ফা. দুশমন + বাং. এর
দুশমন- বি. শত্রু ।[ফা.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৪২২)।

৪১. **ফরিয়াদে**- ফা. ফরিয়াদ + বাং. এ
ফরিয়াদ- বি. অভিযোগ, নালিশ, বিচার প্রার্থনা ।[ফা. ফরয়াদ]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৫৪৪) ।

৪২. **রাস্তার**– ফা. রাস্তা + বাং. র
রাস্তা– বি. পথ। [ফা. রাস্তহ]। (*বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ*, পৃ: ৩৩২)

৪৩. **জিন্দানখানায়**- ফা.জিন্দানখানা + বাং. য়
জিন্দানখানা- বি. কারাগার, বন্দীশালা, কয়েদখানা ।[ফা.]। (*নজরুল-শব্দকোষ*, পৃ: ৩৩৬)।

৪৪. **মুসলমানি**- বি. মুসলমানদের রীতি বা ধর্মাচার। [আ. মুসলিম + ফা. আনি] । (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭৮)

৪৫. **মুসলমানদের**- ফা. মুসলমান + বাং. দের

৪৬. **মুসলমানের**- ফা. মুসলমান + বাং. এর

৪৭. **মুসলমানও**- ফা. মুসলমান + বাং. ও

৪৮. **মোচলমানকে**- এখানে মুসলমানকে তুচ্ছার্থে মোচলমান ব্যবহার করা হয়েছে।

৪৯. **গরিবের**- ফা. গরীব + বাং. এর

গরিব- বিণ. দরিদ্র। [ফা. গরীব]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১০)।

৫০. **সানাইয়ের**- ফা. সানাই + বাং. এর
সানাই- বি. সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । [ফা. শহ্না'ঈ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩০৯) ।

৫১. **কেরদানিকে**- ফা. কেরদানি + বাং. কে
কেরদানি- বি. কর্মনৈপুণ্য, বাহাদুরি, কৃতিত্ব। [ফা. কারদানি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৬) ।

৫২. **নেশায়**- ফা. নেশা + বাং. য়
নেশা- বি. মত্ততা, মত্ততার ঘোর। [ফা. নশ্ওয়হ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২২১) ।

৫৩. **বেচারাদের**- ফা. বেচারা + বাং. দের
বেচারা- বিণ. নিরীহ, অসহায়। [ফা. বে + ফা. চারহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি ।শব্দের অভিধান*, পৃ: ২১৪) ।

৫৪. **জবরদস্তির**- ফা. জবরদস্তি + বাং. র
জবরদস্তি- বি. অত্যাচার, বলপ্রয়োগ, জোরজুলুম। [ফা. জর্বদস্ত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮০)।

৫৫. **আয়নার**- ফা. আয়না + বাং. র
আয়না- বি. দর্পণ। [ফা. আ'ইনহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু, শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩) ।

৫৬. **দুশমনের**- ফা. দুশমন + বাং. এর
দুশমন- বি. শত্রু। [ফা] (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৪২২) ।

৫৭. **খুনে**- ফা. খুন + বাং. এ
খুন- বি. রক্ত, রুধির। [ফা. খুন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৫৬)।

৫৮. **জমিদারের**- ফা. জমিদার + বাং. এর
জমিদার- বি. জমিদারের ভূস্বামী, জমির মালিক। খাজনা আদায়কারী ভূস্বামী। [ফা. জামিনদার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮২) ।

৫৯. **ফরিয়াদে**- ফা. ফরিয়াদ + বাং. এ
ফরিয়াদ- বি. বিচার প্রার্থনা। [ফা. ফর্য়াদ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪০)

৬০. **গালিচাতে**- ফা. গালিচা + বাং. তে
গালিচা- বি. পশমী কার্পেট ।[ফা. গালীচহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩) ।

৬১. **গুলবদনীর**- ফা. গুলবদন + বাং. ই
গুলবদনী- বি. বিণ. পঞ্চমুখী; ফুলের ন্যায় অতি কোমল তনুবিশিষ্টা, কোমলাঙ্গী। [ফা. গুলবদন + বাং. ই]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৭) ।

৬২. **গুলিস্তানে**- ফা. গুলিস্তান + বাং. এ
গুলিস্তান- বি. পুষ্পবন, ফুলবাগান। [ফা. গুলিস্তাঁ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬৭) ।

৬৩. **পালোয়ানি**- ফা. পালোয়ান + বাং. ই
পালোয়ান- বি. কুস্তিগীর, ব্যায়ামবীর, মল্ল, বলবান, বীর। [ফা. পহল্ওয়ান]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩০) ।

৬৪. **আরামের**- ফা. আরাম + বাং. এর

আরাম –বি. সুখ, আনন্দ, আয়েশ। [ফা আরাম]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫) ।

৬৫. **জমিতে**- ফা. জমি + বাং. তে

জমি- বি. ভূমি, মাটি। [ফা. জমি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮১)

৬৬. **কাগজের**- ফা. কাগজ + বাং. এর

কাগজ- বি. লেখার উপকরণ। [ফা. কাগজ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৩৮)

৬৭. **কোহ-ই-তুরের**- ফা. কোহ-ই-তুর + বাং. এর

কোহ-ই-তুর- বি. তুর পাহাড়, যেখানে মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলতেন। [ফা. কোহ-ই-তুর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*,পৃ: ৪৭) ।

৬৮. **দালালের**- ফা. দালাল + বাং. এর

দালাল- বি. যে ব্যক্তি কমিশনের বিনিময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে ।ব্যবসা বাণিজ্যে যে ব্যক্তি মধ্যস্থতা করে। [আ. দল্লাল]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩)।

৬৯. **জমির**- ফা. জমি + বাং. র

জমিতে- ফা. জমি + বাং. তে

৭০. **আওয়াজে**- ফা. আওয়াজ + বাং. এ

আওয়াজ- বি. শব্দ [ফা. আওয়ায্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬)

৭১. **ইয়ার্কির**- ফা. ইয়ার্কি + বাং. র

ইয়ার্কি- বি. ঠাট্টা, রসিকতা, হাস্যপরিহাস। [ফা. ইয়ারগি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৩) ।

৭২. **কোমরের**- ফা. কোমর + বাং. এর

কোমর- বি. কটিদেশ। [ফা. কমর]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৪৭)

৭৩. **খোশামুদি**- ফা. খোশামোদ + বাং. ই

খোশামদ- বি. চাটুবাক্য, স্তুতি। [ফা. খুশামদ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৬১) ।

খোশামদি- অর্থ চাটুকরিতা করা।

৭৪. **ভিস্তিকে**- ফা. ভিস্তি + বাং. কে

৭৫. **ফেরেশতার**- ফা. ফেরেশতা + বাং. কে

ফেরেশতা- বি. আল্লাহ আজ্ঞাবহ জ্যোতিময় সত্ত্বা। [ফা. ফিরিশ্‌তহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৪৪) ।

ফেরেশতাই- ফা. ফেরেশতা + বাং. ই

৭৬. **গুজারি**- ফা. গুজার + বাং. ই

গুজার- বি. অতিবাহন, যাপন। সুতরাং গুজারি অর্থ অতিবাহন করা।

৭৭. **মশকের**- ফা. মশক + বাং. এর

মশকটা- ফা. মশক + বাং. টা

৭৮. **রাস্তায়**- ফা. রাস্তা + বাং. য়

৭৯. **বুলবুল**-এর- ফা. বুলবুল + বাং. এর

বুলবুলি- বি.স্বনাম প্রসিদ্ধ পাখী বিশেষ ।[ফা.বুলবুল + বাং. ই]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৬২)।

৮০. **আস্তিনে**- ফা.আস্তিন + বাং. এ
আস্তিন- বি. কোট, জামা ইত্যাদির হাতা। [ফা. আস্তিন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮) ।

৮১. **বাদশার**- ফা. বাদশা + বাং. র
বাদশা- মূলে পারস্য সম্রাট ।মহারাজ, রাজাধিরাজ। [ফা. বাদশাহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৫০) ।

৮২. **নওরোজে**- ফা. নওরোজ + বাং. এ
নওরোজ- বি. নতুন দিন, নববর্ষ। [ফা. নওরোয্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০৩)

৮৩. **বাগিচার**- ফা.বাগিচা + বাং.র
বাগিচা- বি. ছোট বাগান, ক্ষুদ্র বাগান ।[ফা. বাগ্চহ্]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২৫৫)।

৮৪. **সরাইখানার**- ফা.সরাইখানা + বাং. র
বি. পান্থশালা, পান্থনিবাস ।[ফা. সরায়খানাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ২০২) ।

৮৫. **বুলবুলিস্তানের**- বি.বুলবুল পাখির আশ্রয়স্থান, মালঞ্চ, কলকাকলি মুখরিত বাগান। [ফা.]। (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৬০৩) ।

৮৬. **বাহারে'র**- ফা.বাহার + বাং. এর

৮৭. **জিঞ্জিরে**- ফা. জিঞ্জির + বাং এ
জিঞ্জির- বি. শিকল, শৃঙ্খল। [ফা. যন্জীন]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের* অভিধান, পৃ: **১৪৯)**

৮৮. **বাগে**- ফা. বাগ + বাং এ
বাগ- বি. বাগান, উদ্যান। [ফা. বাগ]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: **২৫৪)**

৮৯. **দাওতের**- ফা. দাওত + বাং.এর

৯০. **গোরস্থানে**- ফা. গোরস্থান + বাং. এ

৯১. **দর্গার**- ফা. দর্গা + বা. র

৯২. অভিধানে আছে দরগা- বি.পীর দরবেশের কবর বা সমাধি। মাজার। [ফা. দরগাহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৯)।

৯৩. **জঙ্গে**- ফা. জঙ্গ + বা. এ
বি. যুদ্ধ, লড়াই, সংঘর্ষ, সংগ্রাম। [ফা. জঙ্গ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৯)।

৯৪. **দামামায়**- ফা. দামামা + বা. য়
দামামা- অভিধানে আছে দামাম বি. ডঙ্কা, নাকাড়া। [ফা. দমামহ্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৩)।

৯৫. **পর্দার**- ফা.পর্দা + বা. র
পর্দা- বি. কাপড়ের তৈরি আবরণ। যবনিকা। অবরোধ। [ফা. পরদহ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩১)।

৯৬. **জিন্দানখানায়**- ফা. জিন্দানখানা + বা. য়
জিন্দানখানা- বি. কারাগৃহ, জেলখানা, বন্দিশালা। [ফা. জিনদান খান্হ]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৯)।

৯৭. **আবরুর**- ফা. **আবরু** + বা. র

বি. মর্যাদা, আভিজাত্য, সম্ভ্রম। নারীর সম্ভ্রম, ইজ্জত। পর্দা। আবরণ, আড়াল। [ফা. আবরু]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১)।

৯৮. **দেয়ালের**- ফা. দেয়াল + বা. এর

দেয়াল- বি.প্রাচীর, ইঁট বা মাটির গাঁথা। বেষ্টনী। [ফা. দিওয়ার]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭)।

৯৯. **রাহে**- ফা. রাহা + বাং. এ

বি. রাস্তা, পথ। উপায়, ব্যবস্থা। [ফা. রাহা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৭)।

১০০. **শিরনির**- ফা.শিরনি + বাং.র

শিরনি- বি. মিষ্টান্ন, পায়েস, ক্ষীর। মুসলমান বা হিন্দু কর্তৃক সত্যপীর বা অন্য পীরের উদ্দেশ্যে আটা ময়দা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ভোগবিশেষ। [ফা. শিরনি]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৭)।

১০১. **চাপকানের**- ফা. চাপকান + বাং. এর

চাপকান- বি.কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামাবিশেষ। [ফা. চপ্‌কন্]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭২)।

১০২. **দরখাস্তের**- ফা.দরখাস্ত + বাং. এর

দরখাস্ত- বি. আবেদনপত্র, আবেদন, আর্জি। [ফা. দরখাস্ত]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১০৯)।

১০৩. **দালানের**- ফা. দালান + বাং. এর

১০৪. **রাহে-লিল-াহ**

রাহে- ফা. রাহা + বাং. এ

রাহে- বি. রাস্তা, পথ। উপায়, ব্যবস্থা। [ফা. রাহা]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৮৭) ।

লিল-াহ- বি. আল-াহর রাস্তায় দান, আল-াহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো কিছু উৎসর্গ করা। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯১)।

১০৫. **আসমানের**- ফা.আসমান + বাং. এ

আসমান- বি.আকাশ, নভ। [ফা.আস্‌মান]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৭)

উর্দু / হিন্দি + বাংলা

১. **টুটার**- উ/হি টুটা + বাং. র

টুটা- বিণ.ভাঙা। [উ. হি.]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৯৩) ।

বিণ. ভাঙ্গা, ভগ্ন। [হি. টূটা, tuta]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩৮৯) ।

২. **গুলির**– হি. গুলি + বাং. র

গুলি– বি. বন্দুকের ছর্‌রা। [হি. গোলী] । (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১১৭) ।

৩. **চোটে**- হি. চোট + বাং. এ

চোট- আঘাত, ব্যথা। [হি. চোট]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১২৭)।

চোট- বি. চোট, আঘাত। [হি. চোট্, chot]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, পৃ: ৩১৮)।

৪. **বেটির**- হি. বেটি + বাং. র

বেটি- বি.মহিলা, কন্যা, মেয়ে। [হি.]। (*নজরুল-শব্দপঞ্জি*, পৃ: ৬০৪)।

৫. **কলিজার**- হি. কলিজা + বাং. র

৬. **দাঙ্গায়**- হি. দাঙ্গা + বাং. য়।
দাঙ্গা- বি. দলবদ্ধ হয়ে মারামারি করা। [হি. দঙ্গা]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯০)

৭. **দুলহিনের**- হি. দুলহিন + বাং. এর
দুলহিন- বি. কনে, বিবাহের পাত্রী। [হি. দূলহিন]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৯৬)।
দুলহিন- বি. কনে, নব বিবাহিতা বধূ। [হি. দুলহিন্, dulhin]। (*ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*,পৃ: ৪৬৯)

ইং + বাং.

১. **কর্পোরেশনের**- ইং কর্পোরেশন + বাং. এর
কর্পোরেশন- বি. পৌরসভা। [ইং. Corporation]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 170) ।

২. **কনফারেন্সে**- ইং. কনফারেন্স + বাং. এ
কনফারেন্স- বি. আলোচনাসভা, মন্ত্রণা, মতবিনিময়। [ইং. conference]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 157) ।

৩. **ফ্রেমে**-ইং. ফ্রেম + বাং. এ

৪. **ইউনিভার্সিটির**- ইং. ইউনিভার্সিটি + বাং. র
ইউনিভার্সিটি- বি. বিশ্ববিদ্যালয়। [ইং. university]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 853) ।

৫. **প্রসপেক্টের**- ইং. প্রসপেক্ট + বাং. এর
প্রসপেক্ট- বি. কাঙ্ক্ষিতবাপ্রতাশিত কোনো কিছু, আশা, সম্ভাবনা। [ইং. prospect]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 609)।

৬. **টাইটেলের**- ইং. টাইটেল + বাং. এর
টাইটেল- বি.নাম, শিরোনাম। [ইং. title]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 822) ।
টেলের- ইং. টেল + বাং. এর
টেল- বি. লেজ,লেজুড়, পুচ্ছ। [ইং. tail]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 799) ।

৭. **আর্টে**- ইং. আর্ট + বাং. এ
আর্ট- বি. মূতরূপে সুন্দরের সৃজন বা প্রকাশ।[ইং. art]।(*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 41) ।

৮. **কালচারের**- ইং. কালচার + বাং. এর
কালচার- বি সংস্কৃতি, কৃষ্টি। [ইং. culture]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 525)*

৯. **পলিটিক্সের**- ইং. পলিটিক্স + বাং. এর
পলিটিক্স- বি. রাজনীতি, রাজ্যশাসনবিদ্যা। [ইং. politics]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 580)।

১০. **ভয়েসের**- ইং. ভয়েস + বাং. এর

ভয়েস- বি. কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, কণ্ঠস্বর, গলা। [ইং. voice]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 870)।

১১. **নেশনের**- ইং. নেশন + বা. এর
নেশন- বি. একটি বিশেষ ভূখন্ডে বসবাসকারী সাধারণত এক ভাষাভাষী এবং একটি রাজনৈতিক চারিত্রবা আশা-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট বৃহৎ জনগোষ্ঠী, জাতি। [ইং. nation]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 496)।

১২. **টর্চ-লাইটই**- ইং. টর্চ-লাইট + বাং. ই

১৩. **কেরোসিনের**- ইং. কেরোসিন + বাং. এর
কেরোসিন- বি. পেট্রোল বা কয়লা থেকে উৎপন্ন তেল। [ইং. kerosene]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 419)।

১৪. **হোটেল**- ইং হোটেল + বাং. এ
হোটেল- বি. হোটেল, উত্তরণখানা। [ইং hotel]। *(Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 367)

১৫. **টবের**- ইং. টব + বাং. এর
টব- বি. গাছ লাগানোর কাজে ব্যবহৃত গোলাকার পাত্র। [ইং tub]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 837

১৬. **কোম্পানির**- ইং. কোম্পানি + বাং. র
কোম্পানি- বি. বণিকসঙ্ঘ। [ইং. company]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 153)।

১৭. **রেকর্ডে**- ইং. রেকর্ড + বাং. এ
রেকর্ড- বি. তথ্য, ঘটনা, ইত্যাদির লিখিত বিবরণ, লেখ্যপ্রমাণ। [ইং. record]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 635)।

১৮. **ইউনিভার্সিটির**- ইং. ইউনিভার্সিটি + বাং.র
ইউনিভার্সিটি-বি. বিশ্ববিদ্যালয়। [ইং. university]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 853)।

১৯. **ক্লাসে**- ইং. ক্লাস + বাং. এ
ক্লাস- বি. কবি শ্রেণি, পদমর্যাদার মান। [ইং. class]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 141)।

২০. **হেড মাস্টারের**- ইং. হেড মাস্টার + বাং. এর
হেড মাস্টার- বি. স্কুলের প্রধান শিক্ষক। [ইং. Head master]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 347) ।

২১. **কনফারেন্সে**- ইং. কনফারেন্স + বাং. এ
কনফারেন্স- বি. আলোচনাসভা, মন্ত্রণা। [ইং. conference]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 157) ।

২২. **ফোর্সের**- ইং. ফোর্স + বাং. এর
ফোর্স- বি. বল, শক্তি, জোর। [ইং.force]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 289)

২৩. **লিডারের**- ইং. লিডার+ বাং. এর
লিডার- বি. নায়ক, নেতা, দলপতি, সর্দার। [ইং. leader]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary,* page- 429)।

২৪. **ইউনিভার্সের**- ইং ইউনিভার্স + বাং. এর

ইউনিভার্স- বি. মহাবিশ্বে। [ইং. universe]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 853)

২৫. **ইউনিভার্সিটির**- ইং ইউনিভার্সিটি + বাং. র
ইউনিভার্সিটি- বি. বিশ্ববিদ্যালয়। [ইং university]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 853।

২৬. **Existence-কে--** ইং. Existence + বাং. কে
Existence- বি. অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 257) ।

২৭. **মিস্ট্রির**- ইং. মিস্ট্রি + বাং. কে
বি. রহস্য, রহস্যময় ব্যাপার। [ইং. mystery]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 494)।

২৮. **টনসিলের-** ইং. টনসিল + বাং. এর

২৯. **ব্যাঙ্কে-** ইং. ব্যাংক + বা. এ

৩০. ব্যাংক- বি. ব্যাংক। [ইং. bank]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 61) ।

৩১. **Brain** -এর ইং Brain + বাং এর
Brain -বি মাথার ঘিলু বা মগজ। স্নায়ুকেন্দ্র। [ইং] (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 07)

৩২. **Culture -এ** ইং Culture + বাং এ

৩৩. **Culture -কে** ইং Culture + বাং কে

৩৪. **x-ray**- ইং. x-ray + বাং. র
x-ray- বি. রঞ্জনরশ্মি, রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র। [ইং.]। (Bangla *Academy English-Bangla Dictionary*, page- 911) ।

৩৫. **proportion-এর** ইং. proportion + বাং. এর
proportion- বি. অনুপাত, সমানুপাত। [ইং.]। (*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, page- 608)।

আরবি + ফারসি :

১. কিস্তিবন্দি- আ. কিস্তি + ফা. বন্দী
কিস্তিবন্দি- বি. কয়েকবারে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত। [আ. ক্বিস্ত্ব + ফা. বন্দী]। (*বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৭৩)।

২. শহিদান- বি.শহীদগণ। [আ. শহিদ + ফা. আন]।
শহিদান- বি শহীদগণ। [আ শহিদ + ফা আন]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ৮৮)।

বাংলা + হিন্দি

১. **গলাবাজি**– বাং. গলা + হি. বাজি (হিন্দি প্রত্যয়)

২. গলা– বি. কণ্ঠ [সং.]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ১৯৪)

৩. বাজি– হিন্দি প্রত্যয়

আরবি + হিন্দি :

১. ফকিরজি- আ. ফকির + হি. জি
ফকির- বি নিঃস্ব, দরিদ্র ।মরমি সাধক। [আ ফক্বির]। (*বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, পৃ: ১৩৬) ।

জি- হিন্দি সম্বোধনসূচক প্রত্যয়

আরবি + বাংলা :

১. **গোলামি-** বি. দাসত্ব, গোলামের কাজ। [আ. গুলাম + বাং. ই]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৬৯)।

২. **জাহান্নামে–** আ. জাহান্নাম + বাং. এ
জাহান্নাম- বি. দোজখ, নরক। [আ. জাহান্নাম]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৮)

৩. **হুজুরি-** বি. সম্মানসূচক সম্বোধন। [আ.] ।বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৩৫) ।
হুজুরির– আ. হুজুরি + বাং. র.

৪. **মতলবে**- আ. মতলব + বাং. এ.
মতলব- বি. অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য ।[আ. মতলব] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬৪)।

৫. মুয়াজ্জিনের- বি. আজানদানকারী, যিনি মুসলমানগণকে নামাজ পড়ার জন্য উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করেন ।[আ. মুআজ্জিন] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৭) ।

৬. আহমকের– আ. আহমক + বাং. এর
আহমক- বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন ।[আ. আহমক্] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯) ।

৭. **দুনিয়ার** - আ. দুনিয়া + বাং. র.
দুনিয়ার - বি. জগৎ, পৃথিবী ।[আ. দুন্‌য়া] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১১৫)।

৮. **জালিমের–** আ. জালিম + বাং. এর.
জালিম- বিণ. অত্যাচারী, উৎপীড়ক ।[আ. যালিম] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৭)।

৯. **গোলামের–** আ. গোলাম + বাং. এর
গোলামির– আ. গোলামি + বাং. র

১০. কবরের- আ. কবর + বাং. এর
কবর- বি. সমাধি, গোর ।[আ. ক্বর] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৫) ।

১১. **নওয়াবি-** আ. নওয়াব + বাং. ই

নওয়াব- অভিধানে আছে নবাবি- বি. নবাবের পদ বা কাজ ।নবাবের মতো আচার ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা। [আ. নুওয়াব + বা. ই/ঈ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১২২)।

১২. **দৌলতে-** আ. দৌলত + বাং. এ
দৌলত- বি. ঐশ্বর্য, ধনরত্ন, সম্পদ ।[আ. দউলত] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১১৮)।

১৩. **সাহেবের**– আ. সাহেব + বাং. এর

১৪. **দৌলতে**– আ. দৌলত + বাং. এর
দৌলত– বি. সহায়তা। [আ. দওলত্]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২০১)

১৫. **আদতে**- আ. আদত + বাং. তে
আদত- বিণ. অভ্যাস, স্বভাব ।[আ. আদদ > আদত] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮) ।

১৬. **কব্জায়**- আ. কব্জা + বাং.য়
কব্জা- হাতের মুঠি ।[আ. ক্বব্যহ্]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৫৯)।

১৭. **আদমিকে–** আ. আদমি + বাং. কে

১৮. **সাহেবের**– আ. সাহেব + বাং. এর

১৯. **মুশকিলে**- আ. মুশকিল + বাং. এ
মুশকিল- বি. বিঘ্ন, বিপদ, সঙ্কট ।[আ. মুশ্কিল] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৮৯) ।

২০. **মহকুমায়**– আ. মহকুমা + বাং. য়
মহকুমা- বি. জেলার ভাগ। [আ. মঃহকমক]। (বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ, পৃ:২৯৪)।

২১. **নিজামের**– আ. নিজাম + বাং. এর.

২২. **বিলাতে–** আ. বিলেত + বাং. এ.
বিলাত– বি. জন্মভূমি, যেকোন দেশ। [আ. বিলায়েৎ] বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত। এখানে বিলেত বলতে বুঝায় ইংল্যান্ড বা ইউরোপের দেশ। (বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ, পৃ:২৬৫)

২৩. **কব্জায়**– আ. কব্জা+ বাং. য়
কব্জা– বি. আয়ত্ত, অধিকার, দখল। [আ. ক্বজ] (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৫)

২৪. আদত– আ. আদত + বাং. এ (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১১)

২৫. **নহবতের**- আ. নহবত + বাং. এর
নহবত- বি. সানাই ইত্যাদির সুমিষ্ট ঐকতান বাদ্য, দুন্দুভি বা নাকারা বাদ্য ।[আ. নওবত] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২০৩)।

২৬. **বিলাতি**- আ. বিলাত + বাং. ই
বিলাত– পূর্বে উল্লেখিত।

২৭. **সাহেবকে–** আ. সাহেব + বাং. কে

২৮. **হাওয়ায়**- আ. হাওয়া + বাং.য়
হাওয়া- বি. বায়ু, বাতাস, অবস্থা ।[আ.] (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৪৯

২৯. খ্রিস্টকে- আ. খ্রিস্ট + বাং. কে
খ্রিস্ট- বি. খ্রিস্ট ধর্ম প্রবর্তক যিশু, হযরত ঈসা (আ)। (নজরুল– শব্দপঞ্জী, । পৃ: ২৩৭)

৩০. **খেয়ালের–** আ. খেয়াল + বাং. এর।

৩১. **জাহান্নামের**- আ. জাহান্নাম + বাং.এর
জাহান্নাম- বি দোজখ, নরক। [আ. জহান্নাম]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৮)।

৩২. **মজলুমের**- আ. মজলুম + বাং. এর
মজলুম- বিণ. অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, শোষিত ।[আ.] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৬৩৬) ।

৩৩. **খাতিরে–** আ. খাতির + বাং. এ
খাতির– বি. সমাদর, কদর। [আ. খাত্বির]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৭)

৩৪. **মাতমের**- আ. মাতম + বাং. এর
মাতম- বি. বিলাপ, শোক ।[আ.] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৬৫৬) ।

৩৫. আল্লার- আ. আল্লা + বাং. র
আল্লা- বি.সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষা-কর্তা, খোদা, ঈশ্বর ।[আ.] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৮৯) ।

৩৬. **আরশের**- আ. আরশ + বাং. এর
আরশ- বি.আল্লাহরআসন ।[আ. আর্‌শ] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৮৩) ।

৩৭. **কারবালার**- আ. কারবালা + বাং. র

৩৮. **মুসলিমের**- আ. মুসলিম + বাং. এর

৩৯. **শহীদের**- আ. শহীদ + বাং. এর
শহীদদের- আ. শহীদ + বাং. দের

৪০. **আরবের**- আ. আরব + বাং. এর
আরব- বি. আরব দেশ। [আ. ‘আরব]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৪)

৪১. **ইসলামকে–** আ. ইসলাম + বাং. কে
ইসলাম- বি. আল্লাহ্ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। [আ. ইসলাম]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৪)

৪২. **রসুলের**- আ. রসুল + বাং. এর
রসুল- বি. পয়গম্বর, নবী। [আ. রসূল]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮৫)

৪৩. **সাহারার**- আ. সাহারা + বাং. র
সাহারা- বি. সাহারা নামক মরুভূমি। [আ. সহ্‌রা]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২০৫।)

৪৪. **সাহারায়**- আ. সাহারা + বাং. য

৪৫. জল্লাদের- আ. জল্লাদ + বাং. এর
জল্লাদ- বি. মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীর ফাঁসিদাতা। [আ.]। (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৩২৮)।

৪৬. **কাফেরদের**- আ. কাফের + বাং. দের

কাফের- বি.ইসলামে অবিশ্বাসী লোক, ধর্মে অবিশ্বাসী ।সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ।পৌত্তলিক, বহুঈশ্বরবাদী। নাস্তিক। [আ.]। (নজরুল-শব্দকোষ, পৃ: ১৭১) ।

৪৭. **আবাবিলের**- আ. আবাবিল + বাং. এর
আবাবিল- বি. ক্ষুদ্রাকৃতির পক্ষিবিশেষ; কোরানশরিফ-এর 'সুরা ফিল'- এ বর্ণিত বিখ্যাত পাখিবিশেষ, যারা কাবাশরীফ ধ্বংসের জন্য নাস্তিক রাজা আবরাহা কর্তৃক প্রেরিত সুবিশাল বাহিনীকে ঠোঁটের সাহায্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল। [আ. আবাবিল]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১১)।

৪৮. **তলবের**- আ. তলব + বাং. এর
তলব- বি. ডেকে পাঠানো। [আ. ত্বলব]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৯৯)।

৪৯. আল্লাহ্‌র- আ. আল্লাহ্ + বাং. র

৫০. **মুহম্মদের**- আ. মুহম্মদ + বাং. এর
মুহম্মদ- বি. আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ নবী। [আ. মুহাম্মদ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৯)।

৫১. **হাবশির**- আ. হাবশি + বাং. র
হাবশি- বি. নিগ্রো, কাফ্রি, আবিসিনিয়ার অধিবাসী। [আ. হাব্‌শি] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১৩) ।

৫২. **নসিবে**- আ. নসিব + বাং. এ
নসিব- বি. অদৃষ্ট, ভাগ্য, কপাল। [আ. নসিব] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১২৩) ।

৫৩. **হাওয়ার**- আ. হাওয়া + বাং. র
হাওয়া- বি. বায়ু, বাতাস, অবস্থা। [ফা. হাওয়া] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১২) ।

৫৪. **জিনিসের**- আ. জিনিস + বাং. এর
জিনিস- বি. বস্তু, দ্রব্য, পদার্থ ।[আ. জিন্‌স] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৯) ।

৫৫. **বোরকার**- আ. বোরকা + বাং. র
বোরকা- বি. মুসলিম মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবরণ বস্ত্র ।[আ. বুরক্‌'] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৬৮)।

৫৬. **মক্কেলের**- আ. মক্কেল + বাং. এর
মক্কেল- বি. উকিলের আশ্রিত ব্যক্তি ।মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে উকিলের সাহায্য গ্রহণকারী ।[আ. মুওয়াক্কিল] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬২) ।

৫৭. **শয়তানকে**- আ. শয়তান + বাং. কে
শয়তান- বি. পাপাত্মা, দুরাত্মা ।দুর্বৃত্ত ব্যক্তি ।[আ. শয়ত্বান] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৩) ।

৫৮. **শয়তানের**- আ. শয়তান + বাং. এর
শয়তান- বি. পাপাত্মা, দুরাত্মা ।দুর্বৃত্ত ব্যক্তি ।[আ. শয়ত্বান] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৩) ।

৫৯. আল্লার- আ. আল্লা + বাং. র

আল্লাহ- বি. ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের একমাত্র উপাস্য ।[আ. আল্লাহ] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮৯) ।

৬০. **হাইদরি**- আ. হাইদর + বাং. ই
হাইদর- বি. বাঘ, সিংহ, হজরত আলী (রাঃ) এর উপাধি ।[আ.] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৭৩৯) ।

৬১. **ইসলামের**- আ. ইসলাম + বাং. এর
ইসলাম- বি. বিণ. আল্লাহ তায়ালার একমাত্র ধর্ম ।[আ. ইসলাম] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৪) ।

৬২. **তুফানের**- আ. তুফান + বাং. এর
তুফান- বি. প্রবল ঝড়। [আ. তূফান]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৮)

৬৩. **তাজমহলে**- আ. তাজমহল + বাং. এ

৬৪. **নেকাব- পরা**- আ. নেকাব + বাং.পরা
নেকাব- বি. ঘোমটা। [আ. নিক্বাব]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১২০)
পরা- ক্রি. পরিধান করা।

৬৫. কৈফিয়তই- আ. কৈফিয়ত +বাং. ই
কৈফিয়ত- বি. কারণ প্রদর্শন, জবাবদিহি ।[আ. কইফিয়্যত] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৪৬) ।

৬৬. মোক্তারকে- আ. মোক্তার +বাং. কে
মোক্তার - বি. একশ্রেণীর পেশাজীবী ।মোকদ্দমা চালানোর জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। [আ. মখতার] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮০) ।

৬৭. **মারফতই**- আ. মারফত + বাং. ই
মারফত- অব্য. মধ্যস্থতায়, দ্বারা, মাধ্যম ।[আ. মা'রিফত] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭১) ।

৬৮. **শয়তানের**- আ. শয়তান + বাং. এর
শয়তান- বিণ চূর্ণ- বি পাপাত্মা, দুরাত্মা। [আ শয়ত্বান্] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৩) ।

৬৯. **ঈদের**- আ-ঈদ + বাং. এর
ঈদ- আ. খুশির উৎসব। [আ. 'ঈদ]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৪০)

৭০. **মিশরের**- আ. মিশর + বাং. এর
মিশর- বি. ইজিপ্ট দেশ। [আ. মিশর্]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৫৭৯)

৭১. **দালালের**- আ. দালাল + বাং. এর
দালাল- বি. কমিশনের বিনিময়ে যে ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রোতাকে ক্রয় বিক্রয়ে সাহায্য করে। [আ. দল্লাল]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৩)

৭২. **খবরের**- আ. খবর + বাং. এর
খবর- বি. সংবাদ, বার্তা। [আ. খবর]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৩)

৭৩. **ওকালতি**- আ. ওকালত + বাং. ই

ওকালত- বি. উকিলের পেশা। [আ.] (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৫১)।

৭৪. **কায়দাটা**- আ. কায়দা + বা. টা
কায়দা- বি. কৌশল, দক্ষতা, নৈপুণ্য ।[আ. ক্বা'ইদহ্] ।(বাংলা ভাষায় আরবী র্ফাসী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৬৮) ।

৭৫. **আইনত**- আ. আইন + বাং. ত

৭৬. **আইনের**- আ. আইন + বাং. এর

৭৭. **খাজনার**- আ. খাজনা + বাং. র
খাজনা- বি. রাজস্ব। [আ. খযানহ্]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৬)

৭৮. **তাজমহলের**- আ. তাজমহল + বাং এর
তাজমহল- বি. মোগল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রাসাদ। [আ. তাজমহল]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭)

৭৯. **তাজের**- আ. তাজ + বাং এর

৮০. **আরবের**- আ. আরব + বাং. এর
আরব- বি. আরবদেশ, আরবজাত। [আ. 'আরব]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৮০)

৮১. **বেদুইনের**- আ. বেদুইন + বা্র
বেদুইন- বি. আরবের একটি যাযাবর জাতি। [আ. বদ্যুয়িন]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৫৭)

৮২. **মুনাজাতই**- আ. মুনাজাত + বাং. ই
মুনাজাত- বি. প্রার্থনা, আবেদন। [আ. মুনাজাত]। ক(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৭)

৮৩. **কওমের**- আ. কওম + বাং. এর
কওম- বি. জাতি, সম্প্রদায় ।[আ. ক্বওম] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৩)

৮৪. **মুসাফিরের**- আ. মুসাফির + বাং. এর
মুসাফির- বি. সফরকারী,আগন্তুক, পথিক ।[আ.] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৬৭৩) ।

৮৫. **শহিদি**- বিণ. শাহাদাত বা শহীদসংক্রান্ত ।[আ. শহিদ হরফ + বা. ই] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৪) ।

৮৬. মোল্লাদের- আ. মোল্লা + বাং. দের
মোল্লা- বি. আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [আ. মুল্লা] (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮১।

৮৭. **কফরির**- আ. কুফরি + বাং. র
কুফরি- বি. ধর্ম তথা আল্লাহ ও রসুলে অবিশ্বাস। [আ. কুফরি] (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৪৪)

৮৮. **ওকালতি**- আ. ওকালত + বাং. ই
ওকলতি- বি. উকিলের পেশা, বিশেষ পক্ষ সমর্থন। [আ. ওয়াকালত + বাং. ই] (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৫১

৮৯. **তুফানের**- আ. তুফান + বাং. এর
তুফান- বি.প্রবল ঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা ।[আ. তূফান] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৮) ।

৯০. **মুসাফিরদের**- আ. মুসাফির + বাং. দের

৯১. **নজরের**- আ. নজর + বাং. এর
নজর- বি. দৃষ্টি, লক্ষ, মনোযোগ ।[আ. নজর] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১২১) ।

৯২. **কদমে**- আ. কদম + বাং. এ
কদম- বি.পা, চরণ ।পদক্ষেপ ।[আ. ক্বদম] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৪) ।

৯৩. **মারফতে**- আ. মারফত + বাং. এ
মারফত- অব্য. মধ্যস্থতায়, দ্বারা, মাধ্যম ।আধ্যাত্মিক সাধনার স্তর ।[আ. মারিফত] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭১) ।

৯৪. **হেরেমে**- আ. হেরেম + বাং. এ
হেরেম- বি. অন্দরমহল ।[আ. হরম] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৩৬) ।

৯৫. **বোরকাও**- আ. বোরকা + বাং. ও
বোরকা- বি.মুসলিম মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবরণ বস্ত্র ।[আ. বুরক্‘] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৬৮) ।

৯৬. **বোরকা-মুক্ত--** আ. বোরকা + বাং. মুক্ত
বোরকা- বি.মুসলিম মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবরণ বস্ত্র ।[আ. বুরক্‘] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৬৮) ।
মুক্ত- বিণ. মোহহীন, উদার, খালাসপ্রাপ্ত ।[সং√মুচ + ত] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৫৮০) ।

৯৭. **আরবি**- বি. আরবদেশের ভাষা। আরবদেশ সম্বন্ধীয়। [আ. ‘আরব + বাং. ই]

৯৮. **ফজরে**- আ. ফজর + বাং এ।
ফজর- বি. উষাকাল। [আ. ফজর]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৬৬)

৯৯. **দাফনের**- আ. দাফন + বাং. এর
দাফন- বি. মৃতদেহ গোরদান, মৃতদেহের কবরস্থকরণ, লাশ সমাধিস্থকরণ। [আ. দফন্]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১১২)।

১০০. **জেহাদের**- আ. জেহাদ + বাং. এর
বি.প্রচেষ্টা আন্দোলন ধর্মযুদ্ধ ।আদর্শগত সংগ্রাম, নীতিভিত্তিক যুদ্ধ। ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ, ধর্মের অনিষ্টকারীর বিরুদ্ধে লড়াই। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ। [আ. জিহাদ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৯২)।

১০১. **আজানধ্বনি**- আ. আজান + বাং.ধ্বনি
আজান- বি. ঘোষণা, আহ্বান। নামাজের জন্য মুয়াযযিন কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে আহ্বান; নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান। [আ.]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৭)।
ধ্বনি- বি. শব্দ। [বাং.] (সংসদ বাঙালা অভিধান, পৃ: ৩৬০)।

১০২. **ওহোদের**- আ. ওহোদ + বাং. এর
বি. মদিনার নিকটবর্তী পর্বত ।এখানে কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে নবী করিম (স) আহত হন। [আ. উহুদ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৩)।

১০৩. **বদরের**- আ. বদর + বাং. এর
বদর- বি. তৎকালীন মক্কার অদূরে অবস্থিত বিশাল প্রান্তর, যেখানে কাফেরদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদের সঙ্গে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুসলমানগণ যুদ্ধে বিজয়ী হন। [আ. বদর]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৪৫) ।

১০৪. **ময়দানে**- আ. ময়দান + বাং. এ
ময়দান- বি. মাঠ, প্রান্তর। [আ. ময়দান]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৭৫)।

১০৫. **জাহান্নামে**- আ. জাহান্নাম + বাং. এ
জাহান্নাম- বি. দোজখ, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। নরক।[আ. জহান্নাম]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৮)।

১০৬. **বোরকার**- আ. বোরকা + বাং.র
বোরকা- বি.মুসলিম মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবরণ বস্ত্র।[আ. বুরক্']। (বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৬৮)।

১০৭. **মসজিদের**- আ. মসজিদ + বাং. এর
মসজিদ- বি. নামাজ পড়ার গৃহ। প্রার্থনাগৃহ। মুসলমানদের উপাসনালয়। নামাজ ঘর, সিজদার ঘর।[আ. মসজিদ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬৭)।

১০৮. **তৌহিদের**- আ. তৌহীদ + বাং. এর
বি. একেশ্বরবাদ।সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ,ও নিয়ন্তা যে বহুজন নন একজন- এই মত। [আ. তওহীদ]।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬১)।

১০৯. **মাদ্রাসাই**- বি.আরবি শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ। আরবি-ফারসি শিক্ষার বিদ্যালয়। [আ. মাদরাসাহ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭০)।

১১০. **হিসসায়**- বি. অংশ, ভাগ। প্রাপ্য বখরা।[আ. হিস্সাহ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১৬)।

১১১. **দ্বীনের**- আ. দ্বীন + বাং. এর
দ্বীন- বি. ধর্ম। [আ. ধীন]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১১৪)

১১২. **রসুলকে**- আ. রসূল + বাং. কে
রসূল- বি. আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। [আ. রসূল]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮৫)

১১৩. **কাসেদের**- আ. কাসেদ + বাং. এর
কাসেদ- বি. দূর। পত্রবাহক। (ক-৪২) [আ. ক্বাসিদ]।

১১৪. **তৌহিদের**- আ. তৌহিদ + বাং. এর
তৌহিদ- বি. সারা জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই- এই মতবাদ। [আ. তওহীদ]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬১।

১১৫. **হায়দারি**- আ. হায়দার + বা. ই
হায়দার- বি. হযরত আলি (রা) এর উপাধি। [আ. হাইদর]। নজরুল শব্দপঞ্জি- ৭৩৯।

১১৬. **নবির**- আ. নবি + বাং. এর
নবি- বি. রসুল। আল্লাহর বাণীবাহক। [আ. নবী]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১২২)

১১৭. **মসজিদে**- আ. মসজিদ + বাং. এ
মসজিদ- বি. নামাজ পড়ার গৃহ। প্রার্থনাগৃহ। মুসলমানদের উপাসনালয়। নামাজ ঘর, সিজদার ঘর। [আ. মসজিদ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬৭)।

১১৮. **কোরবানির**- আ. কোরবানি + বাং. র
কোরবানি- বি. আল-াহর উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের দশ, এগারো ও বারো তারিখে ইসলামি বিধান অনুযায়ী জালাল পশু জবাই। [আ. কুরবানি]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৪৭) ।

১১৯. **শরিয়তের**- আ. শরিয়ত + বাং. এর

শরিয়ত- বি. ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান, ইসলাম ধর্মীয় আইন-কানুন। [আ. শরি'য়াত]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৩৩)।

১২০. **মারফতে**- আ. মারফত + বাং. এ
মারফত- অব্য. মধ্যস্থতায়, দ্বারা, মাধ্যম। [আ. মা'রিফত]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭১)।

১২১. **রহম-রূপে**-- আ. রহম + বাং.রূপে
বি. অনুগ্রহ, করুণা।দয়া, কৃপা। [আ. রহম]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮৫)।

১২২. **মুশায়েরার**- আ. মুশায়েরা + বাং.র
মুশায়েরা- বি. কবি সম্মেলন। [আ. মুশায়ারাহ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৯)।

১২৩. **আল-ার**- আ. আল-া + বাং.র
আল-া- বি.আল-াহ্, সৃষ্টিকর্তা, নিরাকার।সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। [আ. আল-াহ]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬) ।

১২৪. **রহমতের**- আ. রহমত + বাং. এর
রহমত- বি. অনুগ্রহ, করুণা।দয়া, কৃপা।[আ. রহম, রহমত]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮৫) ।

১২৫. **হজ্জযাত্রা**- আ. হজ্জ + বাং.যাত্রা
হজ্জ- বি. জিলহজ চান্দ্রমাসে, নির্দিষ্টস্থানে ইহরাম বাঁধা, কাবা শরিফ তাওয়াফ, সায়ী , ৯ তারিখে মক্কার অদূরবর্তী আরাফাত ময়দানে অবস্থান ইত্যাদি সম্বলিত ইসলামি বিধান পালন করা।[আ. হজ]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১০) ।

১২৬. **ময়দানের**- আ. ময়দান + বাং. এর
ময়দান- বি. মাঠ, প্রান্তর।[আ. ময়দান]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৬৫) ।

১২৭. **গজবের**- আ. গজব + বাং. এর
বি. আল-াহর প্রচন্ড ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।আল-াহর শাস্তি, প্রচন্ড ক্রোধ।অভিশাপ, শাস্তি।[আ. গজব]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৬২) ।

১২৮. **হরফও**- আ. হরফ + বাং. ও
হরফ- বি. অক্ষর, বর্ণ, বর্ণমালার লেখ্য সংকেত।[আ. হরফ]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১১) ।

১২৯. **হজরতের**- আ. হযরত + বাং. এর
হজরত- বি. অতি সম্মানিত, ব্যক্তি। মহাত্মা, সম্ভ্রমের পাত্র। [আ. হজরত]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১০)।

১৩০. **আসহাবের**- আ. আসহাব + বাং. এর
আসহাব- বি.হজরত মুহাম্মদ (স) এর সহচরগণ , সাহাবিগণ। মুহাম্মদ (স) এর অনুসারী ও শিষ্যগণকে আসহাব বলা হয়।[আ. আসহাব]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৮) ।

১৩১. **কুফরও**- আ. কুফর + বাং. ও
কুফর- বি. আল-াহর প্রত্যাদিষ্ট সত্য প্রত্যাখ্যান, অবাধ্যতা। বহুঈশ্বরবাদ, আল-াহর একত্বের প্রতি অবিশ্বাস, আল-াহতে অবিশ্বাস।অকৃতজ্ঞতা।[আ. কুফর]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৪৪)।

১৩২. **তকবির-ধ্বনি**--আ. তকবির + বাং.ধ্বনি

তকবির- বি.আল-াহু আকবর ধ্বনি। আল-াহর মহিমা ঘোষণা। [আ. তাকবির]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৭)।

১৩৩. **ফেরদৌসে**- আ. ফেরদৌস + বাং. এ
ফেরদৌস- বি. সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বেহেশতে। [আ. ফিরদাউস]।

আরবি + ফারসিঃ

১. **হুজুগে**- বি. উত্তেজনাপ্রিয়, খেয়ালি, হৈ হৈ করা ব্যক্তি ।[আ. হুজব + ফা. গুঈ] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২১৭) ।

২. **মুসলমানি**- বি. মুসলমানদের রীতি বা ধর্মাচার। [আ. মুসলিম + ফা. আনি] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৮) ।

৩. মুরুব্বিয়ানা- আ. মুরুব্বি + ফা. আনা
মুরুব্বি- বি. অভিভাবক, গুরুজন। [আ. মুরুব্বি]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৭৮)

ইংরেজি + বাংলাঃ

১. **ডায়ারের**- বি.ইং ডায়ার + বাং. এর

২. **বুটের**- ইং. বুট + বাং. এর
বুট- বি. হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যায় এমন জুতা ।[ইং. boot]। (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ৬০২) ।

৩. **কেরোসিনের** - ইং. কেরোসিন + বাং. এর.
কেরোসিন- বি. তৈলবিশেষ, জ্বালানিবিশেষ ।[ইং. kerosene] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃ: ২০৫)।

৪. **ডিমোক্রাসিই**– ইং. ডিমোক্রেসি + বাং. ই.
ডিমোক্রাসি- বি. গণতন্ত্র। [ইং. democracy]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 201)|

৫. **ট্রেনে**- ইং. ট্রেন + বাং. এ
ট্রেন- বি. রেলগাড়ি ।[ইং.] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 828) ।

৬. **এডমন্টের**- ইং. এডমন্ট + বাং. এর (proper noun)

৭. **ফুটের**- ইং. ফুট + বাং. এর
ফুট- বি. মাপবিশেষ ।[ইং. foot] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৪৬৪) ।

৮. **মাইলের**- ইং. মাইল + বাং. এর
মাইল- বি. দূরত্বের পরিমাপ বিশেষ ।[ইং. mile] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৫৬৭) ।

৯. **ফ্রান্সের**- ফ্রান্স + বাং. এর

১০. **এসিডের**- ইং. এসিড + বাং. এর
এসিড- অম্ল, হাইড্রোজেনযুক্ত পদার্থ বিশেষ ।[ইং. acid]|(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 8) ।

১১. **এসিড-ভরা**-- ইং. এসিড + বাং.ভরা
এসিড- অম্ল, হাইড্রোজেনযুক্ত পদার্থ বিশেষ ।[ইং. acid] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 8) ।

১২. ভরা- ক্রি. পূর্ণ করা ।[সং. √ভৃ + বা আ] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৫৩৮) ।

১৩. **লিলিপুটিয়ানদের**- ইং. লিলিপুটিয়ান + বাং. দের
লিলিপুটিয়ান- বি. ক্ষুদ্রকায় বা ক্ষর্বাকৃতির লোক, বামুন।Jonathan Swift- Gi Gulliver's Travels- কাহিনীতেবর্ণিত লিলিপুটের অধিবাসী, ৬ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় মানব। [ইং. lilliputian]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 439)।

১৪. **ইলেকট্রিসিটির**- ইং. ইলেকট্রিসিটি + বাং.র
ইলেকট্রিসিটি- বি.বিদ্যুৎ।[ইং. electricity] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৯০) ।

১৫. **মিনিটের**- ইং. মিনিট + বাং. এর
মিনিট- বি. সময়ের একপ্রকার ভাগ বা পরিমাপ।[ইং. minute] ।(সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৫৭৮)।

১৬. **ইলেকট্রিসিটির**– ইং. ইলেকট্রিসিটি + বাং. র.

১৭. **এজেন্টের**- ইং. এজেন্ট + বাং. এর
এজেন্ট- বি. যে ব্যক্তি অন্যের প্রতিনিধিত্ব করে।[ইং. agent] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 17) ।

১৮. **গবর্নমেন্টই**- বি.ইং. গবর্নমেন্ট + বাং. ই
গবর্নমেন্ট- বি.সরকার ।[ইং. government] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 326)

১৯. **ম্যাজিস্ট্রেটের**- ইং. ম্যাজিস্ট্রেট + বাং. এর
ম্যাজিস্ট্রেট- বি.নিম্ন আদালতের বিচারক।[ইং. magistrate] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 452) ।

২০. **ইন্ডিয়ায়**- ইং. ইন্ডিয়া + বাং.য়
ইন্ডিয়া- বি. এটি ভারতের ইংরেজি নাম।[ইং. India]।

২১. **ম্যাজিস্ট্রেটগণ**- ইং. ম্যাজিস্ট্রেট + বাং. গণ
ম্যাজিস্ট্রেট- বি.নিম্ন আদালতের বিচারক।[ইং. sagistrate] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 452) ।

২২. **স্পিরিটকে**- ইং. স্পিরিট + বাং. কে
স্পিরিট- বি. মানুষের নৈতিক বা মানসিক দিক।[ইং. spirit] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 747) ।

২৩. **লাট- প্রেমিক–** ইং. লাট + বাং. প্রেমিক
লাট– পূর্বে উল্লেখিত

২৪. প্রেমিক– বি. যে ভালবাসে, অনুরাগী। [সং.] (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৪৫৭]

২৫. লাটের– ইং. লাট + বাং. এর

২৬. **মেমকে**- ইং. মেম + বাং. কে.
মেম– বি. ইউরোপীয় নারী। [ইং. madam > ma'am > মেম]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৫৮৮)

২৭. বিসুবিয়াসের- ইং. বিসুবিয়াস + বাং.এর

২৮. বেয়নেটের– ইং. বেয়নেট + বাং. এর
বেয়নেট– বি. সঙ্গিন। [ইং. bayonet]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 68)।

২৯. সেক্রেটারিরা- ইং. সেক্রেটারি + বাং. রা
সেক্রেটারি- বি. দফতরের কর্মচারীবিশেষ, যিনি চিঠিপত্র আদানপ্রদান করেন, কাগজ সংরক্ষণ করেন, দফতরে কর্মচারী বিশেষের নিয়োগ কিংবা কর্মকর্তাবিশেষের কাজকর্মের ব্যবস্থা করেন। সচিব। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 688) ।

30. goal- এ - বি. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। [ইং.] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 323) ।

৩১. ক্রিশ্চানের- ইং. ক্রিশ্চান + বাং. এর
ক্রিশ্চান - বি. খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। christian এর বাংলা রূপ। [ইং.] (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ১৮৭)
ক্রিশ্চানদের- ইং. ক্রিশ্চান + বাং. দের

৩২. স্টেজে- ইং. স্টেজ + বাং. এ

৩৩. রবারের- ইং. রবার + বাং. এর
রবার- বি. রবার নামক পদার্থ। [ইং. rubber]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 663)

৩৪. আমেরিকার- ইং. আমেরিকা + বাং. র
আমেরিকা- বি. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। [ইং. america] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 26)

৩৫. কাউন্সিলে- ইং. কাউন্সিল + বাং. এ

৩৬. গভর্নমেন্টের- ইং. গভর্নমেন্ট + বাং. এর

৩৭. **আফ্রিকার**- ইং. আফ্রিকা + বাং. র
আফ্রিকা- বি. দেশের নাম। [ইং. Africa]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 16)

৩৮. **সাইবেরিয়ার**- ইং. সাইবেরিয়া + বাং. র
সাইবেরিয়া-বি দেশের নাম। [ইং Siberia]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 713)

৩৯. কালচারের- ইং. কালচার + বাং. এর
কালচার- বি. সংস্কৃতি। [ইং culture]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 182)

৪০. বুরোক্রেসিকে- ইং. বুরোক্রেসি + বাং. কে
বুরোক্রেসি- বি. আমলাতন্ত্র, আমলাদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। [ইং] ।(- , -) ।

৪১. কংগ্রেসের- ইং. কংগ্রেস + বাং. এর
কংগ্রেস- বি. ভারতের রাজনৈতিক দলবিশেষ। [ইং] ।(- , -) ।

৪২. এরোপে-নের- ইং. এরোপে-ন + বাং. এর
এরোপে-ন- বি. বিমান, উড়োজাহাজ।[ইং. aeroplane] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 14) ।

৪৩. **Dreamers** স্বপ্নদর্শী, ভাবুক, কল্পনাবিলাসী ।[ইং] (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 230) ।

৪৪. প্লুটোরই- ইং. প্লুটো + বাং. র + বাং. ই
প্লুটো- বি. সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। [ইং.] ।(- , -)

৪৫. নিকোলায়ের- ইং. নিকোলায় + বাং. এর
নিকোলায়-

৪৬. সাইবেরিয়ায়- ইং. সাইবেরিয়া + বাং. য়
সাইবেরিয়া- বি. প্রায সমগ্র উত্তর এশিযা নিযে গঠিত একটি বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল ।[ইং. siberia]]
পুশকিনের- ইং. পুশকিন + বাং. এর

৪৭. দস্তয়ভস্কির- ইং. দস্তয়ভস্কি + বাং. র

৪৮. সাইক্লোনের- ইং. সাইক্লোন + বাং. র
সাইক্লোন- বি. ঘূর্ণিঝড়। [ইং]।
৪৯. ইকনমিকস-এর ইং. ইকনমিকস + বাং.এর
ইকনমিকস- বি. অর্থনীতি। [ইং]।
৫০. আইডিয়ার- ইং আইডিয়া + বা র
৫১. Love-টাভ ইং + বাং. টাভ
Love- বি. প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা। [ইং] ।
টাভ- (অনুকার, ধন্যাত্মক) লাভ এর সাথে ধ্বনি মিল রেখে টাভ ।
৫২. জেলের- ইং. জেল + বাং. এর
জেল- বি. কারাগার। [ইং. Jail]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 411)

৫৩. জেলে- ইং. জেল + বাং. এ
৫৪. সিগারেটের- ইং. সিগারেট + বাং.এর
সিগারেট- বি. সিগারেট ।[ইং]।
৫৫. পলিটিক্সের- ইং. পলিটিক্স + বাং. এর
পলিটিক্স- বি. রাজনীতি, রাজ্যশাসনবিদ্যা। [ইং.]।
৫৬. ড্রেসের- ইং. ড্রেস + বাং. এর
ড্রেস- বি পোশাক, পরিধেয় বস্ত্র। [ইং.]।
৫৭. কালার-বক্সে ইং কালার-বক্স + বাং. এ
কালার-বক্স- বি রঙের কৌটা।
৫৮. পুলিশের- ইং পুলিশ + বাং এর
৫৯. পলিটিক্সের- ইং পলিটিক্স + বাং. এর
পলিটিক্স- বি. রাজনীতি। [ইং. politics]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 580)
৬০. সিগারেট- ইং সিগারেট + বাং. এর
৬১. উইলও - ইং. উইল. + বাং. ও
উইল- বি. ইস্টিপত্র করে দান করে যাওয়া। (ইং will) (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 895)
৬২. মিডিয়ামের- ইং. মিডিয়াম + বাং. এর।
৬৩. পুলিশের- ইং. পুলিশ + বাং. এর
৬৪. **নিউমার্কেটের**- ইং. নিউমার্কেট + বাং. এর
নিউমার্কেট- proper noun
৬৫. **ফাউলের**- ইং. ফাউল + বাং. এর
ফাউল- বি. নিয়মভঙ্গ করে খেলা বা কাউকে আঘাত করা। [ইং. foul]।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 294) ।
৬৬. ডাক্তারি- ডাক্তার + ই
৬৭. ব্যারিস্টারি- ঐ
৬৮. ফেব্রুয়ারির- ইং ফেব্রুয়ারি + বাং. র
ফেব্রুয়ারি- একটি মাসের নাম।
৬৯. বোমার- ইং বোমা + বাং. র

বোমা- ইং bomb থেকে বোমা

৭০. **কনফারেন্সের**- ইং. কনফারেন্স + বাং. এর
কনফারেন্স- বি. আলোচনাসভা ।[ইং. conference] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 157) ।

৭১. এসেমব্লির- ইং. এসেমব্লি + বাং. এর
এসেমব্লি- বি. সভা, সম্মেলন, সমাবেশ । [ইং. Assembly] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 45) ।

৭২. **কর্পোরেশনের**- ইং. কর্পোরেশন + বাং. এর

৭৩. **মোটরে**- ইং. মোটর + বাং. এ
মোটর- বি. চালকযন্ত্র ।[ইং. motor] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 487)।

৭৪. **ব্যাঙ্কে**- ইং. ব্যাঙ্ক + বাং. এ

৭৫. **অফিসের**- ইং. অফিস + বাং. এর

৭৬. অফিস- বি. দফতর, কার্যালয় ।[ইং. office] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 516) ।

৭৭. **অফিসকে**- ইং. অফিস + বাং. কে

৭৮. **কাপগুলো**- ইং. কাপ + বাং. এ

৭৯. **ক্যাপিটালিস্টরা**- ইং ক্যাপিটালিস্ট + বাং রা
ক্যাপিটালিস্ট- বি. পুঁজিপতি, পুজিবাদী। [ইং capitalist], (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 118)

৮০. **ফুটবলের**- ইং ফুটবল + বাং. এর
ফুটবল- বি. বায়ুভর্তি চামড়া বা প্লাস্টিকের তৈরি গোলাকার বা ডিম্বাকার বল। [ইং football] (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 288)

৮১. **নেশনকে**- ইং নেশন + বাং কে
নেশন- বি. জাতি। [ইং nation] (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 496)

৮২. ব্লাডারের- ইং রাডার + বাং এর
ব্লাডার- বি. রবার বা অনুরূপ বস্তুনির্মিত ব্যাগ যা বাতাসের সাহায্যে ফোলানো যায়।[ইং bladder] (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 83)

৮৩. ফুটবলের

৮৪. **বাজেটে**- ইং. বাজেট + বাং. এ
বাজেট- বি.বাজেট ।কোনো বাংলা পরিভাষা নেই ।[ইং. budget] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 105) ।

৮৫. পিস্তলের- ইং. পিস্তল + বাং. এর

৮৬. গবর্নমেন্টের- ইং. গবর্নমেন্ট + বাং. এর

৮৭. ব্যাংকের- ইং. ব্যাংক + বাং. এর
ব্যাংক- বি. ব্যাংক [ইং bank]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 61)।

৮৮. ফোর্সের- ইং ফোর্স + বাং এর

ফোর্স- বি সশস্ত্র বা সুশৃঙ্খল বাহিনী ।[ইং force] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 289) ।

৮৯. **মিক্স্চারের- ইং মিক্স্চার + বাং এর**

মিক্স্চার- বি মিশ্রণ ।[ইং mixture] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 479)

৯০. **পাউচের-** ইং পাউচ + বাং এর

পাউচ- বি. কোমরবন্ধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখার ছোট থলে। [ইং pouch]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 588)।

৯১. কর্পোরেশনের- ইং কর্পোরেশন + বাং. এর

কর্পোরেশন- বি. পৌরসভা ।[ইং. Corporation] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 170) ।

৯২. কনফারেন্সে- ইং. কনফারেন্স + বাং. এ

কনফারেন্স- বি. আলোচনাসভা, মন্ত্রণা, মতবিনিময় ।[ইং. conference] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 157) ।

৯৩. ফ্রেমে-ইং ফ্রেম + বাং এ

৯৪. ইউনিভার্সিটির- ইং. ইউনিভার্সিটি + বাং.র

ইউনিভার্সিটি- বি. বিশ্ববিদ্যালয় ।[ইং. university] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 853) ।

৯৫. প্রসপেক্টের- ইং. প্রসপেক্ট + বাং. এর

প্রসপেক্ট- বি. কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশিত কোনো কিছু, আশা, সম্ভাবনা ।[ইং. prospect] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 609)।

৯৬. টাইটেলের- ইং. টাইটেল + বাং. এর

টাইটেল- বি.নাম, শিরোনাম ।[ইং. title] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 822)|মাদ্রাসার টাইটেল কিনা টেক্সট পড়ে দেখতে হবে।

৯৭. টেলের- ইং. টেল + বাং. এর

টেল- বি. লেজ,লেজুড়, পুচ্ছ ।[ইং. tail] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 799) ।

৯৮. আর্টে- ইং. আর্ট + বাং. এ

আর্ট- বি. মূতরূপে সুন্দরের সৃজন বা প্রকাশ ।[ইং. art] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 41) ।

৯৯. কালচারের- ইং. কালচার + বাং. এর

কালচার- বি সংস্কৃতি, কৃষ্টি ।[ইং. culture] ।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 525)

১০০. পলিটিক্সের- ইং. পলিটিক্স + বাং. এর

পলিটিক্স- বি. রাজনীতি, রাজ্যশাসনবিদ্যা। [ইং. politics]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 580)।

ইংরেজি + ইংরেজি + বাংলা

১. ভয়েসের- ইং. ভয়েস + বাং. এর

ভয়েস- বি. কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, কণ্ঠস্বর, গলা। [ইং. voice]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 870)।

২. নেশনের- ইং. নেশন + বা. এর
নেশন- বি. একটি বিশেষ ভূখণ্ডে বসবাসকারী সাধারণত এক ভাষাভাষী এবং একটি রাজনৈতিক চারিত্রবা আশা-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট বৃহৎ জনগোষ্ঠী, জাতি। [ইং. nation]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 496)।

৩. টর্চ-লাইটই- ইং. টর্চ-লাইট + বাং. ই

৪. কেরোসিনের- ইং. কেরোসিন + বাং. এর
কেরোসিন- বি. পেট্রোল বা কয়লা থেকে উৎপন্ন তেল। [ইং. kerosene]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 419)।

৫. হোটেল- ইং হোটেল + বাং. এ
হোটেল- বি. হোটেল, উত্তরণখানা। [ইং hotel]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 367)

৬. টবের- ইং. টব + বাং. এর
টব- বি. গাছ লাগানোর কাজে ব্যবহৃত গোলাকার পাত্র। [ইং tub]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 837

৭. কোম্পানির- ইং. কোম্পানি + বাং.র
কোম্পানি- বি. বণিকসজ্ঞ। [ইং. company]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 153)।

৮. রেকর্ডে- ইং. রেকর্ড + বাং. এ
রেকর্ড- বি. তথ্য, ঘটনা, ইত্যাদির লিখিত বিবরণ,লেখ্যপ্রমাণ। [ইং. record]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 635)।

৯. ইউনিভার্সিটির- ইং. ইউনিভার্সিটি + বাং.র
ইউনিভার্সিটি-বি. বিশ্ববিদ্যালয়। [ইং. university]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 853)।

১০. ক্লাসে- ইং. ক্লাস + বাং. এ
ক্লাস- বি. কবি শ্রেণি, পদমর্যাদার মান। [ইং. class]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 141)।

১১. হেড মাস্টারের- ইং. হেড মাস্টার + বাং. এর
হেড মাস্টার- বি. স্কুলের প্রধান শিক্ষক।[ইং. Head master]।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 347) ।

১২. কনফারেন্সে- ইং. কনফারেন্স + বাং. এ
কনফারেন্স- বি. আলোচনাসভা, মন্ত্রণা।[ইং. conference]।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 157) ।

১৩. 'ফোর্সের'- ইং. ফোর্স + বাং. এর
ফোর্স- বি. বল, শক্তি, জোর। [ইং.force]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 289)

১৪. লিডারের- ইং. লিডার+ বাং. এর
লিডার- বি. নায়ক, নেতা, দলপতি, সর্দার। [ইং. leader]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 429)।

১৫. ইউনিভার্সের- ইং ইউনিভার্স + বাং. এর
ইউনিভার্স- বি. মহাবিশ্বে। [ইং. universe]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 853)

১৬. ইউনিভার্সিটির- ইং ইউনিভার্সিটি + বাং. র
ইউনিভার্সিটি- বি. বিশ্ববিদ্যালয়। [ইং university]। E(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 853।

১৭. Existence-কে-- ইং. Existence + বাং. কে
Existence- বি. অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 257) ।

১৮. 'মিস্ট্রি'র- ইং. মিস্ট্রি + বাং. কে
বি. রহস্য, রহস্যময় ব্যাপার। [ইং. mystery]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 494)।

১৯. টনসিলের- ইং. টনসিল + বাং. এর

২০. ব্যাঙ্কে- ইং. ব্যাংক + বা. এ
ব্যাংক- বি. ব্যাংক।[ইং. bank]।(Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 61) ।

২১. Brain -এর ইং Brain + বাং এর
Brain -বি মাথার ঘিলু বা মগজ। স্নায়ুকেন্দ্র। [ইং] (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 07)

২২. Culture -এ ইং Culture + বাং এ
Culture -কে ইং Culture + বাং কে

২৩. x-ray-রবি.x-ray + বাং. র
x-ray- বি. রঞ্জনরশ্মি, রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 911) ।

২৪. proportion-এর ইং. proportion + বাং. এর
proportion- বি. অনুপাত, সমানুপাত। [ইং.]। (Bangla Academy English-Bangla Dictionary, page- 608)।

<u>হিন্দি + বাংলাঃ</u>

১. **সোলার**- হি. সোলা + বাং. র
সোলা- বি. জলজ উদ্ভিদ বিশেষ, উহার হাল্কা ও নরম কাষ্ঠ। [হি.]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৬৯৯)।

২. **ফেরে**- উ. ফের + বাং. এ
ফের- ক্রি. বিণ. পুনরায়, আবার।[উ. ফির]।(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃঃ ২৪৫)।
ফেরে- বি.ঝঞ্ঝাট। [হি. ফের, pher] ।ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃঃ ৬১৯) ।
অভিধান থেকে বোঝা যায়, ফেরেমে পড়না যদি ঝঞ্ঝাটে পড়া হয়, তাহলে ফেরেমে মানে ঝঞ্ঝাটে, ফেরে মানে ঝঞ্ঝাট।

৩. কলিজার- হি. / তু. কলিজা + বাং. র

কলিজা- বি.বুক, সাহস। [হি. কলেজা, kaleja] ।(ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃঃ ১৬৯) । [হি. মতান্তরে তু.] ।(নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃঃ ১৫৮)।

৪. **পঞ্চায়েতের**- হি. পঞ্চায়েৎ + বাং. এর

৫. **গদির**- হি. **গদি** + বাং. এর
গদি- বি তুলা, নারকেল ছোবড়া প্রভৃতি দিয়ে তৈরি কোমল আসন বা শয্যা ।রাজা বাদশাহ পীর প্রভৃতি প্রভাবশালী লোকের আসন বা পদ ।[হি গদ্দী] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উন্দু শব্দের অভিধান, পৃঃ ১০৭) ।

হিন্দি + বাংলাঃ

১. সাচ্চাই- হি.সাচ্চা + বাং. ই
বি. সত্য, অকৃত্রিম ।[হি. সাচ্চা] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃঃ ৩১৯) ।
সাচ্চাই- বি. (অভিধানে সচ্চাঈ) সত্যতা, যথার্থতা। [হি. সচ্চাঈ, sachchai] ।(ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃঃ ৯৪৬) ।

হিন্দি + হিন্দিঃ

১. **মজাসে**- হি. মজা + হি. সে (হিন্দি প্রত্যয়)
মজা- বি. মজা, আনন্দ। [হি. মজা, maza] ।ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃঃ ৭১৭) ।
সে- হিন্দি প্রত্যয়

২. ফেরিওয়ালি- হি. ফেরি + হি. ওয়ালি
ফেরি- বি. পথে পথে ঘুরে ফিরে পণ্য বিক্রয়। [হি. ফেরি]।
ওয়ালি- স্ত্রীবাচক হিন্দি প্রত্যয়।

সংস্কৃত + হিন্দি :

১. **তুবড়িবাজি- সং. তুবড়ি + হি. বাজি**
তুবড়ি- বি. আতশবাজি বিশেষ। [সং]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৩১০)
বাজি- হিন্দি প্রত্যয়।

হিন্দি + সংস্কৃত :

১. **পঞ্চায়েতগণ**- হি. পঞ্চায়েৎ + সং. গণ

গুজরাটি + বাংলাঃ

১. **হরতালের**- গু. হরতাল + বাং. এর
হরতাল– বি.ধর্মঘট, বিক্ষোভ-প্রদর্শন বা অন্যায় কাজের প্রতিবাদস্বরূপ দোকান-পাট, অফিস আদালত বন্ধ রাখা ।[গু.]। (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃঃ ৭৩৮)।

ফারসি + ফারসি

১. **দোকানদার**– ফা. দোকান + ফা. দার

দোকানদার– বি. দোকানের মালিক, পণ্য বিক্রেতা। [ফা. দুকান + ফা. দার] (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ১৯৯)

২. **খরিদ্দার**– বি. ক্রেতা। [ফা. খরীদ + ফা. দার]। (বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৮৪)

ফারসি + সংস্কৃত:

১. **চাকরিজীবী**- ফা. চাকরি + সং জীবী।
চাকরি– বি. পেশা [চাকরী]। (বাঙলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ, পৃ: ১১৯)
জীবী– বি. জীবিকা নির্বাহকারী। [সং.]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ২৬৫)

ইংরেজি + ফারসি:

১. **লাটগিরি**– ইং. লাট + ফা. গিরি
লাট– পূর্বে উল্লেখিত
গিরি– বি. আচরণ বৃত্তি ইত্যাদি বোধক প্রত্যয় বিশেষ। [ফা. গিরি] (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ১৯৯)

পর্তুগিজ + বাংলা:

১. ইংরেজের– প. ইংরেজ + বাং. এর
ইংরাজের– পূর্বে উল্লেখিত।

২. গির্জার- প. গির্জা + বাং. র

৩. **নিলামে**- প. নিলাম + বাং. এ
নিলাম- বি. সমবেত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদামে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয়। [প. leilao]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৩৮৫)

৪. **ফরাসির**-প. ফরাসি + বাং. র
ফরাসি- বি. ফ্রান্সের অধিবাসী বা ভাষা। [প. Francez]। (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ: ৪৬০)।

৫. পাদরির- প. পাদরি + বাং. ও

৬. কুপনে- প. কুপন + বাং. এ
কুপন- বি. মানি অর্ডার ফর্মের যে অংশে প্রেরক প্রাপকের নিকট পত্রাদি লিখতে পারে। [coupon]। সংসদ- ১৫৭।

চিনা + বাংলা :

১. **চায়ের**- চি. চা + বাং. এর
চা- বি. একপ্রকার পানীয়। [চি. চা]।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উন্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ৭২)

উর্দু + বাংলা:

১. উর্দির- উ. উর্দি + বাং. র
উর্দি- বি. নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক।[উ. বর্দি] ।(বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃ: ২৭)।
উর্দি- বি. নির্দিষ্ট পোষাক। [হি., vardi]।(ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী, পৃ: ৮৭১)।

আরবি + হিন্দিঃ

১. বগল-মে আ. বগল + হি. মে
বগল- বি. কাখতলি, বাহুমূলের নিচের অংশ ।নিকট, সামীপ্য ।[আ.]। (নজরুল-শব্দপঞ্জি, পৃঃ ৫৫৬)।
মে- হিন্দি প্রত্যয়।

আরবি + ফারসিঃ

১. আর্জি- বি. লিখিত দরখাস্ত। আবেদন, আবেদনপত্র ।প্রার্থনা। [আ. আরজ + ফা. ই]। (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, পৃঃ ১৪)।

তুর্কি + বাংলাঃ

১. বাবুর্চির- তু.বাবুর্চি + বাং. র
বি. পাচক। মুসলমান পাচক। [তু. বাবুরচী] ।(বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, পৃঃ ২৫৭) ।

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন

পুনরাবৃত্তি (Reduplication) : পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন সংযোজন প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম উপায়। নিম্নে এ প্রক্রিয়ায় গঠিত নজরুল কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু শব্দের উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো:

ক) একই শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেঃ জেলায় জেলায় (আধিক্য অর্থে), মহকুমায় মহকুমায় (আধিক্য অর্থে), কাগজে কাগজে (আধিক্য অর্থে) হাওয়ায় হাওয়ায় (আধিক্য অর্থে), 'হাজির' 'হাজির' (আগ্রহ প্রকাশক অর্থে), 'কওম' 'কওম' (আগ্রহ প্রকাশক অর্থে), নফসি নফসি (তীব্রতা প্রকাশক অর্থে), বারেবারে (পৌণ পুনিকতা অর্থে)।

খ) এক শব্দের সঙ্গে সমার্থক অন্য একটি শব্দ যোগ করে: আপিস-তাপিস- অফিস > আপিস + তাপিস।

গ) অনুকার বা বিকারজাত শব্দঃ Love-টাভ

বিয়োজন প্রক্রিয়া (Subtractive Process) : শব্দের অংশবিশেষ নিয়ে অর্থাৎ কোনো শব্দ থেকে বর্ণ বা ধ্বনি বাদ দিয়ে যে প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় তাকে বলে বিয়োজন প্রক্রিয়া। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) খণ্ডিত শব্দ (Clipped word) : শব্দের কোনো একটি অংশ বাদ দিয়ে পুরো শব্দের অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় খণ্ডিত শব্দ। নিম্নে এ প্রক্রিয়ায় গঠিত নজরুল কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু শব্দের উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো:

১। রেলগাড়ি > রেল

২। ট্রাম কার > ট্রাম

৩। মোটর কার > মোটর

৪। তাজমহল > তাজ

খ) Acronym: যে প্রক্রিয়ায় শব্দের প্রথম বা উল্লেখযোগ্য বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠিত হয় তাকে বলে Acronym । এটি দুই প্রকার-

১। Word Acronnymy

২। Spelling Acronnymy

নজরুল শুধু মাত্র Spelling Acronnymy -র একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন: B.A.

অর্থ পরিবর্তনের মধ্যে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ-

১। অর্থের সাধারণীকরণ **(**Generification of Meaning **)**

২। পদগত শ্রেণি পরিবর্তন **(**Category Change**)**

১। অর্থের সাধারণীকরণ: কোন শব্দের অর্থ যখন সাধারণ ভাবে জনগন পরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করে এবং সবাই সে অর্থ বোঝে ও প্রকাশ করে। যেমন: টিন অর্থ এক প্রকার ধাতু, কিন্তু এখন বোঝায় টিন দিয়ে তৈরী একটি কৌটা বা পাত্র কে। নজরুলও টিনকে পাত্র অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

২। পদগত শ্রেণি পরিবর্তন: শব্দের এক পদ থেকে অন্য পদে রূপান্তর করাকে পদগত শ্রেণি পরিবর্তন বলে।

যেমন: লাল (বিশেষ্য) > লালচে (বিশেষণ)।

নজরুল নিজে এমন একটি পদ পরিবর্তন করেছেন, তা হলো-

বলশেভিক (বিশেষণ) > বলশেভিকি (বিশেষ্য)।

অর্থগত পরিবর্তন : সময়ের সাথে সাথে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আবার একই সময়ে একটি শব্দের অর্থ তার শাব্দিক অর্থ ছাড়াও বিশেষ অর্থপ্রকাশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক) বিশেষ অর্থে প্রয়োগঃ নজরুল এরকমই কিছু শব্দ বিশেষ অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করেছেন। এখানে তা উপস্থাপন করা হলো:

১। জান- জান শব্দটির শাব্দিক অর্থ জীবন, কিন্তু নজরুল জান বলতে প্রাণবন্ততাকে বুঝিয়েছেন।

২। যাদু- যাদু শব্দটির শাব্দিক অর্থ মায়া, ইন্দ্রজাল। কিন্তু নজরুল এখানে মায়ের মুখের স্নেহের ডাক হিসাবে ববহার করেছেন।

৩। মোর্দা- শাব্দিক অর্থ মৃতদেহ এখানে নজরুল প্রাণশক্তিহীন, নির্জীব অর্থে ব্যবহার করেছেন।

৪। সাদা- সাদা অর্থ শ্বেত বর্ণ। কিন্তু নজরুল সাদা অর্থে শ্বেতাঙ্গ বিশেষ করে ইরেজকে বুঝিয়েছেন।

খ) অর্থ পরিবর্তনঃ

১। আমলা- আমলা শব্দের শাব্দিক অর্থ বেতনভোগী কর্মচারী। কিন্তু অর্থ পরিবর্তিত হয়ে এর নতুন অর্থ দাঁড়িয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী । এখানে অর্থের উন্নতি ঘটেছে।

২। খুন- ফারসি খুন অর্থ রক্ত, বাংলা অর্থ হত্যা। নজরুল খুনকে রক্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন।

৩। সাহেব- সাহেবের অর্থ জনাব। কিন্তু অর্থ পরিবর্তিত হয়ে সাহেবের নতুন অর্থ হয়েছে- ইংরেজ।

সাদৃশ্যজাত শব্দঃ এক শব্দের সাদৃশ্যে বা অনুকরণে গঠিত নতুন শব্দকে সাদৃশ্যজাত শব্দ বলে। নজরুল বিদেশী শব্দ দিয়ে কিছু সাদৃশ্য জাত শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন:

১। হারামজাদার সাদৃশ্যে নজরুল তৈরি করেছেন- হালালজাদা।

২। ভাঙিল এর সাদৃশ্যে নজরুল তৈরি করেছেন- টুটিল। হিন্দি টুটা থেকে তিনি এ শব্দ তৈরি করেন।

৩। তেলামখানা- এর অর্থ তদ্বির বা তোষামোদের জায়গা। গোলামখানার সাদৃশ্য জাত শব্দ এটি।

৪। পুরুত্ব, ঘনত্ব এসব শব্দের অনুকরণে নজরুল তৈরি করেছেন মুসলমানত্ব, ইসলামত্ব, মোল্লাত্ব।

৫। হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান- এ সব শব্দের অনুকরণে নজরুল তৈরি করেছেন দাড়ি-স্তান।

ট্যাবু : নজরুল কিছু ট্যাবু শব্দ ব্যবহার করেছেন- নিগার, মোচলমান, মেদা-মারা।

বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : বিদেশী উৎস থেকে পাওয়া শব্দগুলো বাংলা বাক্যের গঠন প্রণালী মেনে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্য তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আমরা পাইনি। তবে নজরুলের প্রবন্ধে বুলি পরিবর্তনের বেশ কিছু পাওয়া যায়।

বুলি পরিবর্তন: নজরুল তার প্রবন্ধে বেশ কয়েক বার বুলি পরিবর্তন করেছেন। এখানে *কালা আদমিকে গুলি মারা* প্রবন্ধ থেকে বুলি পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

> একবার এক সাহেবের গুলির চোটে আমাদের স্বগোত্র এক কালা আদমি মারা যায়, তাহাতে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কৌন্ মারা গিয়াঃ একজন আসিয়া বলিল একে দেহাতি আদমি হুজুর! সাহেব দিব্যি পা ফাঁক করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওঃ হাম সমঝা থা, কোই আডমি'!

তথ্যনির্দেশ:

১। হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১২), পৃ: ১২১

২। Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *Perso- Arabic Elements in Bengali* (Dhaka, Bangla Academy, First Repreint, 2002).

উপসংহার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিদেশী শব্দ প্রবেশের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানে যতটা সমৃদ্ধ, জন্মলগ্নে ততটা ছিল না। আজকের বাংলা ভাষার এ শক্তিশালী অবস্থানে আসার পেছনে রয়েছে বহু বিদেশী ভাষার অবদান । বাংলায় বিদেশীদের আগমনের পর থেকেই বাংলা ভাষায় তাদের ভাষা থেকে শব্দগ্রহণ শুরু হয়ে যায় ও সাহিত্যে প্রযুক্ত হতে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে সমুদ্রপথে আরব থেকে অসংখ্য সুফি-সাধক ও বণিকদের আগমনের ফলে আরবি এবং প্রায় ছয়শ বছর মুসলিম শাসনের সময় রাজভাষা ফারসি হওয়ার কারণে ফারসি তো বটেই, সেই সাথে ফারসির মধ্য দিয়ে আরবি ও তুর্কি শব্দেরও ব্যাপক প্রবেশ ঘটে । আরবি ভাষায় রচিত আল-কোরআন ও আল-হাদিস ছিল মুসলিম শাসনে আইনের প্রধান উৎস। ফলে আরবি ও ফারসি দুটি ভাষাই এদেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। রাষ্ট্রীয় কারণ ছাড়াও মোট বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মুসলিম হওয়ায় ধর্মীয় কারণে আরবিচর্চা ছিল খুবই স্বাভাবিক। ফলে ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত অনেক আরবি শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান করে নিয়েছে। মুসলিম শাসনামলের অধিকাংশ শাসকই ছিলেন তুর্কি মুসলমান যাদের ধর্মীয় ভাষা আরবি, রাজনৈতিক ভাষা ফারসি আর মাতৃভাষা তুর্কি। তাঁরা আরব ও ইরানের বণিক, ধর্মপ্রচারক, আলেম-ওলামা ও সুফি-সাধকগণের আরবি-ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি-ফারসি ভাষা হয়ে ওঠে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন। এভাবে শাসকের ভাষার প্রভাব শাসিতের ভাষায় পড়তে থাকে, যার প্রমাণ সৈয়দ সুলতান, শাহ মোহাম্মদ সগীর, সৈয়দ হামজা প্রমুখ কবি-রচিত আরবি-ফারসি মিশ্রিত কাব্য। তাঁরা ভাষার সঙ্গতি রক্ষার্থে এবং কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়োজনে যথাস্থানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেন । মুসলিম কবিগণ পুঁথি সাহিত্য রচনা করেন ও বেশ কিছু আরবি-ফারসি কাব্য অনুবাদ করেন। মধ্যযুগে ইসলামি শরিয়ত, ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্ব, সুফিবাদ, মুসলিম প্রণয়োপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্যনির্ভর বহু কাব্য রচিত হয়। মধ্যযুগে এমন কোনো মুসলিম কবি পাওয়া যায় না যিনি তাঁর কাব্যে সচেতনভাবে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেননি। মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণের পাশাপাশি হিন্দু কবিরাও তাঁদের কাব্যে বাংলার পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অন্যতম। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে আসেন। একে একে পর্তুগিজ শাসনকর্তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ শাসন করতে থাকে। এদের প্রভাব বাংলায় এত বেশি পড়েছিল যে ইংরেজরা এ দেশে আসার আগে অনেকেই পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলতে পারতো। ফলে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত অনেক পর্তুগিজ শব্দ বাংলায় মিশে গেছে। এরপর ইংরেজও ভারতে এসেছে বণিকের বেশে, শেষ পর্যন্ত বসেছে চালকের আসনে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করার সময় ইংরেজি ছিল দাপ্তরিক ভাষা। বাঙালিরা ইংরেজদের চাকরি পাওয়ার আশায় ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করে। ফলে প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে তখন থেকেই গৃহীত হয়ে যায়। এছাড়াও বাণিজ্যিক সূত্রে ফরাশি ও

ওলন্দাজরাও এদেশে পদার্পণ করেছিল । তাদের থেকেও অল্প-বিস্তর শব্দ বাংলা গ্রহণ করেছে। এভাবে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা শব্দভাণ্ডারে উপরিউক্ত বিদেশী ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে ।

আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলাম আরবি-ফারসিসহ অন্যান্য বিদেশী ভাষার শব্দ অসাধারণ দক্ষতায় প্রয়োগ করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তিনি বাংলার সাথে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে করেছেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত, আর সেই সাথে বাংলা ভাষাকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি, হিন্দি, ইংরেজি, ফরাশি, রুশ ও চিনা শব্দ অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নজরুলের হাতে আরবি-ফারসিসহ অন্যান্য বিদেশী শব্দের ব্যবহার বিপুল ব্যঞ্জনা ও গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে । তাঁর রচনার একটি অন্যতম লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিদেশী শব্দের ব্যবহার । কবিতার পরই নজরুল-চেতনার প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে । বিষয় বৈচিত্রে ও জীবনঘনিষ্ঠ বক্তব্যে তাঁর বিদেশী শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে । প্রত্যেক বাংলাভাষী এবং বিশেষ করে নজরুল-অনুরাগীদের এ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন । আর এ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই 'নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার : একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ' শিরনামায় বর্তমান গবেষণার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার পর নজরুল সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন যদিও সাংবাদিকতায় তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না । সম্পাদকের কলম হাতে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন । এ সময় লেখা সম্পাদকীয়গুলোই তাঁর প্রবন্ধ হিসেবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় । ১৯২২ সালে প্রকাশিত *যুগবাণী*র প্রবন্ধসমূহে তিনি ব্রিটিশ সরকারের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানান । মানুষের ভেতরকার সদ্‌গুণের উদ্বোধন, সমাজ ও জাতির জাগরণ ও স্বাধীনতার জয় ঘোষিত হয়েছে এই গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে । *দুর্দিনের যাত্রী* গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে বিশ শতকের বিশের দশকে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ইতিহাস। এখানে তিনি বিপ্লববাদী আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সমর্থন করেছেন । তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের ঘোর বিরোধী । তাই তিনি যুবসম্প্রদায়কে দেশের স্বাধীনতা আদায়ে প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন । *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তা। স্বদেশপ্রেমকে নজরুল জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । দেশমাতার অপমানে তাঁর হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে উঠত। দেশের পরাধীনতার জন্য দায়ীদের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল

ঘৃণা। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য কলমই হয়ে ওঠে তাঁর অস্ত্র । জেলবন্দী অবস্থায় তিনি লেখেন *রাজবন্দীর জবানবন্দী* । এর মূল বক্তব্য হলো সত্য ও ন্যায়-চেতনা । এখানে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্টভাষায় অন্যায়কারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । *চানাচুর*- এ প্রকাশিত লেখাগুলো হাস্যরসাত্মক হলেও এর মধ্য দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে । প্রবন্ধগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও এগুলোতে প্রতিফলিত নজরুলের সমকালীন চিন্তা ও ভাষিক সৌকর্য প্রবন্ধগুলোকে অনন্য করে তুলেছে ।

বাংলা সাহিত্যের যেসব কবি-সাহিত্যিক বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন নজরুল তাঁদের অন্যতম । বিশেষ করে এত অল্প বয়সে তাঁর মতো জনপ্রিয় লেখকের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই বললেই চলে। সঙ্গত কারণেই তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতির কাছ থেকে সংবর্ধনা পেয়েছেন । এসব সংবর্ধনা সভায় তিনি বক্তব্যও রেখেছেন । এ বক্তব্যগুলোই তাঁর অভিভাষণ হিসেবে পরিচিত । দেশ ও দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য যা করা প্রয়োজন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তারই সাবলীল প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর অভিভাষণগুলোতে। বিশেষত, মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম-সমাজকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন তিনি । তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সত্য ও সুন্দরকে তিনি সবচেয়ে পবিত্র বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর অভিভাষণগুলোতে এর প্রমাণ মেলে। তারুণ্যের অদম্য শক্তিই পারে সকল বাঁধা-বিঘ্ন-জরা অতিক্রম করতে। তাই তিনি তাঁর অভিভাষণগুলোতে গেয়েছেন তারুণ্যের জয়গান ।

নজরুল তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধসমূহে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকেই কেবল নিজস্ব শিল্প-সচেতনতায় এবং সৃজনী কৌশলে নবরূপে ব্যবহারই করেননি; বরং বাংলা ভাষায় ঠাঁই করে নেওয়া বিপুল সংখ্যক আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, পর্তুগিজ, ফরাশি, রুশ, ইংরেজি প্রভৃতি শব্দবলি বিরল নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহার করে বক্তব্যকে করেছেন উৎকর্ষমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও স্বতন্ত্র । তিনি ছিলেন ভাষা-সচেতন শিল্পী । বিদেশী শব্দ ব্যবহার ও বিদেশী শব্দ দিয়ে নতুন শব্দ গঠন- সর্বোপরি আরবি-ফারসি-হিন্দি-ইংরেজি শব্দের প্রাচুর্য বিদেশী ভাষা সম্পর্কে তাঁর অপার জ্ঞানের পরিচয় বহন করে । তাঁর বিদেশী শব্দ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগ-কৌশল কৃত্রিমতা বর্জিত ।

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধ পাঠে দেখা যায় মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসিই শুধু নয়, অনেক অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ, হিন্দি-উর্দু ও ইংরেজিসহ আরও বেশ কিছু বিদেশী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন । ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল । মক্তবে পড়ার এবং পড়ানোর সুবাদে তিনি আরবি-ফারসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন । তাছাড়া চাচা বজলে করিমের কাছে তিনি আরবি-ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেছিলেন । এরপর সৈনিক হিসেবে যোগদান করে করাচি সেনানিবাসে ফারসি কবি ওমর খৈয়াম, হাফিজ প্রমুখের রচনা পাঠ করে আরবি-ফারসি ভাষার শব্দের সাথে আরও

পরিচিত হয়ে ওঠেন । স্কুলে পড়ার সময় তিনি ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নের পাশাপাশি এক ইংরেজ পাদরির কাছেও ইংরেজি শেখেন। তাছাড়া নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন তৎকালীন ঔপনিবেশিক বহুভাষিক সমাজে, যে সমাজের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ইংরেজি। তাই ইংরেজিতে তাঁর দখল থাকা স্বাভাবিক । নজরুলের জন্মস্থান আসানসোল বিহার-ঘেঁষা পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল । ফলে বিহারে প্রচলিত হিন্দি ভাষার যে সকল শব্দ আসানসোলের আঞ্চলিক বাংলায় প্রচলিত ছিল, সেগুলোর সঙ্গেও তিনি বাল্যকাল থেকেই পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিন্দি জানতেন সহজাতভাবেই । পরবর্তী জীবনে তিনি হিন্দি-উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । এভাবে নজরুল বহু বিদেশী ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং সেগুলোর সাবলীল স্ফূরণ ঘটে তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধসমূহে ।

নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধসমূহে বিদেশী ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলো তিনভাবে এসেছে-

এক. মুক্ত রূপমূল (Free Morpheme বা শব্দ) হিসেবে;

দুই. বদ্ধ রূপমূল (Bound Morpheme বা প্রত্যয় / উপসর্গ) হিসেবে;

তিন. যৌগিক শব্দ শব্দ হিসেবে ।

এক. মুক্ত রূপমূল (Free Morpheme বা শব্দ) হিসেবে বর্তমান গবেষণায় আমরা মোট ৮৬৩টি শব্দ পেয়েছি। তাঁর বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলাম, খোদা, মুসলমান, আসমান, জমিন, আজাদি, গোলাম, ময়দান, জান, বেহেশত, জাহান্নাম, আইন, খুন, গর্দান, সাহেব, হুকুম, হুজুর, নাম, নেটিভ, লর্ড, কালচার, জেল, পলিটিক্স, ভোট, লিডার ইত্যাদি।

কোন ভাষার কয়টি শব্দ বা মুক্ত রূপমূল ব্যবহৃত হয়েছে, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো-

ভাষা	মুক্ত রূপমূলের সংখ্যা	হার (%)
ইংরেজি	৩৭৬	৪৩. ৫০%
আরবি	২৩৪	২৭. ৩৪%
ফারসি	১৬০	১৮. ৫০%
হিন্দি/উর্দু	৮৩	৯. ৬০%
তুর্কি	৬	০. ৬৮%
পর্তুগিজ	৩	০.৩০%
ফরাশি	১	০. ১১%

দুই. বদ্ধ রূপমূল (Bound Morpheme) বা প্রত্যয় / উপসর্গযোগে নজরুল প্রচুর বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন।

উপসর্গযোগে- খোদকার, বদনাম, বেনামি ইত্যাদি ।

প্রত্যয়যোগে- কশাইখানা, দেনাদার, ফতোয়াবাজ, কতলগাহ, শহীদান ইত্যাদি ।

তিন. এক বা একাধিক শব্দের মিশ্রণে সৃষ্ট শব্দগুলোকে বলে যৌগিক শব্দ । এই প্রক্রিয়ায় শব্দগঠনে নজরুল শুধু একটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। দেশী-বিদেশী ভাষার শব্দ মিলে মিশ্র শব্দ তৈরি করেছেন তিনি । যেমন: কলিজা-মথিত, কশাই-শক্তি, মোল্লা-পুরুত, খুন-মাখানো, তেলামখানা, নিত্য-আজাদ, মেদা-মারা, শরম-রাঙা, খুন-ধারা, রেকাবি-ভরা, ব্রেন-সেন্টার, লীগ-কর্মী, প্রলয়-সাইক্লোন, লাট- মসনদ ইত্যাদি ।

দুটি মুক্ত রূপমূলযোগে গঠিত যৌগিক শব্দ যে যে ভাষা নিয়ে গঠিত হয়েছে, সেই ভাষাগুলোর এবং সেগুলোর সংখ্যা নিচের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো-

ভাষা	মুক্ত রূপমূলের সংখ্যা
আরবি + আরবি	১৬
আরবি + ফারসি	১১
ফারসি + ফারসি	১৬
ফারসি + আরবি	১৪
ইংরেজি + ইংরেজি	৬
আরবি + ফারসি	১১
ফারসি + বাংলা	১০
সংস্কৃত + ফারসি	৭
অন্যান্য	৭৩

এছাড়াও,

- তিনটি মুক্ত/বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে গঠিত যৌগিক শব্দ পাওয়া যায় মোট ১২৭ টি ।
- চারটি মুক্ত/বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে গঠিত যৌগিক শব্দ পাওয়া যায় মোট ১১ টি ।
- ছয়টি মুক্ত/বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে গঠিত যৌগিক শব্দ পাওয়া যায় ১ টি ।

একটি মুক্ত ও একটি বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে গঠিত যৌগিক শব্দ কোন ভাষায় কয়টি পাওয়া যায় তা নিচের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো-

ভাষা	মুক্ত রূপমূলের সংখ্যা
ফারসি + বাংলা	১০৫
ইংরেজি + বাংলা	১০০
আরবি + আরবি	১৬
হিন্দি + বাংলা	৫
আরবি + বাংলা	৩
অন্যান্য	৩৪

লেখায় কিছু বিদেশী শব্দ বসিয়ে দিলেই তাতে লেখার মানোন্নয়ন ঘটে না । আরবি-ফারসি-ইংরেজি ভাষা এবং এগুলোর শব্দসম্ভার সম্পর্কে নজরুলের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে তাঁর পক্ষে কালোত্তীর্ণ লেখা সম্ভব হতো না। নজরুল ফারসি সাহিত্যের চর্চা করতেন, আরবি ও ইংরেজিও ভালো জানতেন। তাই ঐ সব ভাষা থেকে শব্দ ব্যবহার ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি। প্রতিটি শব্দচয়নে সেই শব্দ সম্পর্কে লেখকের নিঁখুত জ্ঞান প্রয়োজন, নয়তো প্রযুক্ত শব্দটি শ্রুতিমাধুর্য হারায়। নজরুলের একটি বড় গুণ ছিল এই যে তিনি ছিলেন সকল ছুৎমার্গের ঊর্ধে। তাই ইসলামি ঐতিহ্যের বাহক আরব-পারস্যের সাহিত্য পাঠ করে আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে তিনি যেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন, তেমনই ছিলেন ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে সমান আগ্রহী। সবকটি ভাষা থেকেই তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন ।

যে কোনো ভাষায় কোমল, কঠোর, হালকা, গভীর, রুক্ষ, স্নিগ্ধ ইত্যাদি নানা রকম শব্দ লক্ষ করা যায়। নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলো ছিল কালোপযোগী । অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্মমতা, পাশবিকতা, শোষণ, শাসন- এসবের তীব্রতা যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে তিনি শত্রুর পরিবর্তে দুশমন, ঘাতকের পরিবর্তে জল্লাদ, নরকের পরিবর্তে জাহান্নাম ও দোজখ, উৎপীড়কের পরিবর্তে জালিম, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পরিবর্তে স্কুল ও কলেজ, কেদারার পরিবর্তে চেয়ার ইত্যাদি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন ।

হাইফেনযুক্ত বিদেশী শব্দ ব্যবহার নজরুলের নিজস্ব সৃষ্টি। বিভিন্ন বিদেশী উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন । কখনো কখনো দুই বা ততোধিক বিদেশী বা বিদেশী শব্দের সাথে তৎসম, তদ্ভব, দেশী শব্দের

মিলন ঘটিয়েছেন হাইফেন ব্যবহার করে। যৌগিক শব্দ তৈরির কৌশল হিসেবে তিনি সবসময় শব্দের মাঝখানে হাইফেন প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ- হিন্দু-মুসলমান, দাবি-দাওয়া, আইন-আদালত, কায়দা-কানুন, মোল্লা-মৌলবি, কারবালা-মাতম, ফকির-দরবেশ, টিকি-টুপি, নিখিল-মুসলিম, দাগা-বুলানো, গুল-ভরা, গুল-বনে, ফিরোজা-নীলে, পল্লী-দুলাল, রেকাবি-ভরা, বরফ-পর্বত, ইত্যাদি। নজরুলের এই হাইফেনপ্রীতির কারণে যৌগিক শব্দগুলো একটি জটিল বাক্‌খণ্ডে পরিণত না হয়ে দৃষ্টি-সুখকর হয়েছে । এই শব্দগুলো তাঁর পরিকল্পিত সৃষ্টি।

বিদেশী শব্দগুলোর মধ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক ও ধর্মসংক্রান্ত শব্দ বেশি পাওয়া যায়। বিশেষ্য পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এছাড়া রয়েছে কিছু সংখ্যক বিশেষণ, অল্প কিছু ক্রিয়া বিশেষণ ও অব্যয় পদও ।

নজরুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দগুলো বাংলায় ব্যবহার করেছেন প্রতিবর্ণীকরণের মাধ্যমে। আবার কখনও ইংরেজি হরফে (অর্থাৎ রোমক) লিখেছেন। দুরকম ব্যবহারই তাঁর প্রবন্ধে পাওয়া যায় ।

নজরুল বিদেশী শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বেশ কিছু শব্দ গঠন করেছেন। যেমন- জেলায় জেলায়, কাগজে কাগজে, হাজির হাজির, কওম কওম, নফসি নফসি ইত্যাদি ।

নজরুল তাঁর প্রবন্ধ ও অভিভাষণে বিদেশী শব্দের সাহায্যে কিছু অনুকার বা বিকারজাত শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন- Love-টাভ, আপিস-তাপিস ইত্যাদি । এছাড়া ইংরেজি কিছু খণ্ডিত শব্দও পাওয়া যায়- রেলগাড়ি >রেল, মোটর কার > মোটর । তিনি পদগত শ্রেণি পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন একটি মাত্র বিদেশী শব্দ- বলশেভিক (বিশেষণ) > বলশেভিকি (বিশেষ্য)। বিশেষ অর্থে কিছু বিদেশী শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- জান, যাদু, মোর্দা, সাদা, আমলা, খুন, সাহেব ।

নজরুল বিদেশী শব্দ দিয়ে কিছু সাদৃশ্যজাত শব্দ তৈরি করেছেন। এটি তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যেমন- হারামজাদার সাদৃশ্যে হালালজাদা, ভাঙিল-এর সাদৃশ্যে টুটিল, গোলামখানার সাদৃশ্যে তেলামখানা, পুরুত্ব-এর সাদৃশ্যে মুসলমানত্ব, ইসলামত্ব, মোল্লাত্ব, হিন্দুস্তান-এর সাদৃশ্যে দাড়ি-স্তান ।

বিদেশী দুএকটি ট্যাবু শব্দ নজরুল ব্যবহার করেছেন । যেমন- মোচলমান, নিগার, মেদা-মারা । তিনি তাঁর প্রবন্ধে অনেকবার বুলি পরিবর্তনও করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরোনো । মধ্যযুগের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম বিদেশী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানে যতটা সমৃদ্ধ, সূচনালগ্নে সঙ্গতকারণেই তেমনটা ছিল না। আজকের বাংলা ভাষার এ সমৃদ্ধ অবস্থানে আসার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে

রয়েছে বহু বিদেশী ভাষা থেকে বিপুল সংখ্যক শব্দগ্রহণ ও সাহিত্যে সেগুলোর উপযুক্তরূপে প্রয়োগ। বিদেশী শব্দ ব্যবহারে নজরুলের বিশেষ নৈপুণ্যের কারণে তাঁর নিজস্ব একটি শৈলী তৈরি হয়েছে। বড় মাপের সাহিত্যিক হওয়ার জন্য যে অনন্যসাধারণ চিন্তাজগত ও সেই চিন্তা-কল্পনাকে উপযুক্তরূপে ভাষিক অবয়বে প্রকাশ করার যে ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তা তাঁর ছিল । তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে উপস্থাপিত বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়োজনে, রচনার নান্দনিকতা সৃষ্টিতে প্রচুর বিদেশী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। বিশেষত, ইসলামী রস সৃষ্টিতে তাঁর রচনায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে আরবি-ফারসি ও ইংরেজির পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। এসব বিদেশী শব্দ-সংবলিত অভিভাষণ ও প্রবন্ধগুলো সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে ছিল যথেষ্ঠ হৃদয়গ্রাহী। নজরুলের কলমেই বিদেশী শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময় ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে বিদেশী শব্দের কাব্যিক ব্যবহার। সম্পূর্ণ নতুন, অপ্রচলিত কিংবা কিছুটা কম পরিচিত বিদেশী শব্দও তিনি এতটাই সাবলীলভাবে প্রয়োগ করেছেন যে পাঠককে হোঁচট খেতে হয় না । বিভিন্ন ভাষা থেকে তাঁর শব্দ আত্মীকরণের ক্ষমতা সমকালীন অন্য সাহিত্যিকদের তুলনায় তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যিকদের তুলনায়ও প্রশংসনীয় । এক্ষেত্রে নজরুলের সমকক্ষতা আর কারোরই নেই। এখানেই নজরুলের অনন্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. বাংলা গ্রন্থ

১। অতীন্দ্র মজুমদার : *ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা, জ্ঞানতীর্থ, ১৯৭০)

২। আনিসুজ্জামান : *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮) (ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, ২০১২)

৩। ইকবাল ভূঁইয়া (সম্পাদক) : *নির্বাচিত রচনা, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪)

৪। এম মনিরুজ্জামান : *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২)

৫। কাজী দীন মুহম্মদ : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮)

৬। কাজী রফিকুল হক : *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪)

৭। কৃষ্ণপদ গোস্বামী : *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০১)

৮। গোপাল হালদার : *ভারতের ভাষা* (কলকাতা: মনীষা গ্রন্থালয় ১৯৯৩)

৯। গোলাম মুরশিদ : *বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন,২০১৮)

১০। নরেন বিশ্বাস : *প্রসঙ্গ বাঙলা ভাষা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

১১। পরে শচন্দ্র ভট্টাচার্য : *ভাষাবিদ্যা পরিচয়* (কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৮৪)

১২। বিপ্লব দাশগুপ্ত : *বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রাক ঔপনিবেশিক পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯)

১৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক) : *বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স,১৯৯৯)

১৪। মনসুর মুসা : *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২)

১৫। মনসুর মুসা (সম্পাদক) : *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী ২য় খণ্ড*

১৬। মহাম্মদ দানীউল হক : *ভাষাবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩)

১৭। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (সম্পাদক) : *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ১৯৯৬)

১৮। মুহম্মদ এনামুল হক : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

১৯। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৭৩)

২০। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : *বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯)

২১। মোহাম্মদ হারুন রশিদ (সম্পাদক) : *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৫)

২২। রফিকুল ইসলাম : *কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: কেপি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯১)

২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বাংলা ভাষার পরিচয়* (ঢাকা: বর্তমান সময়, ২০০৪)

২৪। রমাপ্রসাদ দাস : *শব্দ জিজ্ঞাসা: শব্দের প্রকার ও প্রকৃতি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯)

২৫। রামেশ্বর শ' : *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৯৮৮)

২৬। সত্যেন সেন : *মসলার যুদ্ধ* (ঢাকা : দ্যু প্রকাশন,২০১৬)

২৭। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক) : জগদীশ নারায়ণ সরকার, *মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৪)।

২৮। সুকুমার সেন : *ভাষার ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: ইস্টার্ণ পাবিলিশার্স)

২৯। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫)

৩০। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২০০১)

৩১। সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ)* (ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৩)

৩২। সৌরভ সিকদার : *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)* (ঢাকা : হাসি প্রকাশনী, ২০০৪)

৩৩। সৌরভ সিকদার : *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪)

৩৪। সৌরভ সিকদার : *বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তন* (ঢাকা হাসি প্রকাশনী, ২০০৪)

৩৫। হুমায়ুন আজাদ : *তুলনামুলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১২)

৩৬। হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদক) : *মুহাম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী ॥ ১ম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইংরেজি গ্রন্থ

১। Kazi Abdul Mannan : *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal up to 1855* (Dhaka: 1974)

২। Shaikh Ghulam Maqsud Hilali : Perso Arabic Elements in Bengali, (Dhaka: Bangla Academy)

৩। Suniti Kumer Chatterjee : The Origin and Development of the Bengali Language, vol, 1 (Calcutta 1926)

গ. বাংলা পত্রিকা

১। বাংলা একাডেমী পত্রিকা : ঢাকা, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী- মার্চ ২০০৮, ৫২ বর্ষ

২। সাহিত্য পত্রিকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
আটত্রিশ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০২

ঘ. অভিধান

১। মোঃ হারুন রশিদ : *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৫)

২। বিধু ভূষণ দাশগুপ্ত : *ত্রিভাষা অভিধান হিন্দি-বাংলা-ইংরাজী*, (কোলকাতা: অন্নপূর্ণা এজেন্সি, ২০১৮)

৩। *সংসদ বাংলা অভিধান* : (কোলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮)

৪। হরেন্দ চন্দ্র পাল : *বাংলা সাহিত্যের আরবী ফারসী শব্দ*, ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭)

৫। হাকিম আরিফ : *নজরুল-শব্দপঞ্জি*, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৭)